ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাত কর্তৃক স্বীকৃত

# সুন্নী পরিচয় ও তাবলীগ পরিচয়

রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের স্মরণে বাংলাদেশ ওলামায়ে আহলে সুন্নত কর্তৃক স্বীকৃত।

# সুন্নী পরিচয়
# ও
# তাবলীগ পরিচয়


রচনায় ঃ

আলহাজ্জ মাওলানা রেদওয়ানুল হক ইসামাবাদী

এম, এম-এম, এফ, ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট-রিচার্চ স্কলার



পরিবেশক

রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী

৮৩/২ (গ) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ

সহিদুল ইসলাম নিজামী

১৫ নং কোর্ট হাউজ স্ট্রীট, ঢাকা,

পঞ্চম সংস্করণ ঃ মার্চ ১৯৯৬ ইং

সংশোধিত ও পরিমার্জিত

ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ মার্চ ১৯৯৮ ইং

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজ

সাবিত কম্পিউটার সার্ভিস

৩৮/২-খ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ

রেদওয়ানিয়া প্রেস

৩৮/২ (গ) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ [illegible]৭৬[illegible] ২৮৩০২৭

# ভূমিকা

বর্তমান জামানায় আমাদের এতদ্দেশে সর্বশেষ মশহুর যে জামায়াতটির কথা শোনা যায় এবং দেখা যায় সেটি হল "তাবলীগ জামায়াত" যা ইসলামী শরীয়তের মত মূল তাবলীগী জীবন হতে বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত নতুন এক ধরণের "জামানার বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত" একটি নতুন 'ফেরকা' উদ্ভবের অপপ্রয়াস মাত্র। এ কথাটাই বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে আইম্মায়ে মোতাকাদ্দেমীনগণের প্রামাণ্য দলিলাদির উদ্ধৃতি সহ্ আমি অতীব যত্নের সাথে বিশ্লেষণ ও গ্রন্থণায় যত্নবান হয়েছি।

মূল আরবী গ্রন্থাবলী পাঠ করতে পারে এবং এর অন্তর্নিহিত মর্ম উপলব্ধি করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা এদেশে বিরল। খারেজী উর্দু পড়া মৌলভী ও সাধারণ মানুষ ধর্মের বাইরের খোলস বা চমক দেখে অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাই বর্তমানে মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী, মৌলভী আশরাফ আলী থানভী, মৌলভী কাসেম নানতুবী প্রমুখ ওহাবী আকীদায় বিশ্বাসী প্রসিদ্ধ আলেমগণের আশীর্বাদ পুষ্ট ও ইংরেজ সরকারের অর্থানুকুল্যে নির্মিত ও প্রচারিত "ইলিয়াসী তাবলীগ" এতটা সম্প্রসারিত ও আবেদনময়ী। বিশেষতঃ বাংলা মুলুকেই এর সবচেয়ে বেশী দৃঢ় অবস্থান।

আমরা অত্র 'তাবলীগ পরিচয়' গ্রন্থে এ সব বিষয়ের বিশ্লেষণে প্রামাণ্য গ্রন্থাদীর উদ্ধৃতি যথাস্থানে উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রবন্ধগুলোকে হৃদয়গ্রাহী করতে যত্নবান হয়েছি। আশা করি ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রই এর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

ইলিয়াসী তাবলীগের মূল গ্রন্থ মলফুজাতের ২১০ নং ধারায় ১৪১ নং পৃষ্ঠায় মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী নিজেই বর্ণনা করেছেন, "আমার কথা কোরআন ও [illegible] তে [illegible] আমল করো না

কেননা, আমি একজন বদ-দ্বীন। আমার পরামর্শ কোরআন ও সুন্নাহর সাথে মিলিয়ে নাও। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ দায়িত্বে আমল করবে'। অথচ তিনি তার রচিত উর্দু মলফুজাতখানার ৫০ নং ধারায় বলেছেন- আমার ঐশী এলহাম হচ্ছে, আমি একজন সঠিক উপদেষ্টা হিসেবে দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছি। বিশেষ করে ইলিয়াসের বড় মুরুব্বী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী হিন্দু ধর্মমত সমর্থক ছিলেন। তিনি ফতুয়ায়ে রশিদিয়ার ৫৪৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ্য বাক্যে বলেছেন, কাফের বিধর্মীর সাথে যুদ্ধ করা নাজায়েয। তার এ কথায় বুঝা গেল যে, তিনি একজন হিন্দু আদর্শবাদী লোক ছিলেন। পীর যে পথের পথিক ছিলেন মুরীদও সেই পথের পথিকই হবেন। যাদের ঈমান আকীদায় নানা ধরণের হেরফের রয়েছে তাদেরকে মুসলমান বলা বড় মুশকিল শেষ জামানায় কালেমা চোর, প্রতারক, মিথ্যুকের মধ্যে ইলিয়াস মেওয়াতী অন্যতম। তার পরিকল্পিত শরীয়ত ইসলামী শরীয়ত হতে ভিন্ন।

ইসলামের মূল পঞ্চ স্তম্ভের উপর সুদৃঢ় আকীদা বিশ্বাস রেখে পাশাপাশি ইলিয়াসী তাবলীগ আমল করা শরীয়ত সম্মত নয়। ইলিয়াস মেওয়াতী কত বড় মিথ্যুক ছিল এবং তার আকীদা মতবাদ তা তার রচিত মূল উর্দু মলফুজাতখানা পড়লে বুঝা যাবে। আমরা ঘাড়ে পড়ে কারো বদনাম রটাতে চাই না। আমরা যথাসাধ্য তাবলীগ পরিচয়ের মধ্যে ইলিয়াস ও তার রচিত তাবলীগ জামায়াতের সঠিক দিক দর্শন করেছি মাত্র।

আল্লাহর রহমতে যদি একজন মুসলমানও আমাদের উক্ত আলোচনা সঠিক ইসলামী জেন্দেগীতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম হন তবেই আমাদের সাধনা সার্থক হবে বলে মনে করি।

লেখক

মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক

# সূচিপত্র

## প্রথম অধ্যায়


| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। | আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত | ৯ |
| ২। | ফরজের সাথে সুন্নতে রাসূল (দঃ)-এর সম্পর্ক | ১২ |
| ৩। | আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা | ১৫ |
| ৪। | আল্লাহ্ সম্পর্কে দেওবন্দী আকীদা | ১৮ |
| ৫। | মহানবী (দঃ)-এর সম্পর্কে দেওবন্দী আকীদাবলী | ১৯ |
| ৬। | দেওবন্দী শরীয়তের কতিপয় মাসআলা মাসায়েল | ২১ |
| ৭। | আশরাফ আলী থানভী ও রশীদ আহাম্মদ গঙ্গহী কর্তৃক নবী-সাহাবীগণের বে-ইজ্জতী | ২২ |
| ৮। | ওহাবীগণ কর্তৃক ইসলাম ও ওলামায়ে ইসলামের বে-ইজ্জতী | ২৫ |
| ৯। | মহানবী (দঃ) এর উপদেশ বাণী | ২৮ |
| ১০। | আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদাবলী | ৩০ |
| ১১। | আম্বিয়ায়ে কেরামগণ সম্পর্কে সুন্নী আকীদাবলী | ৩২ |
| ১২। | মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) সম্বন্ধে সুন্নী আকীদাবলী | ৩৪ |
| ১৩। | ইসলামী বিধি সম্মত অন্যান্য আকীদাবলী | ৩৬ |
| ১৪। | ওলী ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের পটভূমিকা | ৩৮ |
| ১৫। | উপমহাদেশে হযরত খাজা আজমিরী ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ)-এর ইসলাম প্রচারের কাহিনী | ৪০ |
| ১৬। | মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ)-এর জীবন চরিত ও মজাদ্দেদিয়া তরীকা এবং শাহ্ ওলী উল্লাহ্ মোহাদ্দেসে দেহলভীর হাদীস প্রচার | ৪১ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ১৭। শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভীর সাথে শিয়া ও ওহাবীদের দ্বন্দ্ব | ৪২ |
| ১৮। শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভীর ধর্মীয় শিক্ষানীতির হালহকিকত | ৪৩ |
| ১৯। এক নজরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রাণ কেন্দ্র আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা কাহিনী | ৪৫ |
| ২০। আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা ব্যবস্থার সুফল | ৪৮ |
| ২১। তৎকালীন ভারতবর্ষে আলীয়া মাদ্রাসার গুরুত্ব ও অবদান | ৫৩ |
| ২২। আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মৌলভী আতাহার আলী এম, পি-র চক্রান্ত | ৫৭ |
| ২৩। মৌলভী আতাহার আলীর মত অন্য আর একজন খারেজী আলেম | ৫৮ |
| ২৪। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত | ৫৯ |
| ২৫। সুন্নী তরীকত পন্থী ইমামগণের পরিচয় | ৬২ |
| ২৬। মুজাদ্দিদ (রঃ)-এর তরীকত লাভের বর্ণনা | ৬৩ |
| ২৭। মৌলবাদ শক্তির বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর তরীকত সংগ্রাম | ৬৪ |
| ২৮। মীলাদ অনুষ্ঠান পালন সম্পর্কে শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক -এর একটি চমকপ্রদ ঘটনা | ৬৬ |


## দ্বিতীয় অধ্যায়


| | | |
|---|---|---|
| ১। | দ্বীন ইসলাম ও দ্বীনে এলাহীর পটভূমিকা | ৬৮ |
| ২। | সম্রাট আকবরের দ্বীনে এলাহী | ৬৯ |
| ৩। | দ্বীনে এলাহীর প্রতি তাবলীগ জামায়াতীর আগ্রহ প্রকাশ ও দ্বীন ইসলামের প্রতি বিদ্বেষভাব | ৭০ |

| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৪। | ইলিয়াস দেওবন্দীর মেওয়াত পরিচয় | ৭৩ |
| ৫। | ইলিয়াসী তাবলীগের গর্হিত কর্মকাণ্ড | ৭৬ |
| ৬। | সম্রাট আকবরের আদর্শ ও মৌলভী ইলিয়াসের আদর্শের মধ্যে তুলনা | ৮০ |
| ৭। | ইলিয়াস পরিচিতি ও "তরীকায়ে দ্বীন তাবলীগ" | ৮২ |
| ৮। | স্বপ্ন ঘোরে ইলিয়াসী তাবলীগের উদ্ভব কাহিনী | ৮৩ |
| ৯। | মৌলভী ইলিয়াসের নবুয়তের কয়েকটি মিথ্যা দাবী | ৮৬ |
| ১০। | তাবলীগ প্রচারের জন্য মৌলভী ইলিয়াস সংগ্রামে প্রত্যাবর্তন | ৮৭ |
| ১১। | ইসলামী তাবলীগ ও ইলিয়াসী তাবলীগের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য | ৮৯ |
| ১২। | ইসলামী শরীয়তের পাঁচ মূলনীতি ও তাবলীগ জামায়াতের ছয় উছুল | ৯২ |
| ১৩। | তাবলীগ জামায়াতীর আমল আখলাক | ৯৫ |
| ১৪। | তাবলীগ জামায়াতীর মসজিদ ব্যবহার নীতি | ৯৬ |
| ১৫। | মসজিদ ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস | ৯৭ |
| ১৬। | রশীদ আহাম্মদ মুরব্বী সম্পর্কে দেওবন্দী ওলামা-মাশায়েখদের ভুল ধারণা | ১০৩ |
| ১৭। | রশীদ আহাম্মদ মুরব্বীর অমরত্বের দাবী | ১০৪ |
| ১৮। | রশীদ আহাম্মদ মুরব্বীর কুফরী কালামের একাংশ | ১০৫ |
| ১৯। | ধাপে ধাপে মেওয়াত গ্রামে ইলিয়াস মেওয়াতীর তাবলীগী অভিযান | ১০৬ |
| ২০। | কুফরী কল্যাণ সমিতির তিন সদস্য বিশিষ্ট দল | ১০৯ |
| ২১। | ওহাবী মতবাদের বৈশিষ্ট্য | ১১০ |
| ২২। | বড় মুরব্বী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর বৈশিষ্ট্য | ১১১ |
| ২৩। | মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীর তেলেসমাতী | ১১২ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ২৪। তাবলীগ জামায়াতীর "চিল্লা" এর মাজেযা | ১১৩ |
| ২৫। কয়েকজন হিন্দুপন্থী ভারতবাসী মাওলানা মৌলভী | ১১৬ |
| ২৬। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা প্রসঙ্গে তাবলীগ জামায়াতের ঈমান পরীক্ষা | ১১৮ |
| ২৭। ইসলামী সংগ্রাম ও তাবলীগ সংগ্রামের পার্থক্য | ১২০ |
| ২৮। হাদীসে রাসূল ও তাবলীগ জামায়াত | ১২১ |
| ২৯। বদ মাযহাবী তাবলীগ জামায়াতীর সাথে সমাজ নামাজ অবৈধ হওয়ার প্রমাণ | ১২২ |
| ৩০। বদ মাযহাবীর সাথে উঠাবসা না করা সম্পর্কে দার্শনিক ইমামগণের রায় | ১২৪ |
| ৩১। তাবলীগ নীতির বিরুদ্ধে ইলিয়াস মেওয়াতীর অনাস্থা জ্ঞাপন | ১২৬ |
| ৩২। তাবলীগ জামায়াতীর এজতেমার সমাবেশ রহস্য | ১২৮ |
| ৩৩। টঙ্গীর এজতেমার রহস্য | ১২৯ |
| ৩৪। হাদীসে রাসূল (দঃ) ও ইলিয়াস মেওয়াতীর তাবলীগ | ১৩২ |
| ৩৫। ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াতের নবতর ফেৎনা হতে বেঁচে থাকার সরল পথ | ১৩৪ |
| ৩৬। ইলিয়াসী তাবলীগ পন্থীদের মালফুজাতী মাজেযা | ১৩৫ |

# প্রথম অধ্যায়

## আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

## সুন্নত ও আহলুস সুন্নত শব্দের বিভিন্ন অর্থ

১। **'সুন্নত'** শব্দের আভিধানিক অর্থ হলঃ (১) সীরত (চরিত্র) (২) তরীকত (পন্থা), (৩) তবীয়ত (স্বভাব), (৪) শরীয়ত (ইসলাম পন্থী)।

২। **'আহলুস সুন্নত'**-এর আভিধানিক অর্থ হলঃ সুন্নত পন্থী বা সুন্নত অনুসারী এবং এর পারিভাষিক অর্থ হল, মুসলমানদের যে বৃহত্তম অংশ হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর খেলাফতকে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছিল— সেই জামায়াতই আহলুস সুন্নত নামে খ্যাত।

৩। **'সুন্নী'** মানে সুন্নত পন্থী, যে মুসলমানের বৃহত্তম জামায়াতের সাথে সুন্নত সম্পর্কীত। এ দলের সকল সদস্য সমন্বিত ধারণাকে সুন্নী জামায়াত বলা হয়। (লোগাতে আল মোনজাদে আলম)

রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন ঃ

**"ফাত্তাবেউ ছাওয়াদুল আজাম"** অর্থাৎ তোমরা বড় জামায়াতের অনুসরণ কর।

**মহানবী (দঃ) অন্যত্র বলেছন ঃ**

**"আলাইকুম বি সুন্নাতী, ওয়া সুন্নাতি খোলাফায়ে রাশেদীন"** অর্থাৎ তোমরা আমার সুন্নতকে যেভাবে পালন করছ তদ্রুপ খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকেও পালন কর।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে অধিকাংশ সাহাবাগণই সুন্নী জামায়াতের পন্থী ছিলেন এবং এর বিস্তারে তৎপর ছিলেন। তৎপর ফকীহগণ এসে সুন্নী জামায়াতের বিস্তারকে আরও সমুন্নত করেছেন। ৩৭ হিজরী সনের

দিকে এসে অবশ্য সুন্নী জামায়াতের ভিতর ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময় মৌলবাদী ইহুদী আবদুল্লাহ বিন সাবার নেতৃত্বে খারেজী ফেরকার উদ্ভব ঘটে। ইহা ইসলামী দুনিয়ায় সুন্নী জামায়াত পরিপন্থী প্রথম ফেরকা। (গুনিয়াতুত তালেবীন— হযরত বড় পীর)

**রাসূলুল্লাহ (দঃ) অন্যত্র বলেছেন ঃ**

**"মান ফারাকাল জামায়াতু শিররান ফাকাদ খালিয়া রিবকাতুল ইসলামে আন উনুকিহি"** অর্থাৎ যে জামায়াত (সুন্নতের জামায়াত) হতে সামান্য বিচ্ছিন্ন হবে, তার গর্দান হতে ইসলাম ধর্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

উক্ত হাদীসের মানদণ্ডেই হযরত আলী (রাঃ) ইসলাম ধর্মের মূলনীতিমালা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দলকে "খারেজী দল" বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ এরা সুন্নী জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যার কারণে তারা অমুসলিমে পরিণত হল।

এরূপ সুন্নত পন্থা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দল ও উপদলকেই ফেরকাবন্দী দল বলা হয়। এদের বহু সংখ্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ৭৩ ফেরকার হাদীসও রয়েছে।

**৪। সুন্নতের বিভিন্ন অর্থ ঃ** সুন্নাত শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। যথা ঃ- (১) ইসলামী শরীয়তের নির্দেশিত সুন্নত বা নিয়ম নীতি বা চলন পদ্ধতি। যেমন ঃ- খোলাফায়ে রাশেদীন যে সুন্নতের অনুসরণ করেছেন সেই সুন্নত। অর্থাৎ হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর কর্ম পন্থা ও জীবন যাপনের সঠিক রূপ।

(২) মন্দের সাথে সম্পর্কিত সুন্নত বা অশুভ কর্ম তৎপরতা। যেমন ঃ- বলা হয়, সুন্নতে আবু জেহেল, সুন্নতে এজিদ, সুন্নতে জাহেলিয়াত। এ সুন্নতের পরিবর্তন আছে, কিন্তু ইসলামী সুন্নতের কোনই পরিবর্তন নেই।

**খাঁটি "সুন্নত" পালন সম্পর্কে মহানবী (দঃ) এর বাণী ঃ**

**"মান তামাচ্ছাকা বিসুন্নাতী, এনদা ফাছাদে উম্মাতী ফালাহু আজরু মিয়াতু শাহীদীন"** অর্থাৎ- ফেৎনা-ফাসাদের যুগে যে আমার একটি সুন্নতকে

(যথাযথ) ধারণ করে মৃত্যু বরণ করবে, সে ব্যক্তি একশত শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।

বর্তমান জামানায় বহু বাতিল ফেরকার উদ্ভব ঘটেছে। অতএব এ সময় রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সন্নতকে যথাযথ ভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা মহানবী (দঃ)-এর সমালোচনাকারীদের আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে "সুন্নত" পালন করে, তারা মোনাফেক। আধুনিক চিন্তা ধারায় এমনও দেখা যায়, কোন কোন ব্যক্তি শুধু রাসূলে করীম (দঃ)-এর অনুসরণ করাকেই শরীয়ত মনে করে কিন্তু এর সাথে সাহাবায়ে কেরামগণের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে– এ জাতীয় ব্যক্তিও মোনাফেকেরই অন্তর্ভূক্ত।

**ওলামায়ে ইসলাম পরিচিতি ঃ** দুনিয়াতে ধর্ম প্রচার করেছেন আম্বিয়ায়ে মুরসালীনগণ। প্রত্যেক নবীরই বিশেষ সহচর সহযোগী ছিলেন। যেমন ঃ– মুসা নবী (আঃ)-এর সহযোগী ছিলেন ওলামায়ে ইহুদ বনাম পণ্ডিত পাদ্রীগণ। হযরত ঈসা নবী (আঃ)-এর সহযোগী ছিলেন হাওয়ারীগণ। তদ্রুপ আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর সহযোগী ছিলেন ওলামায়ে ইসলাম। হযরত রাসূলে পাক (দঃ) ওলামায়ে ইসলামের পদমর্যাদার তুলনা করে বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে আলেম সমাজ বণি ইসরাইলের নবীদের সমতুল্য মর্যাদাবান।

মহানবী (দঃ)-এর জীবদ্দশায় ওলামায়ে ইসলামের নামকরণ করা হয়েছিল আহলুস্‌সুন্নত বা সুন্নত অনুসারী, আসহাবে রাসূল, আসহাবে রায়, আহলে হক ইত্যাদি। তবে আহলে সুন্নত নামটি তৎকালেও বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ইমাম আহাম্মদ ও আবু দাউদ শরীফ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, সুন্নী জামায়াত কাদেরক বলা হয়? তদুত্তরে আরবীতে তিনি (দঃ) বললেন, মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী'। অর্থাৎ– যে নিয়ম নীতির উপর আমি প্রতিষ্ঠিত আছি এবং আমার সাহাবী সহচরগণ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁরাই আহলুস্‌সুন্নত ওয়াল জামায়াত।

— — —

# ফরজের সাথে সুন্নতে রাসূল (দঃ)-এর সম্পর্ক

ইসলামী শরীয়ত যে সমস্ত বিশ্বাস ও করণীয় বা পালনীয় বিষয়াবলীকে ফরজ বলে নির্ধারিত করেছে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই পালন করতে হয়। আর রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সন্তুষ্টির জন্য যা পালন করা হয় তা সুন্নতে রাসূল। আল্লাহর ফরজ এবং নবী করীম (দঃ)-এর সুন্নতকে সংমিশ্রিত করে পালন করলে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (দঃ) উভয়ই সন্তুষ্ট হন বেশী। আর উভয়ের সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। সুন্নতে রাসূল পালন ছাড়া আল্লাহ ফরজ আমল গ্রহণ করেন না।

এ ছাড়া সুন্নত না হলে, ফরজ অচল। যেমন ঃ– হাদীস না হলে কালামুল্লাহ (কোরআন) অচল। সুন্নত ও ফরজকে পাশাপাশি রাখার নামই ইসলামী শরীয়ত।

যাঁর মুখ মোবারক-এর মাধ্যমে কোরআন এসেছে তাঁরই মুখ নিসৃত ও পালিত এবং নির্দেশিত বাক্য সমষ্টিই হাদীস গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে এ দু'য়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যও অনিস্বীকার্য। যমন ঃ–

নামাযে কোরআন পঠিত হয় এবং সুন্নতে রাসূল বা রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর দিক নির্দেশনা বা রাসূলুল্লাহর আদর্শ ও দর্শন নামাজে ব্যবহার হয়। এ ক্ষেত্রে একটি অন্যটির পরিপূরক হিসেবেই কার্যকরী।

ইসলামী পঞ্চ বেনার অন্যতম ঈমানী কালেমার মধ্যে আল্লাহর সাথে যেমনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ) সংমিশ্রিত ভাবে রয়েছেন, তেমনি আল্লাহর কালামুল্লাহর সাথে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীস (আদর্শ) সমান্তরাল ভাবেই অবস্থান করে। যেমন ঃ– আল্লাহ বলেন ঃ

**"উনযিলা আলাইকাল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা"**

অর্থাৎ– কোরআনের সাথে হাদীস শরীফকেও অবতীর্ণ করা হয়েছে।

আল্লাহ আরও বলেছেন ঃ

"আ'মেনু বিল্লাহে ওয়া রাসূলিহি"

অর্থাৎ আল্লাহর উপর ঈমান এনো তৎসঙ্গে ঈমান এনো আল্লাহর রাসূলের উপর। উভয়ের উপর ঈমান আনার মধ্যে কোন হেরফের নেই।

আল্লাহ বলেন ঃ

"আতীউল্লাহা ওয়া আতীউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরে মিনকুম"

অর্থাৎ– তোমরা আল্লাহকে যেভাবে অনুসরণ কর, তেমনি ভাবে রাসূলে করীম (দঃ) কে এবং আইম্মায়ে কেরামগণকেও অনুসরণ কর।

আল্লাহ পাক কোরআন পাককে যাঁর মাধ্যমে (রাসূলের) দিয়েছেন, তাঁর ব্যাখ্যাই তাঁর অনুসারীদের জন্য গ্রহণীয়।

ইসলামী শরীয়ত বলতে বুঝায় আল্লাহর আইন ও সুন্নাতে রাসূলের সমন্বিত বিধি বিধান। মহানবী (দঃ)-এর নির্দেশিত পথই ইসলাম। এখানে আল্লাহর হুকুম হল, আইন এবং মহানবী (দঃ)-এর আদর্শ হল, সে আইনের বাস্তবায়ণ পদ্ধতির ধারা বা আল্লাহর আইন প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতি।

কোরআনের বিধান অতি সংক্ষিপ্ত এবং সুন্নতের বিধান বিস্তারিত। আল্লাহর আইন সরাসরি বাস্তব সত্য এবং রাসূলে পাক (দঃ)-এর সংবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং পালনীয়। যেমন ঃ–আল্লাহ পাকের নির্দেশ, নামাজ দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। কিন্তু মহানবী (দঃ)-এর সংবিধানে বলা হয়েছে, রুগ্ন ব্যক্তি বসে বসে নামাজ পড়লেও আল্লাহর ফরজ আদায় হয়ে যাবে। এখানে মহানবী (দঃ)-এর নির্দেশিত পন্থাই শরীয়ত। শুধু কোরআন নয়।

আল্লাহ বলেন ঃ

'ওয়া আনজালনা আলাইকাল কিতাবা লিইউবায়্যিনা লাকুম'

অর্থাৎ– হে নবী (দঃ)! আমি আপনার উপর কোরআন নাযিল করেছি, (সেই কোরআনের) মর্মার্থ বিকাশ করা আপনার উপর (ন্যাস্ত করা হয়েছে)। এখানে কিতাবের বিধানটি আল্লাহর, কিন্তু বিধান প্রচার রাসূল (দঃ)-এর জন্য খাস।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আরবী ভাষায় বিজ্ঞ লোকের পক্ষেও তো কোরআনের

ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে ধারণা করা যায়, কিন্তু আল্লাহ্ পাকের তা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা তাঁর মনোণীত ধর্মকে আল্লাহর দুনিয়ায় বিস্তার করার জন্য রাসূলে পাক (দঃ)-এর ব্যাখ্যা সম্বলিত শরীয়তই মানব মণ্ডলীর জন্য হেদায়েত ও নাজাতের একমাত্র সুনির্বাচিত সৎপথ।

কোরআন পাক নাযিলের বহু পূর্বেই আল্লাহ্ পাক মহানবী রাসূলে করীম (দঃ) কে কোরআন মজিদের অর্থ শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

**"আল্লামাহুল বায়ান"**

অর্থাৎ- (আমি কোরআনের মত) কোরআনের বর্ণনা নীতি ও তাঁকে (রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কে) শিক্ষা দিয়েছি।

অতএব, রাসূলে করীম (দঃ) যে ভাবে, যে বর্ণনায় কোরআনের শিক্ষাকে ইসলামী জিন্দেগীর জন্য নির্দেশ করেছেন, তা-ই মুসলমানগণের অবশ্য পালনীয়। আর সুন্নী জামায়াতের বিশ্বাস্য ও কর্মপদ্ধতিও তদনুরূপ।

বর্তমান যুগে একদল সুন্নত বিদ্বেষী লোকের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা রাসূলের সুন্নত পালনে অনীহা প্রকাশ করে আসছে। তারা প্রতিবাদ করে বলে সুন্নত তো ফরজ নয়। ফরজের সাথে সুন্নত পালন করলে আল্লাহ্ ও রাসূল সংমিশ্রিত হয়ে শিরিকে পরিণত হওয়ার আশংকা রয়েছে বেশী। অথচ, তাহরীমার বাঁধন হতে তাশাহুদ পাঠ পর্যন্ত নামাজের মধ্যখানে সুন্নতের প্রয়োগ কার্যকারীতা তুলনামূলকভাবে বেশী। ফরজ নামাজের তুলনায় সুন্নত নামাজের সংখ্যাও বেশী। সুন্নী পন্থীরা বেশী বেশী সুন্নতে রাসূল পালন করে, তাই তাদের নাম সুন্নী হয়েছে।

---

# আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ওলামায়ে ইসলামগণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আহলুস সুন্নত ওয়াল জামায়াত বলতে বুঝায় ঐ "সংঘবদ্ধ ইসলামী দলকে–যারা নবী করীম (দঃ)-এর রীতি নীতিকে বা কর্ম পদ্ধতি ও আকীদাবলীতে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন সংযোজন ও বিয়োজন না করে হু-বহু ও যথাযথ পালন বা বাস্তবায়ন করে, তাঁরাই আহলুস্ সুন্নত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী বা সুন্নী দল।

উপরোক্ত সংজ্ঞা মোতাবেক প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ ভাবেই সুন্নী নীতি মোতাবেক নিজেদের জীবন যাপন করে ধন্য হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ খোলাফয়ে রাশেদীনের শেষ ভাগে এসে দল ও পার্টির স্বার্থে ও নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তির মোহে ইসলামে বিভেদের সৃষ্টি করা হয়, যার পরিণতিতে শিয়া প্রভৃতি দলের সৃষ্টি হয়।

হযরত আবু হানীফা (রঃ)-এর ফিকহে আকবর গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ফখরুল ইসলাম বজদবী লিখেছেন, ইসলামী শাস্ত্রের ধর্ম জ্ঞান দু' প্রকার। যথা ঃ

১। তাওহীদ সত্তা ও আল্লাহর গুণাবলীর জ্ঞান আহরণ করা।

২। শরীয়ত ও আহকামের জ্ঞান রাখা। প্রথম প্রকারের অর্থাৎ তাওহীদ ও আল্লাহর গুণাবলীর সম্বন্ধে জ্ঞান এর ভিত্তিমূল হল, আল্লাহ্ পাকের কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সুন্নতকে নিজে জীবন ব্যবস্থায় পূর্ণাঙ্গ রূপে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরে রাখা এবং কোন অবস্থায়ই নিষিদ্ধরূপ বেদআতের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত না করা। আর সে সঙ্গে তরীকতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অর্থাৎ আসহাবে কেরাম, তাবেঈন ও মাশায়েখগণ (ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অনুচরগণ) যে তরীকতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাতে নিজেকে সুদৃঢ় রাখা।

"হাদীস শরীফের বিশুদ্ধ ছয়খানা হাদীস (ছিয়াছিত্তা) সংকলনকারীগণ সুন্নত জামায়াতের তথা আহলুস সুন্নত ওয়াল জামায়াতের কর্ম নীতি ও মাযহাবের

উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং চার ইমামগণ এ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উপমহাদেশের সুন্নী পন্থী বিজ্ঞ বিজ্ঞ ওলামাগণ সকলেই তরীকত পন্থী ছিলেন। যেমন ঃ আল্লামা শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী, শাহ ওলি উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী ও শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী প্রমুখ তরীকত পন্থী ওলামা।

অতএব, বুঝা গেল, "আহলুস্ সুন্নত ওয়াল জামায়াত" নামে ইসলামী দলটির উৎপত্তি মহানবী (দঃ)-এর যুগ হতে এবং আজ পর্যন্ত এর কার্যকারীতা অক্ষুন্ন ধারায় চলছে এবং তরীকত পন্থী সুন্নী আলেমদের প্রচেষ্টায় সুন্নত প্রচলন ঘটছে।

ইবনে তাইমিয়া যিনি খারেজী মাযহাবকে অনুসরণ করতেন। পরবর্তী কালে ওহাবী মতাদর্শীরা তাকে নিজেদের ইমাম ও নায়ক হিসেবে গন্য করে। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত মাযহাবের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, আহলুস সুন্নত ওয়াল জামায়াত (যা সাধারণ লোকের মধ্যে সুন্নী নামে খ্যাত) এটি একটি পুরাতন প্রসিদ্ধ মাযহাব। যারা মহানবী (দঃ)-এর সংস্রবে থেকে তাঁর কর্ম পদ্ধতিকে উদ্‌ঘাটন করেছেন তাঁরা ছিলেন তাঁর (দঃ)-এর সংগী সাহাবী। যারা এ পুরানে প্রসিদ্ধ মাযহাবের বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা প্রকৃত অর্থে বদ-মাযহাবী বেদআতী দল। (মিনহাজুস সুন্নাহ)

অতএব, ইবনে তাইমিয়ার উল্লেখিত মন্তব্য অনুযায়ী তাকে সুন্নী বলা যায় কিন্তু তিনি রওজা শরীফ জিয়ারতের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করার কারণে তাকে ওহাবী মাযহাব এর নায়ক বলা হত। অথচ, ওহাবী নামের এ নতুন ফেরকাটি আহলুস সুন্নত ওয়াল জামায়াতের পরিপন্থী একটি নতুন দল। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় ওহাবী আকীদা বিশ্বাস প্রচারের জন্য একটি শক্ত ঘাটি নির্মাণ করা হয়। তখন দেওবন্দীরা ইবনে তাইমিয়ার অনুসরণ করতেন। পরবর্তীতে তারা যখ দেওবন্দী মাযহাব সৃষ্টি করেন তখন তারা নিজেদের মধ্য হতে কতিপয় লোকে নির্বাচিত করেন। তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) মৌলভী ইসমাইল হোসেন দেহলভী।

(৩) মৌলভী কাসেম নানতুবী

(৪) মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী।

(৫) মৌলভী খলিল আহাম্মদ আম্বুটি।

(৫) মৌলভী আশরাফ আলী থানভী।

(৬) মৌলভী হোসেন আলী।

উল্লেখিত ৬ জন নিজেদেরকে সুন্নী বলে দাবী করতেন, আবার তলে তলে ওহাবী আকীদায়ও বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের এক হাত ছিল বেহেশ্‌তের দিকে সম্প্রসারিত অন্য হাত দোযখের দিকে। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সুন্নী নয়। কারণ সুন্নী বলা হবে ঐ ব্যক্তিকে– যে ব্যক্তি মহানবী (দঃ) কে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, তাঁর সুন্নত নীতি ও কর্ম পন্থাকে বাস্তব রূপে রূপ দেয়। আর এরা আজীবন রাসূলে করীম (দঃ)-এর কর্ম পন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে আর এখন সুন্নী হবার দাবী করছে। শাহ ওলী উল্লাহ্ মোহাদ্দেসে দেহলভী ও শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী বিশেষ করে খাজা আজমিরী মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) ইসলাম প্রচারের সাথে সুন্নত নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেগেছেন। আর দেওবন্দী উক্ত ছয়জন আলেম আজীবন সুন্নত নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিত রেখেগেলে। এমন কি তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিতেও দ্বিধাবোধ করেনি। রাসূলে পাক (দঃ)-এর শানে অগণিত ধর্মনাশা কটুক্তি করেছেন। এরা সুন্নী পন্থী নয়, বরং মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারী, তাদের দ্বিতীয় নাম দেওবন্দী মৌলভী।

———

# আল্লাহ সম্পর্কে দেওবন্দী আকীদা

(১) আল্লাহর মিথ্যুক হওয়াটা সম্ভব। (একরোজী ১৪৫ পৃষ্ঠা)

(২) আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারেন। (একরোজী ১৪৫ পৃষ্ঠা)

(৩) আল্লাহ মিথ্যা বলার শক্তি রাখেন। (ফতুয়া রশিদিয়া ১০ পৃঃ)

(৪) আল্লাহর মিথ্যা বলাটা শক্তির বাইরে নয়।

(বাওয়াদের ওয়াল নাওয়াদের ২১০ পৃষ্ঠা)

(৫) আল্লাহর মিথ্যা বলাটা কুদরতে এলাহীর অন্তর্ভূক্ত। (ফতুয়ায়ে রশিদিয়া)

(৬) আল্লাহর মিথ্যা বলাটা তাঁর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভূক্ত। (জাহদুল মাকেল ৪০ পৃষ্ঠা)

(৭) আল্লাহর মিথ্যা বলার কথাটি নতুন নয়। (বারাহীনে কাতেয়া ২ পৃষ্ঠা)

(৮) আল্লাহ আলেমুল গায়েব সত্য, তবে সব সময় নয়। (তাকবিয়াত ২৩ পৃষ্ঠা)

(৯) আল্লাহ বান্দার কর্ম প্রতিষ্ঠার পর জ্ঞাত হন, তার আগে নয়। (আল হায়রান ১৫০ পৃষ্ঠা)

(১০) আল্লাহর মানুষের উপর ভয় ভীতি থাকে। (তাকবীয়া ৩৭ পৃষ্ঠা)

(১১) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা নিন্দনীয় নয়। (বাওয়াদের থানভী ১৩৬ পৃষ্ঠা)

(১২) আল্লাহর ছবি আছে, বিশেষ মানুষ সে ছবি দেখেছে। (আলকাতায়েব থানভী ১৩ পৃষ্ঠা)

(১৩) আল্লাহকে যারা দেখেছে, তারা তাঁকে মানুষের ছবিতে দেখেছে (বাওয়াদের থানভী ৭৯৪ পৃষ্ঠা)

---

# মহানবী (দঃ)-এর সম্পর্কে দেওবন্দী আকীদা

১। মহানবী (দঃ)-এর মধ্যে গরু-ছাগল এবং শিশু পাগলের তুল্য এলেম ছিল, বেশী নয়। (হেফজুল ঈমান থানভী, দেওবন্দ হতে প্রকাশিত ৮ পৃষ্ঠা)

২। মহানবী (দঃ)-এর এলেম ও জ্ঞান ইবলিশ শয়তানের চেয়েও কম ছিল। (বারাহীনে কাতেয়া খলিল-গঙ্গুহী রচিত ৫১ পৃষ্ঠা)

৩। মহানবী (দঃ)-এর পর অন্য কোন নবীর আগমন ঘটলে খতমে নবুয়তের অসুবিধা কি? (তাহযিরুননাস কাসেম নানতুবী রচিত ৬৪ পৃষ্ঠা)

৪। নামাজে তাশাহুদ পাঠ কালে নবী (দঃ)-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা জেনা করার তুল্য পাপ। (সেরাতুল মুসতাকীম ৮৬ পৃষ্ঠা)

৫। মহানবী (দঃ) বড় ভাই এর সম্মান পাওয়ার উপযোগী, অতিরিক্ত নয়। (তাকবিয়াতুল ঈমান ইসমাইল ৬৮ পৃষ্ঠা)

৬। মহানবী (দঃ) মরে মাটির সাথে মিশে গেছেন। (তাকবিয়া তুল ঈমান ৬৯ পৃষ্ঠা)

৭। মহানবী (দঃ) জনজীবনে অচল মানুষ ছিলেন, তাঁর কোন কর্ম ক্ষমতা ছিল না। (তাকবিয়াতুল ঈমান ৪৭ পৃষ্ঠা)

৮। মিলাদুননবী অনুষ্ঠান আর কৃষ্ণ বাবুর জন্মানুষ্ঠানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (বারাহীনে কাতেয়া ১৪৮ পৃষ্ঠা)

৯। মহানবী (দঃ) নবীগণের সরদার ছিলেন, এ কথাটি মিথ্যা। তিনি সমাজের জমিদার চৌধুরীর তুল্য ছিলেন। (তাকবিয়াতুল ঈমান ৭২ পৃষ্ঠা)

১০। মহানবী (দঃ) উর্দু ভাষা শিক্ষার জন্য দেওবন্দ মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে ছিলেন। (বারাহীনে কাতেয়া)

১১। মহানবী (দঃ) একক ভাবে রহমাতুললীর আলামীন ছিলেন না, এমদাদুল্লাহ্ মোহাজেরে মক্কীও সমগ্র বিশ্বের রহমত ছিলেন (ফতুয়া রশিদিয়া ২য় খণ্ড ৯ পৃষ্ঠা)

১২। "বরখোরদানী" নামক মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর একজন খাছ মুরীদান স্বপ্নের মধ্যে মহানবী (দঃ)-এর সাথে গলাগলি করেছিল। (আসদাকুর রোয়া থানভী ১ম পৃষ্ঠা)

১৩। মহানবী (দঃ)-এর রওজা শরীফ হারাম বস্তুর সাহায্যে নির্মিত হয়।

১৪। মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর ছবি সুরত একেবারে অবিকল মহানবী (দঃ)-এর মত ছিল। (আসদাকুর রোয়া ২৫/৩৭ পৃষ্ঠা)

১৫। মহানবী (দঃ) দিশেহারা নবী ছিলেন। (তাকবিয়াতুল ঈমান ৬৪ পৃষ্ঠা)

১৬। মহানবী (দঃ)-এর মত এখনও নবী সৃষ্টি হতে পারে। (ইকরোজী ১৩৮ পৃষ্ঠা)

১৭। মহানবী (দঃ) দেওবন্দী বুজুর্গদের পিছনে বসতে বাধ্য (আসদাকুর রোয়া ১২ খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা)

১৮। মদীনা মোনাওয়ারা আর থানাবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (ইফাযা ৪র্থ খণ্ড ২৭০ পৃষ্ঠা)

১৯। মহানবী (দঃ)-এর রওজা শরীফের গম্বুজ ভেঙ্গে দেয়া ওয়াজিব। (ইফাযা ৭ খণ্ড ১৭১ পৃষ্ঠা)

২০। মহানবী (দঃ)-এর নাম লওয়াও বেকার। (মজিদ থানভী ৩৬ পৃঃ)

২১। মহানবী (দঃ)-এর শানে বেয়াদবী করা হলে কাফের হয় না। (এমদাদুল ফতুয়া ৪র্থ খণ্ড ১২৬ পৃষ্ঠা)

**পাঠক বৃন্দ!** দেওবন্দী আলেমরা কি সুন্নী ছিল! না ধর্মদ্রোহী ছিল তা আপনারা নিজেরাই নির্ণয় করুন।

— — —

## দেওবন্দী শরীয়তের কতিপয় মাসআলা মাসায়েল

১। আফিম খাওয়া জায়েয। (ইফাযা ৪র্থ খণ্ড ২৭৭ পৃষ্ঠা)

২। কাকের মাংস খাওয়া বৈধ ও সাওয়াবের কাজ। (ফতুয়া রশিদিয়া)

৩। জেনাকৃত গাভী ও ছাগীর মাংস ও দুধ খাওয়া এবং পান করা বৈধ। (এমদাদুল ফতুয়া থানভী ২য় খণ্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা)

৪। হুক্কা খাওয়া জায়েয। (ফতুয়া রশিদিয়া)

৫। ইছালে সাওয়াবের তাবারক হারাম। (হোসেন আলী)

৬। সাহাবায়ে কেরামদেরকে কাফের বলার পর সুন্নী থাকা যায়। (ফতুয়ায়ে রশিদিয়া)

৭। ওরস অনুষ্ঠানে যাতায়াতকারীর সাথে দেওবন্দী আকীদায় বিশ্বাসী মহিলার বিবাহ নাজায়েয। (ফতুয়া রশিদিয়া)

৮। মিলাদ অনুষ্ঠান করা হারাম। (ফতুয়া রশিদিয়া)

৯। আজমীর শরীফ যাওয়া নাজায়েয, হিন্দুর মেলায় যাওয়া জায়েয। (এমদাদুল ফতুয়া ২য় খণ্ড ১২৪ পৃষ্ঠা)

১০। মিলাদ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দাঁড়ানো গর্ধবের কাজ। (ইফাযা ৫৬৩ পৃষ্ঠা)

১১। মিলাদ শরীফ পড়ার সময় দাঁড়ানো হারাম। (বারাহীনে কাতেয়া ১৪০ পৃষ্ঠা)

১২। গায়রে মোকাল্লিদ ওহাবী ভাল। (ফতুয়া রশিদিয়া)

১৩। স্বামী তার স্ত্রীর দুধ পান করতে পারে। (দেওবন্দ মাযহাব ২২৭ পৃষ্ঠা)

১৪। তাবলীগী জামায়াত ঘুষখোর ছিল। (মাকালেমা শিব্বির আহাম্মদ ওসমানী ৩৮ পৃষ্ঠা)

নোট ঃ দেওবন্দীরা আলেম ছিল সত্য কথা, তবে মুসলমান ছিল না তারা নিশ্চিত। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে বিবেচনা করা হলে তাদেরকে নাস্তিক বলতে হবে। ধর্মীয় ফতুয়া বা মাসআলা মাসায়েল-এর দিক বিবেচনা করলে তাদেরকে বলা হবে ফটকাবাজ প্রতারক। তারা তৌহিদী জনতা ছিল মুসলিম জনতা নয়।

---

# আশরাফ আলী থানভী ও রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী কর্তৃক নবী-সাহাবীগণের বে-ইজ্জতী

মৌলভী আশরাফ আলী থানভী ও মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেবদ্বয় ইসলামী মূল আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী মন্তব্য সম্বলিত কতিপয় গ্রন্থ রচনা করে আজ বাংলাদেশ তথা সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশের এক শ্রেণীর আলেমের শিরমণি হয়ে রয়েছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত এর বিশ্বাস তথা সমগ্র মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশের বিশ্বাস, আল্লাহ, রাসূল এবং ওলী, দ্বীনদার পরহেজগার ব্যক্তিগণ সকল মুসলমানের শ্রদ্ধার প্রাত্র। কিন্তু উক্ত দু'ব্যক্তির মন্তব্যে এর বিপরীত অর্থই প্রকাশ পেয়েছে। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত উদাহরণ সন্নিবেশিত করা হল ঃ

১। মৌলভী আশরাফ আলী থানভী তার রচিত 'এমদাদুল ফতুয়া' নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'আম্বিয়ায়ে কেরামগণের শানে কোন হের-ফের করে নিন্দা করলেও কাফের হবে না'। অন্যত্র তার রচিত 'হেফজুল ঈমান গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায় মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জ্ঞান বুদ্ধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি শিশু, পাগল, হায়ওয়ান জন্তুর জ্ঞান বুদ্ধির তুলনায় বিন্দুমাত্র বেশী ছিল না-শুধু আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ব্যতীত"।

এখানে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় নিজেরাই আম্বিয়া তথা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শানের সঙ্গে প্রকারান্তরে বেয়াদবী করে বসে আছেন। কেননা,

যদি কাউকে বলা হয়, 'আপনার জ্ঞান হায়ওয়ানের চেয়ে বেশী ছিল না–তবে আল্লাহর অনুগ্রহ'। কথাটায় নিশ্চয়ই লোকটির প্রশংসা করা হয়নি। অথচ, আল্লাহর নবীর প্রশংসা স্বয়ং রাব্বুল আলামীন এবং তাঁর ফেরেশ্তাকুল পর্যন্ত করেছেন। আর তাঁর শানে দরূদ পাঠ হচ্ছে বিশ্ব মুসলিমের দৈনন্দিন ঘোষণার একটি অংশ ও নামাজের অত্যাবশ্যকীয় পঠনীয়।

**প্রসংগত ঃ** আমার (হাফেজ আব্দুল মান্নানের) একটি ঘটনার কথা স্মরণ হয়ে গেল। আশা করি পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির কোন কারণ হবে না।

কোন এক নবদম্পতির প্রথম মিলন বাসরের ঘটনা–স্বামী তার নব বিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রীর কর কমল নিজ হস্তোপরি উপস্থাপন করে দর্শন পর বললো, "তোমার তোমার হস্তাঙ্গুলী অতি সুন্দর। যেমন, আমাদের হাজেরার অঙ্গুলী মণ্ডল"। স্বামীর এ মন্তব্য শুনে সুন্দরী-শিক্ষিতা-সুচতুরা নববধু চম্‌কে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় হস্ত স্বামীর কর-কমল হতে ধীরে ধীরে ফিরিয়ে নিল এবং মনে মনে নিজেকে গুটিয়ে লইল। কেটে গেল রজনীটা। পরদিন পিত্রালয়ে পৌঁছে উক্ত নববধু দ্বিতীয়বার আর কোন দিন স্বামী গৃহে পদার্পন করেনি। কারণ একটাই, আর তাহল এইঃ যে স্বামী তার নববধুর হস্তকে তার বাড়ীর কাজের মেয়ের হস্তের সঙ্গে তুলনা করতে পারে, সে আর যাই হোক, তার স্বামী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

অতএব, মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর উক্ত মন্তব্য মহানবী (দঃ)-এর শানকে বড় তো করেইনি; বরং আরও ছোট করেছে বহুগুণে। পাগলে কি না কয় ছাগলে কি না খায়।

৬। মৌঃ রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী নবী ও সাহাবায়ে কেরামগণকে হেয় জ্ঞান করে বহু মন্তব্য করেছেন। তার ফতুয়ায়ে রশিদিয়ায় মন্তব্য করা হয় যে ঃ

একবার কোন এক ব্যক্তি তার নিকট আগমণ করে জিজ্ঞেস করেছিল, "হুজুর! এজিদ মালাউন তো ইমাম হোসেন (রাঃ) সহ বহু আওলাদে রাসূলকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, মসজিদে নববীর বেহুরমতি করেছে, কাবা শরীফের গিলাপ জ্বালিয়ে দিয়েছে, অনেক মুসলিম রমনীর ইজ্জত নষ্ট করেছে– এখন আপনি এজিদ বদমায়েশকে কাফের বলবেন কি না"।

তদুত্তরে মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী বললেন, "আওলাদে রসূল এবং সাহাবাদেরকে হত্যা করলে কাফের হয় না– ইহা ছিল এজিদের ফাসেকী কর্ম। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর হস্তে নির্মিত কাবা ঘরের তত মর্যাদা বহন করলে শিরিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর মাজারের চিহ্ন থাকাতে আজ তথায় জিয়ারতের উসিলায় কেউ কেউ সিজদা করছে, সিজদা করা হারাম"।

আশরাফ আলী থানভী ও রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী উভয়ই ইসমাইল দেহলভীকে 'শহীদ' বলে ঘোষণা দিয়ে মন্তব্য প্রচার করেছিলেন। এতদুভয় বন্ধুর উক্ত ঘোষণা ছিল নেহায়েতই এক দেশদর্শী ও সবৈব মিথ্যা এবং বানোয়াট।

(তারিখে হাজারা)

মৌলভী ইসমাইল দেহলভী বালাকোট যাওয়ার পথিমধ্যে এক স্থানে এক নারী ঘটিত কেলেংকারীতে জড়িয়ে পড়েন এবং ইউসুফ জরগা নামক এক ব্যক্তির হাতে নির্মম ভাবে নিহত হন। তৎপর তার দেহাবশেষকে শৃগাল কুকুরের ভক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। জঘন্য এবং ঘৃন্য অপকর্মের জন্য সেদিন তাকে কেউ কবরস্থ করতেও এগিয়ে আসেনি।

উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আনওয়ার শাহ কাশমিরী মন্তব্য করেছিলেন, "ইসমাইল দেহলভী ছিল লম্পট"।

অতএব, আশরাফ আলী থানভী ও রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর বালাকোট সম্পর্কিত মন্তব্য ছিল মিথ্যা ও বানোয়াট এবং ইসমাইল দেহলভীও "শহীদ" হয়নি। সে হয়েছিল নিহত, তার কবর কোথায় অবস্থিত সেই হদিস আজও পাওয়া যায়নি।

পাঠক বৃন্দ! সাবধান! ওহাবী আকীদা পন্থীরা, বড় বড় পাগড়ী পরিহিত বৃহৎ জোব্বায় আচ্ছাদিত, রং বেরং-এর রুমালে মুখ ঢাকা, সুবক্তা, কারুকার্য খচিত মসজিদের ইমাম বা মখমলের জায়নামাজে আসীন পুষ্পদানী সম্মুখে রেখে মর্মস্পর্শী কোন ওয়াজ নসীহতকারী দেখলেই ভুল করে তার আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করবেন না। এদের জন্য জাহান্নাম রয়েছে উৎকণ্ঠায় উদগ্রীব।

---

# ওহাবীগণ কর্তৃক ইসলাম ও ওলামায়ে ইসলামের বে-ইজ্জতী

হাদীস শরীফ ঃ মহানবী (দঃ) বলেছেন ঃ

"আমার উম্মতের মধ্যে আলেম সম্প্রদায় বনি ইসরাইলের নবীদের সম-মর্যাদার সমতুল্য"। এ হাদীসটি অত্যন্ত সহী হাদীস। খোলাফায়ে রাশেদীন-এর পরবর্তী জামানা পর্যন্ত এর যথাযথ মর্যাদা ছিল।

কিন্তু তুর্কী সুলতানাতের বিদ্রোহী সম্প্রদায় তথা ওহাবী আকিদা পন্থীগণ যখন মক্কা মদীনার শাসন ক্ষমতার অধিকারী হল তখন থেকেই উক্ত হাদীসের অমর্যাদা শুরু হল। ওহাবী পন্থীগণ ক্ষমতা দখল করে মদীনা নিবাসী বহু সুন্নী আলেম, হাফেজ ও কারীগণকে শহীদ করেছে এবং মক্কা-মদীনারও বেহুরমতি করেছে। (ফতুয়ায়ে শামী)

তাদেরই একটি বিতাড়িত দল ভারতীয় উপমহাদেশে এসে ওহাবী আকীদা বিস্তারে তৎপর হয়। প্রসংগত বলা যায়, যিনি ভারত উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রের প্রসার ঘটাল, তাঁর নাম ছিল শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী। তিনি সর্ব প্রথম ফারসী ভাষায় কোরআনের ব্যাখ্যা করায় ওহাবীগণ ঘোর বিরোধিতা ক'রে। তারা বলেছিল, "কোরআনের ভাষায়ই (আরবীতে) কোরআন বুঝতে হবে, অন্য কোন ভাষায় নয়"। তখন শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী বলেছিলেন, "যেখানে প্রয়োজন সেখানে অবশ্যই আরবী ভাষা ব্যবহৃত হবে, তবে কোরআন বিকাশের জন্য বোধগম্য ভাষার অনুবাদ দোষনীয় নয়, যে ভাষাতেই হোক না কেন, কোরআনের মর্মার্থ বুঝতে হবে অনিবার্য।

সেপথ ধরেই পরবর্তীকালে সর্ব প্রথম গীরিশচন্দ্র সেন কোরআনের ব্যাখ্যা বাংলায় অনুবাদ করে ভারত উপমহাদেশে।

শাহ্ ওলী উল্লাহ্‌র জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী মুসলমানগণকে ঐক্যবদ্ধ করার মানসে "ওলামায়ে ইসলাম" নামে একটি সংগঠনের জন্ম দিলেন। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশকে "দারুল হরব" বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর এ ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল শাসক ইংরেজগণের সঙ্গে অসহযোগিতা। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী ওহাবীগণ এর বিপরীত সংগঠন তৈরী করে ঘোষণা করলো, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। ইংরেজগণের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। তাদের সংগঠনের নাম হল "ওলামায়ে হিন্দ"। শ্লোগান ছিল জয় হিন্দ।

দেওবন্দী আলেমগণ উক্ত ওলামায়ে হিন্দ সংগঠনের ছায়াতলে সমবেত হল। এই সংগঠনের পরবর্তী কীর্তি ছিল ঃ

(ক) ১। কাকের মাংস খাওয়া হালাল।

২। হিন্দুদের প্রসাদ খাওয়া হালাল।

৩। হিন্দুদের মেলায় যাওয়া দুরস্ত।

৪। মীলাদে কেয়াম-এর মিষ্টি খাওয়া হারাম।

৫। আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে পারেন– তবে বলেন না।

(মৌঃ রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী)

(খ) ১। যে গাভীর সঙ্গে যেনা করা হয়, সেই গাভীর মাংস ও দুধ খাওয়া হালাল। (আশরাফ আলী থানভী)

২। হিন্দুস্তানের রমনী হুর তুল্য।

৩। মাদ্রাসায় বা মসজিদে মান্নতী টাকা ও দেহপশারিনীর টাকার বস্তু খাটানো জায়েয। (মৌলভী আশরাফ আলী থানভী)

**মোটকথা** মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী ছিলেন ইলিয়াস মেওয়াতীর তাবলীগ জামায়াতের আইন প্রণয়ণকারী। আর মৌলবী আশরাফ আলী থানভী ছিলেন একজন ওহাবী মতবাদ সমর্থক। এরা দু'জনই সমানে সুন্নী

ওলামায়েকেরামদের বিরোধী ছিলেন। আজও সেই বিরোধিতা সমানে চালাচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, গত ২৭/১১/৯২ তারিখে শিবপুর থানার মজলিসপুর হাই স্কুল মাঠে ওহাবী তাবলীগ এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের কর্মীদের মধ্যে সৃষ্ট এক সংঘর্ষে সুন্নী জামায়াতের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী মাওলানা গোলাম মাওলা ও স্থানীয় মাওলানা সাঈদসহ উভয় পক্ষের প্রায় ২৫ জন আহত হয়েছে। জানা গেছে, উক্ত এলাকায় দীর্ঘদিন যাবত তাবলীগ জামায়াতের উৎপাত চলছিল। উৎপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে শিবপুরের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব হারুন-অর রশীদ খান ঐদিন স্থানীয় মজলিসপুর হাই স্কুল মাঠে এক বাহাসের আয়োজন করেন। উভয় পক্ষের নেতা কর্মী ও মুসল্লিদের উপস্থিতিতে দীর্ঘক্ষণ সাওয়াল জবাব চলা কালে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরিস্থিতি এক পর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নিলে ২৫ জন আহত হয়। এ ব্যাপারে শিবপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

## মহানবী (দঃ)-এর উপদেশ বাণী

* মহানবী রাসূলে করীম (দঃ) বলেছেন, শিক্ষিতরা বিজ্ঞ, অশিক্ষিতরা মূর্খ। মূর্খ লোকের কোরআন হাদীসের অর্থ প্রকাশ করা অবৈধ। মূর্খদের মধ্যে শিক্ষার আলো না থাকার দরুন তারা অনুমান করে উল্টা পাল্টা অর্থ প্রকাশ করে-এ জাতীয় অর্থ বর্ণনাকারীর গন্তব্যস্থান দোযখে।

(বোখারী-মুসলিম)

* হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, যারা কোরআন হাদীসের আনুমানিক অর্থ বলে, সে অর্থ যদি সত্য এবং সঠিক হয়, তবুও তা মিথ্যা ধরে নিতে হবে। (বোখারী-মুসলিম)

* মহানবী (দঃ) বলেছেন, একজন সুশিক্ষিত ধর্মবিজ্ঞ আলেম এক হাজার অনভিজ্ঞ খোদাভীরুর জন্য যম স্বরূপ। (মেশকাত)

* হযরত রাসূলে করীম (দঃ) বলেছেন, মূর্খ লোকের ওয়াজ নছিহত শ্রবণ করো না। তারা নিজেরা পথ হারা হয়ে অন্যদের পথ প্রদর্শন করছে।

(মেশকাত)

* তাফসীরে আজিজিতে শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, একদা জনৈক এক ওয়ায়েজ কুফার মসজিদে ওয়াজ করছিল, তার ওয়াজের ভাব ভঙ্গি দেখে হযরত আলী (রাঃ) বুঝে নিলেন যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয় মূর্খ ও অশিক্ষিত হবে। তখন হযরত আলী (রাঃ) সেই বয়ানকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের দ্বারা যে রহিত হয় তার মূলনীতি কি? তখন সেই বয়ানকারী বললো, আমি শুধু বর্ণনা করতে জানি, কোন মূলনীতি জানি না। এ কথা শুনে হযরত আলী (রাঃ) তাকে কুফার মসজিদ হতে বের করে দিলেন আর বলে দিলেন, তুমি বড় মূর্খ। মূর্খ লোকের ওয়াজ করা এবং শ্রোতাদের তা শ্রবণ করা নাজায়েয।

অতএব, উল্লেখিত হাদীস ও ঘটনার দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতের গোল মজলিসে গিয়ে বসা এবং তাদের বর্ণনা শ্রবণ করাও নাজায়েয। তারা কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারে কাছে না গিয়ে তারা মসজিদে মসজিদে যে ওয়াজ নছিহত করে বেড়াচ্ছে, তা তাদের মুরব্বীদের বানোয়াট মনগড়া কথা। তবলীগিরা আশরাফ আলী থানভীর বেহেশ্‌তী জেওরের মত যৌন উত্তেজনাকর বইখানাকে মসজিদে মুসল্লীদেরকে পাঠ করে শ্রবণ করানো হচ্ছে। অথচ, সে বইটি মহিলাদের জন্য লেখা হয়েছে। তাবলীগ পন্থীরা মুরব্বী শব্দটি তাবলিগী আলোচনার মধ্যে বারংবার বলে থাকে যে, এ শব্দটি কারো বাপ দাদা চৌদ্দগোষ্ঠী আজ পর্যন্ত শ্রবণ করেনি। ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশিত কথাই যথেষ্ট, কোন মুরব্বীদের কথার আদৌ প্রয়োজন নেই।

---

# আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদাবলী

## আল্লাহ্ পাক সম্পর্কীয় আকীদাবলী ঃ

* **প্রথম আকীদা ঃ** আল্লাহ্ পাক এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর জাত ও সত্ত্বায় কোন শরীক নেই, তাঁর সেফাত বা গুণাবলীতেও কোন অংশীদার নেই এবং তাঁর কোন শরীক নেই।
* **দ্বিতীয় আকীদা ঃ** আল্লাহ্ পাক যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হতে পাক ও মুক্ত। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নহেন; বরং সকল বস্তুই তাঁর মুখাপেক্ষী।
* **তৃতীয় আকীদা ঃ** আল্লাহ্ পাকের কোন সন্তান নেই, তিনিও কারো সন্তান নন। তিনি বেপরোয়া সত্ত্বাবান।
* **চতুর্থ আকীদা ঃ** আল্লাহ্ পাক নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। হিংস্র প্রাণী, পশু-পাখী, মানব দানব, আসমান-জমিন, ফেরেশ্‌তা, চাঁদ-সূর্য, তারকা ইত্যাদি তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সব কিছুর প্রকৃত মালিক এবং মুরব্বী বা পালন কর্তা। (প্রকৃত স্বত্ত্বাধিকারী ও স্বাধীন ক্ষমতাবান)
* **পঞ্চম আকীদা ঃ** আল্লাহ্ পাকের জাত ও সেফাত ব্যতীত দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু অনিত্য ও ধ্বংসশীল।
* **ষষ্ঠ আকীদা ঃ** আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন চিরঞ্জীব। তাঁর কোন মৃত্যু নেই।
* **সপ্তম আকীদা ঃ** আল্লাহ্ পাক চলা-ফেরা, উঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ ও তন্দ্রা হতে পাক ও মুক্ত।
* **অষ্টম আকীদা ঃ** আল্লাহ্ পাক হাত-পা এবং শরীর হতে পাক ও পবিত্র।
* **নবম আকীদা ঃ** আল্লাহ্ পাক স্বীয় জাত ও সেফাতে অনাদি অনন্ত অর্থাৎ তিনি সদাসর্বাদা আছেন ও থাকবেন।
* **দশম আকীদা ঃ** আল্লাহ্ পাকের জ্ঞানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই, কোন বস্তুই তাঁর এলেম-জ্ঞানের বাইরে নয়।
* **একাদশ আকীদা ঃ** পার্থিব জীবনে একমাত্র হযরত রাসূলে পাক (দ

ব্যতীত আর কেউ আল্লাহ্ পাকের দর্শন লাভ করতে সক্ষম নয়। হাঁ- আখেরাতে প্রত্যেক মুসলমান তাঁর দীদার লাভ করবে। আল্লাহ্ পাক স্বীয় علم الغيب বা অদৃশ্য জ্ঞান তথা পঞ্চ ইন্দ্রীয় বহির্ভূত জ্ঞান সম্বন্ধে কাউকেও অবহিত করেন না। কিন্তু আপন প্রিয় পছন্দনীয় রাসূলে মকবুলগণের মধ্য হতে যাদেরকে নির্বাচিত করেন তাঁদেরকে ইলমে গায়েব দান করেন। মহানবী (দঃ)-এর অদৃশ্যের জ্ঞান সে মর্মে নিম্নে আমি কয়েকটি হাদীসের বর্ণনা পেশ করলাম।

১। সুদূর "মুতা" নামক যুদ্ধে মহানবী (দঃ) দেড় লক্ষ রোমক সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে মাত্র তিন হাজার ইসলামী মুজাহিদকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পর তিনি (দঃ) মসজিদে নববীতে অবস্থান করে ঘোষণা দিলেন, রোমক বাহিনী ইসলামী বাহিনীর চতুর্দিক ঘিরে ফেলেছে, তাঁরা বড় বিপদের সম্মুখীন। যুদ্ধ পতাকা যায়েদের হাতে ছিল, সে শহীদ হওয়ার পর পতাকা হাতে ধরলেন আবদুল্লাহ্। আবদুল্লাহ্ শহীদ হওয়ার পর পতাকা হাতে ধরলেন হযরত খালেদ সাইফুল্লাহ্। মুজাহিদগণ মদিনায় ফিরে আসার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঘোষণা দিলেন মুসলিম বাহিনীর বিজয় ঘটেছে। (বোখারী)

২। যেদিন হাবশার বিচারক বাদশাহ্ ইন্তেকাল করেন সে দিন সে মুহূর্তে তিনি (দঃ) মদীনায় ঘোষণা দিলেন, বিচারক বাদশাহের মৃত্যু ঘটেছে। হে সাহাবাগণ! মদীনায় তাঁর গায়েবী জানায়ায় অংশ গ্রহণ কর।

(বোখারী-মুসলিম)

---

# আম্বিয়ায়ে কেরামগণ সম্পর্কে সুন্নী আকীদাবলী

* **প্রথম আকীদা ঃ** আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালামগণের প্রতি ওহী (সেই পয়গাম যা আল্লাহ্ পাকের তরফ হতে নবীগণ লাভ করেন) হওয়া জরুরী। উহা ফেরেশতাদের মাধ্যমেই হউক অথবা তাদের মাধ্যমে ছাড়াই হোক।

* **দ্বিতীয় আকীদা ঃ** আম্বিয়া (আঃ)-গণ প্রত্যেক ছোট-বড় গুনাহ্ হতে নিষ্পাপ মাসুম- আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা হতে হিফাজত করেন।

* **তৃতীয় আকীদা ঃ** রাসূল ও নবীগণ ব্যতীত কেউ মাসুম (পাপ মুক্ত) নন, চাই তিনি পীর, ওলী, গাউস, কুতুব, আবদাল ও আওতাদ হন না কেন।

* **চতুর্থ আকীদা ঃ** আম্বিয়া (আঃ) সমস্ত মখলুকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। যে ব্যক্তি কোন গায়ের পীর, ওলী, গাউস, কুতুব প্রমুখকে নবীগণ অপেক্ষা শ্রেয় ও উচ্চ মর্যাদাবান অথবা তাঁদের সমান জ্ঞান করবে, সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।

* **পঞ্চম আকীদা ঃ** আম্বিয়া (আঃ)-গণের তাজীম ও সম্মান করা ফরজ বা অবশ্য করণীয়। কেউ কোন পয়গম্বর (আঃ)-এর সাথে বে-আদবী গোস্তাখী করলে কিম্বা তাঁকে মিথ্যাবাদী বললে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।

* **ষষ্ঠ আকীদা ঃ** আলাহ্ পাকের নিকট আম্বিয়া (আঃ)-গণের ইজ্জত-সম্মান রয়েছে। যে ব্যক্তি এরূপ বলে যে, আল্লাহ্ পাকের শান ও মাহাত্ম্যের নিকট নবীগণ মেথর, ঝাড়ুদার, চামারের সমতুল্য অথবা হীন অপদস্ত সে ব্যক্তি কাফের। যেমন ঃ এসব কথা ওহাবী আকীদা পন্থীরা বলে থাকে।

* **সপ্তম আকীদা ঃ** নবীগণ স্বীয় কবরে জীবিত আছেন, জীবিকা আস্বাদন করেন এবং যথা ইচ্ছা বিচরণ করেন।
* **অষ্টম আকীদা ঃ** আল্লাহ্ পাক নবীগণকে ইল্‌মে গায়েব দান করেছেন এবং তাঁদের মধ্যস্থতায় পীর, ওলী, আউলিয়া (রহঃ)-গণকেও গায়েবী এলেম দান করা হয়েছে।
* **নবম আকীদা ঃ** আম্বিয়া (আঃ)-গণ ও আউলিয়া (রহঃ)-গণ হচ্ছেন আল্লাহ্ পাকের এজাজত ও অনুমতিক্রমে বান্দাগণের সাহায্যকারী, ফরীয়াদিদের বস (অভিযোগের প্রতিকারকারী) হাজাত অভাব পূরণকারী এবং মুশকিলকুশা (বিপদ উদ্ধারকাবী)।
* **দশম আকীদা ঃ** আল্লাহ্ পাক আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে আপন খলিফা বা প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তাঁকে সমুদয় বস্তুর নাম ও রহস্যের জ্ঞান (শিক্ষা) দিয়েছেন।
* **একাদশ আকীদা ঃ** হযরত আদম (আঃ) সর্ব প্রথম নবী এবং মানব জাতির পিতা। তাঁকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পিতা-মাতার মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন
* **দ্বাদশ আকীদ ঃ** নবীগণ আমাদের আওয়াজ শ্রবণ করে থাকেন।

———

# মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) সম্বন্ধে সুন্নী আকীদাবলী

* **প্রথম আকীদা ঃ** আকায়ে নামদার ছরওয়ারে কায়েনাত হুযুরে পুর নূর মোহাম্মদ (দঃ) সমস্ত রাসুলগণের সরদার।
* **দ্বিতীয় আকীদা ঃ** মহানবী রাসূলুল্লাহ (দঃ) আপাদমস্তক নূরী এবং অতুলনীয় বশর।
* **তৃতীয় আকীদা ঃ** খাতামুন্নাবীয়্যীন হুযুর (দঃ) কে সর্ব প্রথমে আল্লাহ পাক স্বীয় নুর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
* **চতুর্থ আকীদা ঃ** হযরত রাসূলে করীম (দঃ) যদি সৃষ্টি না হতেন, তা হলে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে কোন বস্তু সৃষ্টি করতেন না।
* **পঞ্চম আকীদা ঃ** বিশ্বনবী হুজুরে পাক (দঃ) কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে আপন পাপী উম্মতের শাফায়াত করবেন।
* **ষষ্ঠ আকীদা ঃ** হযরত রাসূলে পাক (দঃ) সমস্ত পশু, প্রাণী, ফেরেশ্‌তা, হুর ও গেলমান, মানব ও জ্বীন এবং তামাম কায়েনাতের জন্য রহমত স্বরূপ।
* **সপ্তম আকীদা ঃ** আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হচ্ছে মহানবী রাসূলে করীম (দঃ)-এর সন্তুষ্টি এবং মহানবী (দঃ)-এর অসন্তুষ্টি হচ্ছে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি।
* **অষ্টম আকীদা ঃ** মহানবী রাসূলে পাক (দঃ)-এর এতায়াত (আনুগত্য) আল্লাহ পাকেরই আনুগত্য। মহানবী (দঃ)-এর সঙ্গে বে-আদবী গোস্তাখী করা আল্লাহ পাকের সঙ্গে বে-আদবী ও গোস্তাখী করা নামান্তর।
* **নবম আকীদা ঃ** আল্লাহ পাক মেরাজ রজনীর দুলা হযরত রাসূলে করী (দঃ)-কে জাগ্রত অবস্থায় মেরাজ শরীফ করিয়েছেন। ইহা যে ব্য অমান্য করে সে ব্যক্তি গোমরাহ।

দশম আকীদা ঃ আল্লাহ পাক যা কিছু সংঘটিত করেছেন এবং যা কিছু কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত করবেন, সে সবকিছুর জ্ঞান হযরত রাসূলে পাক (দঃ)-কে দান করেছেন।

একাদশ আকীদা ঃ মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) যখন ইচ্ছা করেন, যা ইচ্ছা করেন এবং যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করেন সেখানেই তাশরীফ আনয়ন করতে পারেন।

দ্বাদশ আকীদা ঃ রাসূলুল্লাহ (দঃ) আপন নূরানী কবরে জীবিত আছেন, উম্মতের আওয়াজ শুনেন এবং জবাব দেন।

ত্রয়োদশ আকীদা ঃ মহানবী রাসূলে করীম (দঃ)-কে বর্ণ যোগে ডাকা জায়েয। অর্থাৎ ঃ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ বলা জায়েয।

চতুর্দশ আকীদাদ ঃ মহানবী হযরত রাসূলে করীম (দঃ) সর্বশেষ নবী অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোন নবী পয়দা বা সৃষ্টি হবেন না। মহানবী (দঃ)-এর পর অন্য কোন নবী বা রাসূল সৃষ্টি হতে পারে বলে যারা মনে করে তারা কাফের।

পঞ্চদশ আকীদা ঃ বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর কোন কথা, কাজ বা আমলকে যারা অবজ্ঞার চোখে দেখে তারা কাফের।

ষষ্ঠদশ আকীদা ঃ মহানবী রাসূলে করীম (দঃ)-এর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা অবশ্য কর্তব্য। যদিও তারা আপন পিতা-মাতা, পুত্র, ভাই-ভগ্নি ও বংশধর হোক না কেন।

সপ্তদশ আকীদা ঃ হযরত নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র নাম মোবারককে সংক্ষেপে লিখন। যেমন ঃ (সঃ)-এই ধরণের না লিখে, (দঃ) এই রূপ লেখা উত্তম। কেননা, (দঃ) এইরূপ লিখনকে রাসূলের নামের সম্পূর্ণ দরূদকে বুঝায়।

---

# ইসলামী বিধি সম্মত অন্যান্য আকীদাবলী

* **প্রথম আকীদা ঃ** খোলাফায়ে রাশেদীন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান গণি (রাঃ) এবং হযরত আলী কাররামুল্লাহ্ ওয়াজহুকে যে ব্যক্তি কাফের বলে গাল-মন্দ দেয় সে ব্যক্তি নিজেই কাফের।
* **দ্বিতীয় আকীদা ঃ** রাসূল ও নবীগণ ব্যতীত সকল মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)।
* **তৃতীয় আকীদা ঃ** আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহ, ফেরেশ্তাগণ বেহেশ্ত, দোযখ ও তকদীরের উপর ঈমান স্থাপন করা একান্ত জরুরী।
* **চতুর্থ আকীদা ঃ** ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম যে আবির্ভূত হবে তা সত্য।
* **পঞ্চম আকীদা ঃ** কেয়ামত সত্য, হাশর ময়দানে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমলনামার হিসেব হবে। পূণ্যবান ও পাপীদেরকে স্ব-স্ব আমলের বদলা প্রদান করা হবে।
* **ষষ্ঠ আকীদা ঃ** গেয়ারবী শরীফ, ফাতেহা, চল্লিশা এবং শরীয়ত সম্মত উপায়ে ওরস শরীফ ও ইছালে সাওয়াব করা জায়েয।
* **সপ্তম আকীদা ঃ** মীলাদ শরীফের মাহ্ফিল উদ্যাপন করা এবং কেয়াম করা ও সালাম পাঠ করা জায়েয।
* **অষ্টম আকীদা ঃ** আবদুন্নবী, আবদুল মোস্তফা, আবদুর রসূল ও আবদুল আলী নাম রাখা জায়েয।
* **নবম আকীদা ঃ** মহানবী রাসূলে করীম (দঃ)-এর পবিত্র নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করতঃ উহা চোখে লাগানো মোস্তাহাব।
* **দশম আকীদা ঃ** আউলিয়ায়ে কেরামদের হাতে, পায়ে চুম্বন করা তাঁদের তাবারুকাত চুম্বন করা এবং তাঁদের তাযীম-সম্মান করা মোস্তাহাব।

**একাদশ আকীদা ঃ** নবীগণের মোজেযাবলী সত্য। উহা অস্বীকারকারী কাফের। ওলীগণের কেরামতও সত্য।

- দ্বাদশ আকীদা ঃ সকল নবীর পরে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান গণি জুননূরাইন ও হযরত আলী কাররামুল্লাহ্ ওয়াজহু প্রমূখ শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এবং শ্রেণীবিন্যাস মোতাবেক তাঁদের খেলাফত অবধারিত।
- ত্রয়োদশ আকীদা ঃ হযরত ঈসা (আঃ) আসমান হতে পৃথিবীতে যে অবতরণ করবেন তা সত্য।
- চতুর্দশ আকীদা ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ফরজকে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি কাফের।
- পঞ্চদশ আকীদা ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের রহমত হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া কুফরী।
- ষষ্ঠদশ আকীদা ঃ কবরে মুর্দাগণকে ফেরেশ্তাগণের প্রশ্ন করা এবং মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হওয়া সত্য।
- সপ্তদশ আকীদা ঃ কাফের এবং কতিপয় মোমেন লোকের কবরের আযাব হবে।
- অষ্টাদশ আকীদা ঃ যে ব্যক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বলে, সে ব্যক্তি কাফের।

**উপসংহার ঃ** সুধী পাঠকমণ্ডলী! মোটকথা এই যে, উপরোক্ত বয়ান বা বর্ণনার আলোকে আপনারা স্পষ্টভাবে জানতে পারলেন যে, দুনিয়াতে ইসলামের নামে যত দল উপদল আবির্ভূত হয়েছে এবং উহার ক্রমবিকাশ ধারার ছোয়াছে বর্তমানে যে সব ফেরকা ও মতবাদ দৈনন্দিন আত্মপ্রকাশ করছে, এদের মধ্যে নাজিকাদের ফেরকা বা দল হল আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত। এই একমাত্র সুন্নী দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকায়েদ অনুযায়ী নিজের আকীদা ও বিশ্বাস গড়ে না নিলে মুক্তি ও নাজাতের আশা করা বাতুলতা মাত্র। সকল ক্রিয়া কর্ম ও আমলের বুনিয়াদ হল আকায়েদ। যদি আকায়েদ দুরস্ত না হয়, তা হলে নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাকার যাবতীয় এবাদত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে গৃহীত হবে না।

---

# ওলী ও সাহাবায়েকেরাম কর্তৃক ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের পটভূমিকা

আমরা ভারত উপমহাদেশের মুসলিম নাগরিক। আমাদের দাবী হল আমরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। এ দেশের মধ্যে ইসলাম ধর্ম টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার ও বাতাসের সাহায্যে আসেনি। নিশ্চয়ই কোন ধর্মপ্রাণ মহামনিষীর কর্মতৎপরতার মাধ্যমে আমাদের নিকট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এ মহান ইসলাম ধর্ম এসেছে। যার মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম এসেছে তিনি হলেন ইসলামের অন্যতম দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)। মহানবী হযরত রাসূলে করীম (দঃ) হযরত আবু কাবশা (রাঃ)-কে তাঁর জীবদ্দশায় চীনদেশে যে নিয়ম নীতির মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলেন, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)ও সেই নিয়ম নীতি অনুসরণ করে-হযরত মালহাব বিন সাফরা (রাঃ)-কে ভারত উপমহাদেশের দিকে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর সাথে আরও কয়েকজন ধর্ম প্রচারক ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কর্তৃক প্রেরিত এ ধর্ম প্রচারকগণ সমুদ্র উপকূল অতিক্রম করে ব্যবসায়ীর বেশে হিন্দুস্তানের মধ্যে পৌঁছেন। প্রকাশ থাকে যে, হযরত মালহাব বাহিনী সর্ব প্রথম পাঞ্জাব ও সিন্দু অঞ্চল আক্রমণ করে ঐ অঞ্চল নিজ করতলগত করে নেন। অতঃপর সকল ধর্ম প্রচারক বনিকগণ উক্ত দু'স্থানে অবস্থান করে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল অভিমুখী হন। ৯২ হিজরী সন পর্যন্ত আরব বনিকদের খণ্ড খণ্ড দল ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য হিন্দুস্তানে আসা যাওয়া করতে থাকেন। তাঁদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আজ শুধু হিন্দুস্তানে নয়, সারা ভারত উপমহাদেশের মুসলমান নাগরিকগণ ইসলাম ধর্মের দাবীদার। এতবড় ঝুঁকি ও আত্মনিয়োগের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার করেছেন যাঁরা তাঁরা কি পীর, আওলীয়া, দরবেশ ছিলেন না? তাঁরা কি আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের লোক ছিলেন না? এই মহা পুরুষদের ধর্ম

জিহাদের প্রেরণা মোহাম্মদ বিন কাশেম পর্যন্ত পৌঁছেনি? অর্থাৎ সুলতান মাহমুদ পর্যন্ত একই নীতিমালা অনুসারে ভারত উপমহাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার হতে থাকে। অতঃপর পূর্ণ ভারত তথা সমগ্র হিন্দুস্তান জুড়ে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। সুলতান মাহমুদ গজনবীর রাজত্ব কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষকে ইসলামের সফলতার যুগ বলা যায়। তিনি নিজেই আলেম-ফাজেল ছিলেন, তাই তাঁর যুগকে ভারত উপমাহাদেশের ইসলামিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ বলা যায়। অতঃপর হিন্দুস্তানের মধ্যে মোহাম্মদ গুরি, খিলজী, তুগলক, সৈয়দ, মোগল আমল পর্যন্ত পরস্পর মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এদের আমলে ভারত উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের বড় খ্যাতি অর্জিত হয়।

-----

# উপমহাদেশে হযরত খাজা আজমিরী ও মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ)-এর ইসলাম প্রচারের কাহিনী

ভারত উপমহাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের শেষ যুগে যে সকল পীর, আওলিয়া ও মোজাহেদীন কেরামদের বিভিন্ন জামায়াত ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে পদার্পণ করেন তাঁদের মধ্যে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রহঃ)-এর নাম উল্লেযোগ্য। যাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় হিন্দুস্তানে লক্ষ লক্ষ ধর্মহীন লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

হযরত খাজা আজমীরী (রঃ)-এর ইন্তেকালের পর ভারত উপমহাদেশে তিন শতেরও বেশী আওলিয়াকেরামদের এক জামায়াত পদার্পন করেন। অত্র দেশের সকল আবালবৃদ্ধ বনিতা মুসলিম সমাজ তাঁদের অবদানের কথা চিরদিন স্মরণ করবে।

অতঃপর মোগল আমলে হযরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রঃ)-এর পদার্পণ ঘটে। তাঁর ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাহিনী এ দেশের সকল মুসলিম স্মরণ করে থাকেন। তিনি ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী মতবাদের বিরুদ্ধে সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। যেমন– তিনি সম্রাট আকবরের দ্বীনে এলাহীর প্রতিবাদে মুখর হন।

উপরোক্ত মহামনিষী ধর্ম প্রচারকগণ শুধু ভারতবর্ষের ধর্মহীনদেরকে ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত করেন। তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় শুধু ধর্ম প্রচারই করে ছিলেন। লিখনের মাধ্যমে গ্রন্থ আকারে ধর্ম প্রচারের তেমন সুযোগ তাঁরা পাননি। তাঁদের পরবর্তীগণ উল্লেখিত মহাপুরুষদের সে অভাব পূরণ করতে সমর্থ হন।

———

# মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ)-এর জীবন চরিত ও মুজাদ্দেদিয়া তরীকা এবং শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভীর হাদীস প্রচার

এতদ্দেশে ইসলাম ধর্মের আগমণ ঘটেছে আওলিয়ায়ে কেরামগণের মাধ্যমে। আর ইসলামের মূলমন্ত্র হাদীস শরীফের প্রচার কার্যের সূচনা ঘটেছে ওলামায়ে কেরামগনের মাধ্যমে। যেমন ঃ শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)-এর ইন্তেকালের পর অন্ততঃ একশত বছর পর্যন্ত আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে তেমন পরিচালিত ছিল না। তাঁর রচিত গ্রন্থমালার প্রচার কার্য তেমন ব্যাপক ভাবে প্রচার হয়ে ছিল না। কিন্তু শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)-এর সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ভারত উপমহাদেশে নবী করীম (দঃ)-এর হাদীস শরীফের প্রচার ও শিক্ষা ব্যবস্থা হিন্দুস্তানের চর্তুদিকে বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। শাহ ওলী উল্লাহ (রঃ)-এর তাযকেরা পুস্তকে তাঁর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। শাহ সাহেবের কয়েকজন সন্তান রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শাহ আবদুল আজিজ, শাহ আবদুল কাদের, শাহ আবদুল গণি, শাহ রফি উদ্দিন ও শাহ আবদুর রহীমকে ভারত উপমহাদেশের আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের স্তম্ভ বললেও চলে। তাঁরা কৃতী ও খ্যাতিতে শাহ সাহেব হতে কোন দিক দিয়ে কম ছিলেন না। সকল ভাইদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পিতার খ্যাতি ও শিক্ষা বিস্তারের নীতিকে ভারত উপমহাদেশে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন তাঁরা। তাঁদের যুগ হতে হিন্দুস্তানের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কথিত আছে– সেই যুগে শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী সাহেবের একজন খ্যাতিমান ছাত্রের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যা বর্তমানে আমাদের এই বাংলাদেশে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিত হয়ে রয়েছে। শাহ সাহেবের সুযোগ্য সন্তানগণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ভারত উপমহাদেশের মধ্যে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের নীতিমালা স্থাপন করার দরুন আমরা আমাদিগকে সুন্নী জামায়াত হিসেবে পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছি।

---

# শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভীর সাথে শিয়া ও ওহাবীদের দ্বন্দ্ব

শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)-এর যুগে হিন্দুস্তানের মধ্যে আকীদা বিশ্বাসের মাসআলায় গোলযোগ দেখা দিতে থাকে। প্রথমতঃ শিয়া ফেরকা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের নীতিমালাকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ভ্রান্ত মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুন্নী ওলামাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে থাকে। তখন শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী শিয়া ফেরকাদের মতবাদকে কথা ও লেখনীর মাধ্যমে প্রতিবাদ করেন। তিনি এ ব্যাপারে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তা হল এই ঃ (১) মিজানুল আকায়েদ। (২) তোহ্ফায়ে ইসনা আশারীয়া এবং (৩) একটি ফতোয়ার কিতাব উল্লেখযোগ্য।

শিয়া ফেরকা আদি ও প্রাচীন শক্তিশালী হয়েও আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের কোন প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়নি।

শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)-এর যুগে আরো একটি চরমপন্থী ফেরকার উদ্ভব ঘটে। ইসমাইল নামক এক ব্যক্তি নজদী আকীদাকে ভারত উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারত উপমহাদেশ বিখ্যাত আহলে সুন্নতের মহা নায়কের প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। শাহ্ আঃ আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী নিজ ভাতিজাকে গোপনে এ ব্যাপারে অনেক বুঝালেন যে, নজদীর ভ্রান্ত আকীদা ভারত উপমহাদেশের সুন্নী আকীদার পরিপন্থী আকীদা। এই ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষই মুসলমান। রাসূলে করীম (দঃ)-এর বিশ্বাসী। কিন্তু ভাতিজা চাচার সুপরামর্শে কর্ণপাত করল না। অবশেষে নিজের আকীদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুন্নী ওলামাদের সঙ্গে ১২৪০ হিজরীতে দিল্লীর মসজিদ প্রাঙ্গণে এক বহছে উপনীত হয়ে তর্ক বহছে হেরে গিয়ে জনসমাবেশের সামনে অপমান ও অপদস্ত হয়ে পলায়ণ করতে বাধ্য হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে ঐ ভ্রান্ত দলের বড় উৎপাত দেখা দিয়েছে। যদি তারা পরামর্শ স্বরূপ আলাপ আলোচনায় আসতে চায় আসুক, সুন্নী ওলামাগণ আজো এদেশে জীবিত আছেন, শাহ্ আবদুল আজিজের সুন্নী ওলামাগণ যে ভাবে সমীচীন জবাব দিয়ে তাদেরকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, সে ভাবে এদেশের সুন্নী ওলামাগণও ভ্রান্তবাদীদেরকে নির্মূল ও লা-জবাব করে দিবে।

---

# শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভীর ধর্মীয় শিক্ষানীতি

আমি ইতিপূর্বে খাজা আজমিরী (রঃ), হযরত শাহ জালাল ইয়ামনী (রঃ) ও মোজাদ্দেদে আলফে সানীর ধর্ম প্রচারের কাহিনী সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করেছি। তাঁরা সকলেই ইসলাম ধর্ম প্রচারের এক একজন মহানায়ক ছিলেন, কিন্তু তাঁরা সকলে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রন্থ রচনা করে ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামের বিস্তার প্রসার করার সুযোগ পাননি। অতঃপর তাঁদের পরবর্তী মহা মনিষীগণ এই অভাব পূরণ করতে সক্ষম হন। তাঁদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হলেন শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)। তিনি সমগ্র হিন্দুস্তানের আনাচে কানাচে নবী করীম (দঃ)-এর বাণী হাদীস শরীফ প্রচারকে বিস্তৃত করেন। তাঁর জন্মস্থান যদিও দিল্লী ছিল তিনি প্রথম মাওরায়ে নাহার হতে ৭ বছর শিক্ষা লাভ করার পর মক্কা-মদীনার প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস শেখ আবদুল ওহাব মুত্তাকী হতে শিক্ষা সমাপ্ত করে ৫২ বছর বয়সে দিল্লীতে পদার্পন করেন। তিনি কোরআন হাদীস, ফেকাহ্ ইত্যাদি শাস্ত্রের মহা পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত হন। ভারত উপমহাদেশের নওমুসলিম সমাজ প্রিয়নবী মোহাম্মদ (দঃ)-এর হাদীস শরীফ কি, কিছু বুঝত না এবং জানতোও না। তিনি সর্ব প্রথম কোরআন ও হাদীস শিক্ষা দেয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠনমূলক ব্যবস্থা করেন। অতঃপর নিম্নলিখিত গ্রন্থমালাসমূহ রচনার মাধ্যমে সারা হিন্দুস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) লোময়াতুত তানকীহ।
(২) আশআতুল লোময়াত।
(৩) শরহে সফরে সাদাত।
(৪) শরহে ফতুহুল গায়েব।
(৫) মাদারেজুন্নবুয়াত।
(৬) শরহে আসমাউর রেজাল বোখারী।
(৭) আহবাবুল আহবার।
(৮) ফতহুল মান্নাফ।
(৯) জাযবুল কুলুব।
(১০) জুবদাতুল আছার।
(১১) জামেউল বরকাত।
(১২) মারাজাল বাহরাইন ইত্যাদি।

শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভীর পর ১১১২ হিজরী সনে হযরত শাহ ওলী উল্লাহ্ মোহাদ্দেসে দেহলভীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি মোজাদ্দেদে আলফে সানী হতে জাহেরী-বাতেনী শিক্ষা লাভ করার পর হেজাজে আগমণ করেন। তিন বছর পর্যন্ত মদীনার প্রসিদ্ধ শায়খুল হাদীস আবু তাহের কুর্দী হতে হাদীস শরীফের সনদ লাভ করে ১১৪৬ হিজরী সনে হাদীস ভাণ্ডার নিয়ে ভারত উপমহাদেশে পদার্পন করেন।

শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভীর এন্তেকালের পর অন্তত একশত বছর পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে হাদীস শিক্ষা লোপ পেয়েছিল। তবে হযরত শাহ ওলী উল্লাহ্ মোহাদ্দেসে দেহলভীর পদার্পন দ্বারা লোপকৃত শিক্ষাকে পুনর্জীবন প্রদান করেন এবং শেখ সাহেবের শিক্ষানীতির অনুকরণ করে ভারতের বুকে অনেক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে বিশেষ নিয়ম নীতিতে শিক্ষা চালু হয়েছিল। শাহ সাহেবের এন্তেকালের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা অথবা প্রতিষ্ঠা করার দ্বায়িত্ব তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পরিচালিত ছিল। যেমন- কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা শাহ ওলী উল্লাহ্ মোহাদ্দেসে দেহলবীর একজন ছাত্রের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থাবলী রয়েছে। তন্মধ্যে ঃ * শরহে মোয়াত্তা। * আবওয়াবে বোখারীর ব্যাখ্যা। * হুজ্জাতুল্লাহ্। * ইত্তেসাফ। * কাওলুল জামীল ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

শাহ ওলী উল্লাহ্ মোহাদ্দেসে দেহলবী (রঃ)-এর পর ভারত উপমহাদেশে তাঁর সন্তানগণ শিক্ষা বিস্তারের প্রথা চালু রাখেন। তাঁর সন্তানেরা হলেন ঃ (১) শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী, (২) শাহ্ আবদুল কাদের, (৩) শাহ্ আবদুল গণি, (৪) শাহ্ আবদুর রহিম ও (৫) শাহ্ মোহাম্মদ রফিউদ্দীন।

---

# এক নজরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রাণ কেন্দ্র আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা কাহিনী

আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মহানায়ক মরহুম শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) যাঁর ইসলাম (হাদীসে রাসূল) প্রচারের কাহিনী আজ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। যিনি আল-কোরআন পাককে সর্ব প্রথম ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁর ধর্ম প্রচারের নিদর্শন স্বরূপ তাঁর হাতের লেখনী অনেক ধর্মগ্রন্থ আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। তিনি একজন খাঁটি সুন্নী মুসলমান ও সুবিখ্যাত ইসলামিক দার্শনিকও ছিলেন। তাঁর শত শত ধর্মীয় গ্রন্থাবলীই এ কথার পূর্ণ সাক্ষ্য বহণ করে। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর একজন সুযোগ্য ছাত্র মোল্লা মুজদুদ্দীন (মোল্লা মদন) শাহ, শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভীর নিয়ম নীতি ও জীবন আদর্শকে ভারত উপমহাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে একটি ইসলামী ধর্মীয় আকীদা ভিত্তিক মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। যা আজও কলিকাতা এবং ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা নামে খ্যাত। যখন এই মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করা হয় তখন পলাশীর যুদ্ধে মুসলিম বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল। ৫৬২ বছর পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকার পর হঠাৎ ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। মাত্র এই একটি আলীয়া মাদ্রাসারই বদৌলতে সারা ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে আমাদের এই বাংলাদেশে পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিশেষ শৃংখলা আসে। যেমন, পশ্চিম বাংলায় হুগলী আলীয়া মাদ্রাসা এবং আমাদের বাংলাদেশের ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং দেশের অন্যান্য আলীয়া মাদ্রাসা আলীয়া নীতির জ্বলন্ত প্রমাণ। আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এতদ্দেশে ধর্মীয় শিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। শুধু মাদ্রাসা-ই আলীয়া ও উহার শাখাসমূহের বদৌলতেই এতদ্দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে ও আসামে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলাম প্রচারের সুবর্ণ সুযোগ আসে।

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৮৫ বছর পরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্তানের মধ্যে ইউপিতে ওহাবী আকীদা প্রচারের নিমিত্তে কতিপয় সমমনা ওহাবীরা একত্রিত হয়ে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। এই দ্বিতীয় মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উহার কিছু শাখা মাদ্রাসা আমাদের এ দেশেও প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদেরকে আমরা খারেজী মাদ্রাসা নামে জানি। এই খারেজী মাদ্রাসাগুলো প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য হল এদেশে দেওবন্দী ওহাবী আকীদা প্রচার করা।

যাহোক, এই আলীয়া মাদ্রাসা দেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতা শহরেই অবস্থিত ছিল। ইংরেজ আমল হতে আজ পর্যন্ত আলীয়া মাদ্রাসা হতে শিক্ষা প্রাপ্ত আলেমগণ ইসলাম প্রচারে যে অবদান রেখে গেছেন, তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রাপ্ত আলেমদের বদৌলতে এবং সংগ্রামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন ঃ শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও সলিম, কলিম, রেজা প্রমুখ কবির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আলীয়া মাদ্রাসার সুশিক্ষিত ও কৃতিত্ত্ববান প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ছাত্র হলেন ফুরফুরা শরীফের পীরে কামেল মরহুম হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক (রঃ), শর্ষীনার পীর সাহেব শাহ সুফী হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহাম্মদ (রঃ), ২৪ পরগনার মরহুম হযরত মাওঃ রুহুল আমীন সাহেব (রঃ), খুলনার মরহুম হযরত মাওলানা মোয়েজ উদ্দীন হামিদী সাহেব (রঃ) ও চট্টগ্রামের মরহুম হযরত মাওলানা মনিরুজ্জান ইসলামাবাদী সাহেব (রঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সিলেটের হযরত মাওলানা হাসান সিলেটি, যিনি আরবী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। তন্মধ্যে তিরমিজি শরীফের ব্যাখ্যা স্বরূপ লেখা "আল-ইন্তেকাদ আলা কামুসিল" গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক বিষয়ের উপর গ্রন্থাবলী রচনা করে ছিলেন, যার সংখ্যা শতাধিক হবে। তাঁর রচিত কতিপয় গ্রন্থ ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আরব বিশ্বের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যভূক্ত।

মওলানা আবদুল হাই কলকাতায়ী যিনি ইবনে হাজার আসকালানীর "কিতাবুল আসাবাহ" কে শুদ্ধ করে ছাপায়ে ছিলেন। এছাড়া সেই যুগে মাদ্রাসা-ই আলীয়ার কোন একজন শিক্ষক বর্তমান প্রচলিত এই বোখারী শরীফকে নিপুণ ভাবে গ্রন্থিত করেছেন।

কলিকাতা হতে মাদ্রাসা-ই আলীয়া ঢাকা স্থানান্তরের পর ইহা বিশেষ উন্নতি লাভ করে। মাদ্রাসা-ই আলীয়াকে কেন্দ্র করে ১০ হাজারেরও বেশী ছোট বড় মাদ্রাসা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলিকাতা থেকে মাদ্রাসা আলীয়া স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরিচালনার জন্য একটি বোর্ডও গঠন করা হয়। এ বোর্ডের অধীনে বাংলাদেশ আলীয়া মাদ্রাসা ও শাখা মাদ্রাসা-সমূহের সমাপনী পরীক্ষার সনদপত্র প্রদান করা হয়। যেমন ঃ দাখিল, বিজ্ঞান ও সাধারণ বিভাগ, আলিম বিজ্ঞান ও সাধারণ বিভাগ, ফাজেল, কামেল মোহাদ্দেস, কামেল ফকীহ, কামেল আদিব, কামেল মোফাচ্ছের, কামেল ডিপ্লোমা ও কামেল রিচার্স ইত্যাদি বিভাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের আলীয় মাদ্রাসা সমূহ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত সুশিক্ষিত ছাত্রগণ বর্তমানেও সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন।

———

# আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা ব্যবস্থার সুফল

আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের পর উচ্চতর শিক্ষা প্রাপ্তির আশায় ছাত্রদে বর্তমানে বিদেশমুখী হতে হয় না। কেননা, এ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন, মাদ্রা ভিত্তিক শিক্ষাক্রমের মধ্যে রয়েছে দরসে হাদীসের অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা এ ফেকাহ্-এর বিভিন্ন বিভাগের সাথে রয়েছে তাফসীর বিভাগ, আরবী আদ বিভাগ ইত্যাদি। পাকিস্তান আমলে ছিল উর্দু ডিপ্লোমা বিভাগ। এখানে অধ্যয়নকারীরা বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা লাভ করে ধর্মানুরাগী, লেখক, গভেষক কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করছেন।

তাছাড়া দেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্রদে বিভিন্ন বিভাগে লেখা-পড়া করার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। যেমন–ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উর্দু বিভাগ, আরও অন্যান্য বিভাগেও পড়ার সুযোগ রয়েছে তাদের। ইসলামিক বিশ্ব-বিদ্যালয়স দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভের ব্যবস্থ রয়েছে সমান ভাবে।

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা কলেজ বিভাগ হতে যে কয়জন কৃতিমা মহানপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেরে বাংলা এ, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শাহ আজিজুর রহমান (প্রাক্তন প্রধা মন্ত্রী)। গণতন্ত্র তথা পাকিস্তান সৃষ্টিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবদা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের ঋণ শালিশী বো গঠন, কৃষক মুক্তি আন্দোলন ও এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্ত আনয়ণে তাঁর অবদান এদেশবাসী কোন দিন ভুলবে না।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে বিশেষজ্ঞগণ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসে ঢাকায় আলীয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় এযাবৎকাল পর্যন্ত বহু শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী লোকের সমাবেশ ঘটেছে। এমনকি ১৯৯২ সালেও ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। শিক্ষা ও কর্ম জীবনে এ সকল কীর্তিমান ছাত্রের অবদানকে কোন ক্রমেই খাটো করে দেখার জো নেই।

ভারতবর্ষের তৎকালীন পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে যে সকল উদ্যোগ নেওয়া হয় তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক। উক্ত মাদ্রাসায় প্রধানত দু'টি বিভাগ ছিল। একটি ধর্মীয় শিক্ষা, এর পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের জন্য অপর বিভাগটি ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে খ্যাত। এখানে ইংরেজী শিক্ষায় জোর দেয়া হত বেশী। তৎকালে ইংরেজী ছিল দেশের অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ, কল-কারখানার আদান প্রদান, কথা-বার্তার ও লেখার মাধ্যম। উক্ত আলীয়া মাদ্রাসা হতে শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রগণ তাই দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রীয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে সামান্য হলেও সুযোগ পেল।

বর্তমান কালের ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্রগণ বাংলাদেশের অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ প্রভৃতিতে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে জাতির জন্য বিশেষ অবদান রাখছে। যেমন, মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন ১৯৯১ ইং সনে অনুষ্ঠিত বি, এ, অনার্স পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেছে। তাঁর পিতা চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও উর্দু কবি মাওলানা মতিউর রহমান তানহা নিজামী সাহেব। এভাবে উক্ত মাদ্রাসা হতে বেরিয়ে এসে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ে বহু শিক্ষিত আদর্শবান ব্যক্তিবর্গ কাজ করছেন। এসব ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জাতীয় চরিত্র দিনে

দিনে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহ হয় সরকারী তহবি হতে।

পক্ষান্তরে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে অপর একটি ধা দেওবন্দ মাদ্রাসা তথা খারেজী শিক্ষা ব্যবস্থা। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় ওহাবী আকী বিশ্বাস সংক্রমিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে বেশী। তাই এরা আলীয়া নিছাবে লে পড়া করা অবৈধ বলে থাকে।

এ শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা নেই। এদের শিক্ষা সংক্রা যাবতীয় ব্যয় বরাদ্ধ নির্বাহ হয় মাদ্রাসাগুলোর কমিটি, স্থায়ী চাঁদা দাতা সম্প্রদায় এবং স্থানীয় জনগণের দান-খয়রাত ইত্যাদির উপর। এইরূপ মাদ্রাসা সংলগ্ন এতিমখানা প্রায় ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য স্থানীয় জনগণের কুরবানীর পশুর চামড়া, যাকাত-ফেৎরা, মান্নত, প্রভৃতির উৎসই একমাত্র ভরসা। আবার কখনও দেখা যায় এরূপ বিশেষ কোন মাদ্রাসার জন্য তাদের মতবাদী বিদেশী কোন সংস্থা থেকেও কিছু পরিমাণ সাহায্য-সহায়তা অবকাশ মিলে।

উপরোক্ত কয়েকটি ধারায়ই আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে। এ মধ্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যে ধারাটি চলছে, অর্থাৎ স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা, এই দু'ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রা ব্যক্তিগণই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অধিকতর সুযোগ গ্রহণ করছেন। কেননা তাদেরকে এ ভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে এবং হচ্ছে। অপর যে খারেজী ধারা আছে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক কর্মকাণ্ডে অং গ্রহণ করতে পারছে না। কেননা, সে জ্ঞান বা দক্ষতা তাদের নেই। তাছা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নয়। এদের পাঠ্যক্রম খারে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত। এরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মসজিদ-মক্ত মাদ্রাসা ও সামান্য ছোট খাটো ব্যবসায় ও কৃষি কাজে অংশ গ্রহণ করতে পার

সর্বোপরি বলা যায়, আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থায়ই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে বেশী। এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোন ক্রমেই অবহেলা করার কোনরূপ অবকাশ তো নে-ই; বরং এর অধিকতর সম্প্রসারনই আজকের যুগের ও ভবিষ্যতের জন্য সকলের একান্ত কাম্য হওয়া উচিৎ।

গ্রন্থবিদ আলেমদের মধ্যে মরহুম হযরত মাওলানা হোসেন সিলেটির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তিরমিজী শরীফের উপর একটি আরবী গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম "আল-ইন্তেকাদ আলা কামুশিল মাশাহীর"।

আল্লামা আবদুল হাই কলকাতায়ী ইবনে হাজার আসকালানির রচিত গ্রন্থ আল-এসাবাকে শুদ্ধ করে পুনঃ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থখানা মাদ্রাসা আলীয়ার প্রকাশনা বিভাগ হতে প্রকাশিত হয়।

কোরআন মজিদের পর মর্যাদাবহ আর একটি সহীহ শুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ রয়েছে যার নাম বোখারী শরীফ। পূর্ব প্রকাশিত বোখারী শরীফের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে এলোমেলো ছিল, আলীয়া মাদ্রাসার ওলামাগণ উক্ত গ্রন্থের ধারাবাহিকতা বিন্যাস করে পুনঃ প্রকাশ করেন।

মুফ্তী আমীমুল এহসান মোজাদ্দেদী বরকতী তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে কামেল প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং তিনি সেই মাদ্রাসারই হেড মাওলানা নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দু'শতেরও বেশী। ফার্সী, আরবী, উর্দু ভাষায় এসব গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। বর্তমান জামেউল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ১২টি গ্রন্থ পাঠ্য রয়েছে। ফেক্হুস্ সুনান ওয়াল আছার ও তাফসীরে কাশ্শাফ হাশীয়াসহ তাঁর রচিত অনেক কিতাব রয়েছে।

মুফতী আমীমুল এহসানের পূর্বে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হলেন হাফেজে হাদীস মাওলানা রহঃ আমীন। তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণীর প্রথম

স্থান অধিকার করেন এবং তিনি সমাজ সেবকও ছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সাপ্তাহিক হানাফী ও মুসলিম পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎকালে তাঁর সাপ্তাহিক আহলে সুন্নত নামের পত্রিকাটি ছিল অতি জনপ্রিয়। তৎকালে তিনি জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম-এর প্রাদেশিক সভাপতি ও মুসলিম লীগ সংগঠনের সভাপতিও ছিলেন এবং তিনি বশির হাট শহরে একটি এতিমখানা ও একটি সুন্নী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। মাওলানা রুহুল আমীন তৎকালে লা-মাযহাবী, খারেজী এবং ওহাবী ফেরকার বিরুদ্ধে এক শতেরও বেশী তর্ক বহছ করেন। প্রত্যেক বহছে প্রতিপক্ষকে সোচনীয় ভাবে পরাস্ত করেন। তাঁর বাংলা, উর্দু ও আরবী ভাষায় শতাধিক পুস্তক ছিল। তন্মধ্যে ৭ খণ্ডে রচিত ফতোয়া আমেনীয়া সুপ্রসিদ্ধ।

---

# তৎকালীন ভারতবর্ষে আলীয়া মাদ্রাসার গুরুত্ব ও অবদান

ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে বরাবরই মুসলমানদের সঙ্গে সরকার বিমাতা সুলভ আচরণ করত। শিক্ষা, চাকরী-নকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সকল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিবিধ কর্মকাণ্ডে ইংরেজ সরকার ভারতের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে রাখে। এর প্রধানতম কারণ ছিল মুসলমানদের ঐক্য জাগরণে বাধা প্রদান ও পরিশেষে তাদের নির্মূল করে দেয়া। কেননা এদের রাজনৈতিক, নৈতিকতার উচ্চাসনের ঐতিহ্য তারা কখনই মেনে নিতে পারেনি।

এভাবে দিনে দিনে যখন ভারতীয় মুসলমানগণ শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ অতিক্রম করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই এদেশের মাটিতে ইংরেজী ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত কতিপয় ছিটে-ফোটা মহামানবের আবিভাব ঘটে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহাম্মদ কর্তৃক আলীগড় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে ইংরেজী শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক করা হয়। কেননা, এতদিনে ইংরেজ সরকার দেশের সর্বত্র অফিস আদালতে ইংরেজী প্রচলন করে ফেলেছে। এ সময় হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে। দেশের জমি-জমা সমস্তই তাদের করতলগত হয়ে যায়। পরাধীনতার প্রথম দিকে এ দেশীয় এক শ্রেণীর আলেম কর্তৃক ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করণের কারণেও মুসলমানদের এ পশ্চাৎপদতা।

অতঃপর এক সময় আলীগড় বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এখান থেকে বের হয়ে আসে বেশ কিছু সংখ্যক বিচক্ষণ ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব। যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার অবদান স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এ দেশের জনগণ শিক্ষার আলো দেখতে পেয়ে স্বাধীনতার চিন্তা করতে শিখল। গড়ে উঠল তাঁদের রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এ সংগঠনে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

ঘোষিত হল হিন্দু-মুসলিম এক জাতি। কিন্তু আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলমানদের স্বার্থ সম্পর্কে হিন্দুদের উদাসীনতা দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করল মুসলমানদের জন্য আলাদা সংগঠন মুসলিম লীগ।

অপর দিকে ইংরেজ সরকার এদের শক্তির পরীক্ষা নিতে লাগলো, বাধিয়ে রাখলো হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ। ওহাবী পন্থী তথা-কথিত আলেমরা হিন্দু পক্ষ অবলম্বন করে কংগ্রেসে যোগদান করল। ওলামায়ে ইসলামগণ মুসলিম লীগের ছায়াতলে এসে একত্রিত হলেন। শিখদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হল পাঠান কোটে। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজয় বরণ করে। এর পর হতে হিন্দুদের প্রতি এক দেশদর্শী মনোভাব প্রদর্শিত হতে থাকে। এ করে মুসলমানগণ ধর্মের মধ্যেও বিভিন্ন ফেরকা মাযহাব সৃষ্টি করে এ জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে তারা কসুর করত না। যার ফলশ্রুতিতে এ দেশীয় মুসলিম শিক্ষিতদের মধ্যেও বহু মত পথের সূচনা হয়। মুসলমানদের এহেন দুর্দিনে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, শেরেবাংলা এ, কে, ফজরুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমূখ কর্তৃক ঘোষিত হয় দ্বিজাতি তত্ত্ব। ভারতবাসী একটি মাত্র জাতি নয়– তারা দু'টি পৃথক জাতি। একটি মুসলমান জাতি অপরটি হিন্দু জাতি। এ দু'জাতির জন্য দু'টি ডমিনিয়নে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে হবে।

এর কারণ স্বরূপ বলা হল, হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণে বিপুল বাধা রয়েছে।

এ ডাকে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নব্য শিক্ষিত তরুন সম্প্রদায় সাড়া দিল, কিন্তু দেওবন্দী ওলামাগণ কংগ্রেসের দলেই রয়ে গেল। তারা ভারত বিভক্তিকে মেনে নিতে পারল না। এদের রাজনৈতিক সংগঠন ছিল কংগ্রেসী ছত্রছায়ায় "ওলামায়ে হিন্দু"। এদেরকে এ দেশবাসী খারেজী বা দল ত্যাগী সম্প্রদায় বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ দেশবাসীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামা ঢোলে। ইংরেজ সরকার তাদের সপক্ষে এদেশবাসীর সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতা দানের ওয়াদা দিল। যুদ্ধ শেষে তাদের ওয়াদা তারা পালন করল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান ও ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করল।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ শাসক সর্ব প্রথম দিল্লী কবজা করে বসে। অতঃপর এক এক করে তারা মুসলিম রাজ্যগুলোকেও জবর দখল করতে থাকে। তখন আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মহা ইমাম শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) গোটা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক ভারতবর্ষকে দারুল হরব বা যুদ্ধ ক্ষেত্র ঘোষণা দেন। এখন মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হয়ে পড়েছে ইসলামী শহরগুলো ইংরেজদের কর্তৃত্ব হতে পুনরুদ্ধার করা। এরূপ না করা হলে মুসলমানরা গুনাহগার হবে। তাদের এবাদত বন্দেগী সর্ব প্রকার আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না এবং তারা স্বয়ং আল্লাহর নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ইমাম সাহেবের জেহাদ ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর বিদ্রোহী ভ্রাতুষ্পুত্র খারেজী মাযহাবধারী ইসলমাইল দেহলভী কলিকাতায় উপস্থিত হয়ে বিপরীত ঘোষণা দিয়ে বলেন, ভারতবর্ষে দারুল ইসলাম, দারুল হরব নয়। তাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা জেহাদ করা হারাম। এছাড়া মুসলমানরা ইংরেজদের রাইয়াত এবং মুসলমানদের ধর্ম পালনে বাধা দিচ্ছেন না।

কলিকাতার মুসলমানরা ইসমাইলের কথার প্রতিবাদ করে বলল, যদি ইংরেজ জাতি সত্যই আমাদের বন্ধু হয়, তখন তারা মুসলমান রাজ্যগুলো কেড়ে নিয়ে হিন্দুদেরকে কেন দিচ্ছে? কলিকাতার মুসলমানরা বুঝতে পারল যে, ইসমাইল দেহলভী ইংরেজ তথা হিন্দু ধর্মী হয়ে পড়েছে। তার নিজের ধর্মের জন্য যতটুকু মহব্বত রয়েছে তারচেয়ে অনেক বেশী মহব্বত রয়েছে হিন্দুদের জন্য। মুসলমানের চির শত্রু ইংরেজদেরকে তিনি পরম বন্ধু রূপে গণ্য করেছেন।

ইংরেজ শাসক ইসমাইল দেহলভীকে পরামর্শ দিল, তুমি ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম বা ইংরেজদের ধর্ম কোনটাই প্রচার করবে না। তুমি মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ওহাবী মতাদর্শ প্রচার করবে। ইংরেজ শাসকের নির্দেশক্রমে তিনি হিন্দুস্তানে সর্ব প্রথম ওহাবী মতবাদ প্রচার করেন। ইসলমাইলের মৃত্যু ঘটার পর এ মতবাদ দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে প্রচারিত হয়।

মৌলভী ইসমাইল হোসেন দেহলভী সাহেবের পরবর্তীতে যে সব দেওবন্দী আলেম পয়দা হয়েছে তারা এক এক করে হিন্দু মতাদর্শী ছিল। মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব তার লিখিত ফতুয়ায়ে রশিদিয়ার ৫৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হিন্দু কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দুরস্ত নেই। মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেব তার লিখিত ইফাযা পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে লিখেছেন হিন্দু, মুসলমান, ডোম, চামার তার কাছে সকলেই এক সমান। তাদের সকলের প্রতি তার সমান মহব্বত ও গভীর ভালবাসা রয়েছে।

অতএব বুঝা গেল যে, তারা শুধু কংগ্রেসী আলেম ছিলেন না; বরং তারা তলে তলে হিন্দু ধর্মমত পোষণ করতেন। তারা হিন্দুদের পূজার প্রসাদ খাওয়া জায়েয বলে ফতুয়া দেন। বর্তমানকালের ইলিয়াস পন্থী তাবলীগ জামায়াতীরাও এই একই পন্থী।

---

# আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এম, পি, মৌলভী আতাহার আলীর চক্রান্ত

পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব হতে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রায়ই সন্তুষ্ট ছিল। এতদ্দেশের মুসলমান পরিবার নিজ নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে আলীয়া তথা সরকার পরিচালিত মাদ্রাসায় ভর্তি করে সুশিক্ষিত করার চেষ্টা করেন। সেই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে অনেক গুণী-জ্ঞানী, আলেম, ফাজেল, কামেল ধর্মবিদ, রাজনীতিবিদ, আইনবিদ সৃষ্টি হয়েছেন। তাদের যোগ্যতার চমকে সারা উপমহাদেশ যখন গর্বিত, ঠিক তখনই কিশোরগঞ্জের মৌলভী আতাহার আলী আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পোস্টার ছাপিয়ে দেশে দেশে বিলি করে। পোস্টারে লেখা ছিল যে, কেউ একটি ছাত্রও সরকারী মাদ্রাসায় দিবেন না, সবাই বেসরকারী খারেজী মাদ্রাসায় ছাত্র দিন। কারণ সরকারী মাদ্রাসায় ছাত্র দেয়া বা পাড়ানো হারাম। সরকারী মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করে ছাত্ররা আখেরাতমুখী হয় না, তারা সব সময় দুনিয়ার তালাশে মেতে থাকে। তাদের চাল চলন পাশ্চাত্যের অনুরূপ হয়। জাহেল মাতা-পিতা তাদের সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষা লাভের জন্য সরকারী মাদ্রাসায় পড়তে দেয়, অথচ সেখানে দ্বীন বলতে কিছু নেই। তারা সুচরিত্র স্বভাব থেকে বহু দূরে পড়ে থাকে। পক্ষান্তরে খারেজী মাদ্রাসার ছাত্ররা আমলে আখলাকে সুন্দর ও সুষ্ঠু। তারা যে মাদ্রাসায় পড়ে তাদের খাদ্য খাবারের জন্য বাৎসরিক চাঁদা, রমজান মাসের যাকাত-ফেতরা এবং কোরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে সাহায্য করুন। (সংক্ষিপ্ত)

---

# মৌলভী আতাহার আলীর মত অন্য আর একজন খারেজী আলেম

মৌলভী আতাহার আলীর মত অন্য আর একজন খারেজী পন্থী আলেম-যার নাম মুফতী ওয়াক্কাস আলী। তিনি গত ২৬/৯/৮৮ ইং ইসলামিক ফাউণ্ডেশন-এর সাপ্তাহিক সভায় মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক প্রচলিত সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেনিয়াদের শিক্ষা বলে কটাক্ষ উক্তি করেন। মৌলভী ওয়াক্কাস আলীর উক্ত উক্তির পর খুলনা আলীয়া, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসাসহ বাংলাদেশের সকল সরকারী মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেন। তৎকালীন এরশাদ সরকারের অযোগ্য ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ওয়াক্কাস আলী দুই শত বছরের আলীয়া মাদ্রাসা তুলে দিয়ে খারেজী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পাঁয়তারা করছিলেন। ইতিমধ্যে এ দেশের সকল এবতেদায়ী মাদ্রাসা তুলে দিয়ে প্রতিটি উপজেলায় একটি মসজিদ ভিত্তিক মক্তব রাখার ঘোষণা দিয়েছেন। খুলনা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকগণ একত্রিত হয়ে মুফতী ওয়াক্কাস আলী দেওবন্দীকে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়ে দেন। কাণ্ডজ্ঞান হীন দেওবন্দী মাযহাবের মুফতী সাহেবের জীবনে শিক্ষা হয়ে গেছে যে, তার সামান্যতম আক্কেল বুদ্ধি থাকলে আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনুরূপ উক্তি আর কখনও করবেন না। আর যদি এরূপ কোন কটূক্তি পুনরায় করেন, তা হলে শুধু নাজেহালই নয়, এবার উচিৎ শিক্ষা দেওয়া হবে।

---

# মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত

শেখ আহাম্মদ মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রঃ) ১৫৬৪ ঈসায়ী সালের ২৬শে মে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত সেরহিন্দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর বংশধর। তাঁর পিতার নাম শেখ আবদুল আহাদ।

অল্প বয়সে শেখ আহাম্মদ কোরআনে হাফেজ হন। তারপর বিখ্যাত আলেমের কাছে গিয়ে কোরআনের তাফসীর, হাদীস শরীফসহ ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন। দীর্ঘ সময় আগ্রা শহরে বসবাস করেন। বাদশাহ আকবরের সভাসদ ফৌযী ও আবুল ফজলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় কিন্তু দরবারে ইসলাম বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পেয়ে শেখ আহাম্মদ তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

আগ্রা থেকে জন্মস্থান সেরহিন্দে ফিরে তিনি পিতার কাছে সুফীবাদ দীক্ষা নেন বাদশাহ আকবর দ্বীন-ই-এলাহী নামে নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন– যা ইসলাম বিরোধী। এছাড়া রাজ্যে ইসলামের আকীদা ও বিশ্বাসকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নানা জাতীয় আইন-কানুন প্রবর্তন করেন। এমনকি সম্রাট আকবরের দ্বীন-ই এলাহীর প্রতি মুসলমান সামাজের কিছু লোকও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

শেখ আহাম্মদ মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) সম্রাট আকবরের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ও নতুন ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তাঁর সঙ্গে অনেক মুরীদও এসে যোগ দেন। ফলে মুসলিম সমাজে এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। সম্রাট আকবর তার নতুন ধর্ম প্রচারে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসেন। পিতার প্রবর্তিত ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ তার শাসনামলেও অব্যাহত ছিল। তার দরবারে বাদশাহকে সিজদা করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। শেখ আহাম্মদ

(রঃ)-এই শেরেকী প্রথা বন্ধ করার জন্য রাজপুত ও সেনাবাহিনীর মধ্যে প্র
শুরু করলেন। তাঁর ডাকে রাজপুত ও অনেক সিপাহী আকৃষ্ট হলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধান উজির আশরাফ খানের প্ররোচনায় শেখ আহা
(রাঃ)-কে দরবারে ডেকে আনলেন। দরবারে প্রবেশ করে শেখ আহাম্মদ
অনুসারে বাদশাহকে সিজদা করতে অস্বীকার করলেন। অমত্যবর্গের ক
উত্তরে তিনি জবাব দিলেন, এ মস্তক একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে
হবে না।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ক্ষেপে গিয়ে স্বয়ং আদেশ দিলেন সিজদা করার জন্য। বি
তাতেও নির্ভীক কণ্ঠে তিনি একই জবাব দিলেন। সম্রাট ক্রুদ্ধ হয়ে শেখ আহা
মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ)-কে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখলেন।

শেখ আহাম্মদ (রঃ)-এর বন্দী হবার খবর পেয়ে কাবুলের শাসনক
মহব্বত খান সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজধানী আক্রমণ করতে চাইলেন। কিন্তু
খবর পাবার পর পত্র দ্বারা তাদের নিরস্ত করলেন শেখ আহাম্মদ (রঃ)। এর
শেখ আহাম্মদের জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়
আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিকতা, অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ তাঁকে মহান পুরুষ হিসেবে খ্যা
এনে দিল। তাঁকে মুজাদ্দিদ বা ধর্ম সংস্কারকের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়।
জন্য তিনি মুজাদ্দিদে আলফেসানী হিসেবে সর্বত্র পরিচিত হন।

কথিত আছে, একদিন আকস্মিক ভাবে সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসন থে
মাটিতে পড়ে যান। এতে তিনি ভীত ও পীড়িত হয়ে পড়লেন। কবিরাজের ঔষ
পথ্য সকল কিছু ব্যর্থ হল। তখন মনে তার ভয় জাগল মুজাদ্দিদে আলফে সা
(রঃ)-এর প্রতি অবিচার জুলুম করার জন্য তার এই বিপদ হয়েছে। তখন তি
মুজাদ্দিদে আলফে সানীকে মুক্তি দান করেন। তাঁকে স-সম্মানে দিল্লীতে আ
হলো। শাহজাদা শাহজাহান ও আশরাফ খান রাজধানীর তোরণে এসে তাঁ
অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। রাজ প্রাসাদে গিয়ে প্রথম তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর
তওবা করালেন। তারপর আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। অচি
সম্রাট জাহাঙ্গীর আরোগ্য লাভ করলেন।

শেখ আহাম্মদ মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ)-এর ইচ্ছানুসারে রাজদরবারে সিজদা প্রথা বাতিল করা হলো। মুসলমানদের জন্য মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করা হলো। ধর্মীয় বিধি নিষেধ বাতিল করা হলো। যা ছিল ইসলাম বিরোধী। দরবার সংলগ্ন একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করা হলো। সম্রাট ও তার মুসলিম অমাত্যবর্গ মসজিদে নিয়মিত নামাজ পড়া শুরু করলেন। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ)-এর সঙ্গে পরামর্শ করে সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজ্যে নানাবিধ ইসলামী রীতি নীতি প্রচলন করেন।

১৬২৪ ঈসায়ী সনের ৩০শে নভেম্বর সেরহিন্দে শতাব্দীর অগ্নি পুরুষ বিপ্লবী মুজাদ্দিদ শেখ আহাম্মদ মুজাদ্দিদে আরেফে সানী রহমাতুল্লাহ আলইহি ইন্তেকাল করেন।

---

## সুন্নী তরিকতপন্থী ইমামগণের পরিচয়

১। মুজাদ্দিদে আজম ইমামে রব্বানী আল্লামা শেখ আহাম্মদ সের
মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ)।

২। হযরত আল্লামা শেখ আদম বিন্নূরী (রঃ)।

৩। হযরত আল্লামা সৈয়দ আবদুল্লাহ্ (রঃ)

৪। হযরত আল্লামা শাহ্ আবদুর রহীম (রঃ)।

৫। হযরত আল্লামা শাহ্ ওলী উল্লাহ্ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)।

৬। হযরত আল্লামা শাহ্ আবদুল আজিজ (রঃ)।

৭। হযরত মাওলানা শেখ শাহ্ সুফী নূরমোহাম্মদ ইসলামাবাদী।

৮। হযরত মাওলানা সুফী ফতেহ্ আলী বর্ধমানী (রঃ)।

৯। হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)।

**মুজাদ্দেদী তরীকা ঃ** মুজাদ্দিদ অর্থ সংস্কারক। মুজাদ্দিদে আলফসানী (র মুজাদ্দেদীয়া তরীকার উদ্ভাবক ছিলেন। তিনি সংস্কারের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে স প্রথম প্রচলিত তরীকাসমূহের সংস্কার করেন। তৎকালে ভারত উপমহাদে চারটি তরীকার প্রচলন ছিল। যেমন ঃ (১) কাদেরীয়া তরীকা। (২) চিশতি তরীকা। (৩) নকশেবন্দীয়া তরীকা ও (৪) সোহ্রাওয়ারদিয়া তরীকা।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) উক্ত চারটি তরীকার মধ্যে সংস্কার করে ম একটি নাম রাখলেন মুজাদ্দেদিয়া তরীকা। অনেক পীরানে তরীকত মুজাদ্দেদী তরীকার নামে বাইয়াত গ্রহণ করে থাকেন। আবার কেউ উল্লেখিত চার তরীক পৃথক পৃথক ভাবে বাইয়াত গ্রহণ করে থাকেন। এ দু'তরীকত পদ্ধতি ছাড়া আ সকল তরীকত পদ্ধতি ভ্রান্ত তরীকত।

বর্তমান জামানায় একটি চোরা তরীকার উদ্ভব ঘটার আলামত দেখা যাচ্ছে যার নাম "আওর মোহাম্মদীয়া তরীকা" আওর শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এ নত তরীকার উদ্ভাবকরা হবেন উর্দু পড়া দেওবন্দী সাহ্রানপুরী যে কোন মৌলভী ইহা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর নামের নতুন তরীকা পন্থা। এ তরীক মুরীদ হলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ তরীকার প্রবর্তন ঘটানোর জ মুজাদ্দিদের প্রয়োজন। মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (রঃ)-এর পর আজ পর্যন্ত কো সংস্কারক এর আগমণ ঘটেনি এবং ঘটবেও না।

------

## মুজাদ্দিদ (রঃ)-এর তরীকত লাভের বর্ণনা

আবুদাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর তিরোধানের পর হতে প্রত্যেক যুগের পর, প্রত্যেক শতকের পর এবং প্রত্যেক শত বছর অতিবাহিত হবার পর মানুষ হতে মানব মণ্ডলীর মধ্যে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটবে। তাঁদের পরিচিতি হল তারা হবেন আল্লাহ্ পাকের ওলী এবং হযরত নবী করীম (দঃ) ও সাহাবায়েকেরামদের অনুসারী ওলামা। এরূপ মহান ব্যক্তিত্বকে মুজাদ্দিদে মিয়াত বা শতকের সংস্কারক বলা হয়।

উক্ত হাদীসের মানদণ্ডে মহানবী রাসূলে পাক (দঃ)-এর পর প্রথম সহস্রকের মধ্যে যে মহা পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে তিনি হলেন গাউসুল আজম হযরত বড় পীর মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) বা ধর্মের পুর্নজীবনদাতা। তাঁর যুগে ধর্ম বিরোধী উৎপাত ছিল ইসলাম বহির্ভূত খারেজী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন তৎপরতা। যাদের প্রসিদ্ধ নাম খারেজী ফেরকা। খারেজী ফেরকার সঠিক দিক দর্শন কল্পে বড় পীর (রঃ) গুনিয়াতুত তালেবীন নামে একটি কিতাব রচনা করেন।

হযরত বড় পীর (রঃ) এরপর দ্বিতীয় সহস্রকের জন্য যাঁকে মুজাদ্দেদী খেরকা পরানো হয় তিনি হলেন ইমামে রব্বানী হযরত আল্লামা শেখ আহাম্মদ মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ)। তিনি ১০১০ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের ১০ তারিখ শুক্রবার ফজর নামাজ সমাপনান্তে হালকায়ে যিকিরে রত থাকা অবস্থায় মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) অতি সুন্দর ও মূল্যবান একখানা জুব্বা এনে নিজ হাতে উহা তাঁকে পরিয়ে দিলেন। আর বললেন ইহা গ্রহণ কর, এটাই তোমার মত মুজাদ্দিদের যোগ্য পোষাক। এর পর থেকে তিনি মুজাদ্দিদে আলফেসানী রূপে খ্যাতি লাভ করেন।

মুজাদ্দিদে আলফসানী (রঃ) কাদেরীয়া, চিশ্তিয়া, কিবরিয়া, নক্শে বন্দীয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকা সমূহের সুদক্ষ খলিফা ছিলেন। তিনি এসব তরীকাগুলোকে একত্রিত করে মুজাদ্দেদিয়া তরীকা ঘোষণা দেন। এটা ছিল তাঁর সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ ও সূচনা মাত্র।

-----

## মৌলবাদ শক্তির বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদ আলফে সানীর তরীকত সংগ্রাম

সম্রাট আকবর প্রথম জীবনে একজন খাঁটি সুন্নী মুসলমান ছিলে পরবর্তীতে তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগী হয়ে হিন্দু ধর্ম নীতি বনাম মৌলবাদ গ্রহণ করেন। তাঁর সেচ্ছাচারিতা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতার ফলে ইসলাম ও মুসলম জাতি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। সম্রাট হিন্দুদের চক্রান্তের শিকার হ মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে যান। এ সুযোগে হিন্দুগণ বহু মসজিদ মন্দিরে পরিণত করে ফেলে। তাছাড়া ইহুদী নাসারা ও মুসলমান মুনাফেক নানাভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে ঘায়েল করতে উদ্যত হয়। অপরদি মুসলিম সমাজের ভিতরে ধর্মের নামে অধর্ম কুফরী, শেরেকী, বেদাতী অবা চলতে থাকে। শিয়া খারেজী সম্প্রদায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

মোল্লা মুহাম্মদ ইয়াজদী এবং মইজুল মূলক (রঃ) নামক দু'জন সুন্নী আলে সম্রাটের প্রচারিত মৌলবাদ ধর্মের বিরুদ্ধে ফতুয়া দেয়ার ফলে তাঁদেরকে প্রাণদ দেয়া হল। এ ভয়ে সে যুগের মৌলভী, সুফী, দ্বীনদার, পরহেজগার আলেমগ নীরবতা অবলম্বন করেন। কেউ সম্রাটের ভয়ে কোন প্রতিবাদ করলেন না, কি মুজাদ্দিদ (রঃ) সম্রাটের মত প্রসিদ্ধ প্রতাপশালী বাদশাহর সামনে মাথা ন করেননি। ইতিপূর্বে একবার মুজাদ্দিদকে কারাবরণ করতে হয়েছিল, তাতে তি মোটেই দমেননি।

একবার মুজাদ্দিদে আলফে সানী সম্রাটকে জানিয়ে দিলেন যে, সে আল্লাহ্ পাক ও রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নির্দেশ মেনে চলে। অন্যথায় তাকে আল্লা গজবে পড়তে হবে। সম্রাট উচ্চ পদস্থ হিন্দু কর্মচারীদের কুপরামর্শে মুজাদ্দি আলফে সানী (রঃ)-এর নির্দেশের উপেক্ষা করলেন এবং তাঁকে হেয়-অপ করার জন্য রাজদরবারে দু'টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করনে। (১) দরবারে এ ও (২) দরবারে মুহাম্মদী।

দরবারে মুহাম্মদীর জন্য ছিন্ন তাঁবু ও সাধারণ ফরাশ এবং নিম্নমা খাবারের ব্যবস্থা করা হল। পক্ষান্তরে দরবারে এলাহীর জন্য অতি সুন্দর ও

মূল্যবান ফরাশ, শাহী গালিচা ও শাহী খাবারের আয়োজন করা হল। হিন্দু মুসলমান সকলকে অবগত করানো হল যে, তোমরা ইচ্ছানুসারে যে কোন একটিতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে। এ অধিকার আমি তোমাদের দিলাম। তার অনুমতি পেয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানরা দরবারে এলাহীতে অনুপ্রবেশ করতঃ নাচ-গান, মদ-মাগী ইত্যাদি অনৈসলামিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। আর সামান্য কয়েকজন ছিটাফুটা মুসলমান দরবারে মুহাম্মদীতে প্রবেশ করে মিলাদ শরীফ পাঠ শুরু করে দেয়। ইহা সম্রাটের নীতির বরখেলাফ হওয়াতে সম্রাট মিলাদ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং দরবারে মুহাম্মদী বাতিল ঘোষণা করেন। ইহা সরাসরি ধর্ম অবমাননা। ধর্ম অবমাননার শাস্তি স্বরূপ মুজাদ্দিদ (রঃ) তাঁর একজন মুরীদের হাতে একটি লাঠি ও এক মুষ্ঠি বালি দিয়ে বলে দিলেন যে, তুমি হাতের বালি দরবার এলাহীতে নিক্ষেপ করবে, আর হাতের লাঠিটা নিয়ে দরবারে মুহাম্মদীর চতুর্দিকে ঘুরে আসবে। মুরীদ তাই করলেন। সভা শেষ হয়ে খাবারের পালা শুরু হল। আর হঠাৎ ভীষণ ঘুর্ণিঝড়ে দরবারে এলাহীর সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে গেল। ছুটে যাওয়া একটি খুঁটির আঘাতে দরবারে এলাহীর সমাগত সকলেই ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়ল এবং একটি খুঁটি উড়ে গিয়ে সম্রাটের মস্তকে এমন জোরে আঘাত হানলো যে, শেষ পর্যন্ত এ আঘাতের ফলেই সম্রাট মৃত্যুমুখে পতিত হল। দরবারে মুহাম্মদীর ভিতর কিছু ঘটল না। সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান নিরাপদে অক্ষত রইল। এ ঘটনা সংঘটিত হয় মুজাদ্দিদের সংগ্রামের পঞ্চম বর্ষে।

---

## মীলাদ অনুষ্ঠান পালন সম্পর্কে শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক-এর একটি চমকপ্রদ ঘটনা

১৯৫৪ ইংরেজী সন, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি, যুক্তফ্রন্টের জয় জয়কার। মোট ৩০০সিটের মধ্যে ২৯২ সিটেই যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করেছে। নির্বাচনের এই সুখবরে যুক্তফ্রন্ট প্রধান শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের অন্তরে আনন্দের সীমা নেই। তিনি এ আনন্দের শুকরিয়া আদায়ের জন্যে মীলাদ মাহফীলের আয়োজন করলেন। যুক্তফ্রন্টের শরীক দল নেজামে ইসলাম পাটির প্রধান মরহুম মাওলানা আতাহার আলী সাহেবকে তাঁর দলবলসহ যোগদান করতে নির্দেশ দিলেন। নির্ধারিত সময়ে আহুত মীলাদ মাহফিলে সকলেই উপস্থিত হলেন। মীলাদ পর্ব পরিচালনার জন্য নেজামে ইসলাম পাটির প্রধান মাওলানা আতাহার আলী সাহেবকে আহবান করলেন, তিনি অপারগতা প্রকাশ করায় নেজামে ইসলাম পাটির সেক্রেটারী জেনারেল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাছিহাতা দরবার শরীফের পীর মরহুম মাওলানা মুছলেহ উদ্দীনকে মীলাদ পরিচালনার জন্যে আহবান করলেন, তিনিও অপারগতা প্রকাশ করলেন। এতে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক সাহেব মনঃক্ষুন্ন হয়ে বললেন, আপনারা এত বড় বড় আলেম আছেন বিধায় মীলাদ পাঠের জন্য কোন আলেমকে দাওয়াত দেইনি, এখন আমার মীলাদ পাঠ করবেন কে? এ কথা বলেই তিনি তাঁর বাসার একান্ত খাদেমকে, ডেকে বললেন, আমার শোয়ার ঘরে সিরানার তাকে কোরআন শরীফের নীচে একখানা কিতাব আছে, কিতাবখানা নিয়ে আস। কিতাবখানা আনার পর তিনি নিজেই কিতাবখানা দেখে দেখে হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এর শানে ফার্সীতে লেখা গজলগুলো আবেগাপ্লুত কণ্ঠে পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। আর তাঁর চক্ষু যুগল থেকে দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হতে লাগল। শ্রোতারা সবাই নীরব নিথর তন্ময় মুগ্ধ হয়ে রইলেন। কেয়ামের কাসীদা পাঠের সময় তিনি ভক্তি শ্রদ্ধাভরে দাঁড়িয়ে গেলেন। সাথে সাথে মাহফিলের সকলেই তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে বিশ্বনবী হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর দরবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছালাত ও

সালাম পেশ করলেন। অতঃপর মীলাদ পাঠান্তে মরহুম মাওলানা আতাহার আলী সাহেবকে মুনাজাত করতে বললেন। তিনি বললেন, আপনিই মুনাজাত করুন, আমরা আমীন। আমীন! বলব। হক সাহেব হাত উঠালেন, সাথে সাথে মাহফিলের সকলেই হাত উঠালেন। সেদিন মুনাজাতে কাঁদেনি এমন কোন পাষাণ লোকই সেখানে ছিল না। মুনাজাত অন্তে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কয়েক মণ মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

হাতিয়া নিবাসী যুক্তফ্রন্টের বিশিষ্ট কর্মী ও শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের যুক্তফ্রন্ট আমলের একান্ত সহচর আলহাজ্ মাওলানা কারী রূহুল আমীন সাহেব বললেন, এ ঘটনার পর একদিন আমি নিরালায় বসে মরহুম মাওলানা আতাহার আলী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি তো দেওবন্দী আলেম মরহুম হাকীমুল উম্মত মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেবের বিশিষ্ট খলীফা, আপনারাতো মীলাদ শরীফ ও কেয়ামকে না জায়েয বলেন, তা হলে সেদিন আপনারা হক সাহেবের মীলাদ মাহফিলে কি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কেয়াম করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি কি ভাবে দাঁড়িয়েছি তা আমি নিজেও বলতে পারব না। হক সাহেবের মত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আবেগাপ্লুত হৃদয়ে মীলাদ পাঠ করলে সে মীলাদ ও কেয়াম জায়েয। আসলে মীলাদ শরীফ পাঠ করা বৈধ ও শরীয়ত সম্মত কাজ। তবে আমরা যে মীলাদ পাঠ করি না কেন, তার মূল হেতু হল এই যে, আমাদের বড় বড় দেওবন্দী আলেমরা মীলাদ ও কেয়ামকে হারাম ঘোষণা দিয়ে গেছেন। আমরা মুরব্বীদের নির্দেশের বরখেলাফ কোন কাজ করি না।

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## দ্বীন ইসলাম ও দ্বীনে এলাহীর পটভূমিকা

### দ্বীনে ইসলাম

হযরত আদম (আঃ) হতে সাইয়্যেদেনা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) পর্যন্ত আম্বিয়াগণের মাধ্যমে বহু দ্বীনের আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন– হযরত মুসা (আঃ)-এর দ্বীনের নাম ছিল দ্বীনে মুসবী, হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বীনের নাম ছিল দ্বীনে ঈসবী আর হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর দ্বীনের নাম দ্বীনে ইসলাম।

আল্লাহ্ পাক দ্বীনে ইসলামের প্রশংসা করে বলেন ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ-

উচ্চারণ ঃ ইন্নাদ্দীনা ইদাল্লাহিল ইসলাম।

অর্থাৎ– নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোণীত দ্বীন বা ধর্ম। মুসলমান জাতি শুধু মাত্র এ দ্বীনের অনুসারী থাকবে, অন্য কোন দ্বীনের নয়।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক মুসলমান জাতিকে লক্ষ্য করে নির্দেশ করেছেন ঃ তোমরা এ দ্বীনে ইসলামের মধ্যে নিবদ্ধ থেকে এ দ্বীনের উপর মৃত্যু বরণ কর এবং যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ভিন্ন ধর্মমত অবলম্বন করবে তাদের কোন কাজ কর্ম এবাদত উপাসনা আমার দরবারে গৃহীত হবে না।

ইসলামী দ্বীনের পাশাপাশি আর একটি "দ্বীন" রয়েছে। তার নাম দ্বীনে কুফর বা কুফরী ধর্মমত। কুফরী ধর্মমত অবলম্বনকারীর পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

উচ্চারণ ঃ ওয়া লাহুম খাযাবুন আলীম।

অর্থাৎ– কাফেরদের জন্য পরকালে কষ্টদায়ক কঠিন বড় শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

ইহা কুফরী মতবাদ। এ কুফরী মতবাদকে বিলুপ্তি ঘটানোর জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁর মনোণীত শান্তির ধর্ম দ্বীনে ইসলামের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন।

---

# সম্রাট আকবরের দ্বীনে এলাহী

দ্বীনে এলাহী মানব কর্তৃক প্রচারিত একটি ধর্মমত, যার প্রবর্তক ও উদ্ভাবক ছিলেন সম্রাট আকবর। ঐতিহাসিকগণ বলেন, সম্রাট আকবর প্রথম জীবনে একজন খাঁটি সুন্নী আকীদা বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন। তবে তার পিতা ছিলেন উদার পন্থী আধা হিন্দু আধা মুসলমান। তাঁর মাতা ছিলেন শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। আবুল ফজলের আকবরনামা পুস্তকে লেখা রয়েছে যে, সম্রাট আকবর পারিবারিক সূত্রে হিন্দু ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি হিন্দু রমণীদেরকে রাজ প্রাসাদে অবাধে স্ব-স্ব ধর্মানুষ্ঠান পালনের অনুমতি প্রদান করে ছিলেন।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগী হয়ে হিন্দু ধর্মমত অবলম্বন করেন। আর হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্য দ্বীনে এলাহী নামের একেশ্বরবাদী একটি নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। এ ধর্মমতের দ্বিতীয় নাম মৌলবাদ, মৌলবাদের সার কথা হল শুধু আল্লাহকে বিশ্বাস করা। আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলের প্রতি অবজ্ঞা করা। মূল ধারার অনুসরণ করে সম্রাট আকবর কয়টি আদর্শ নীতি ঘোষণা করেন যে, আজ হতে হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই, পরস্পরে মিলে মিশে আওয়াজ তুল 'তৌহিদী জনত' এক হও', 'মুসলিম জনতা নিপাত যাক।' হিন্দু মুসলিম সকলেই সম্মিলিত ভাবে মসজিদ ব্যবহার করার অধিকার পাবে। মুসলমানরা হিন্দু ধর্মমতের প্রতি এক সমানে শ্রদ্ধাশীল থাকবে। হিন্দু মুসলমান সকলেই পরস্পরে প্রেম প্রীতিতে নিবদ্ধ থাকবে। রোজা যাকাত ও ঈদ পর্ব পালন বন্ধ করতে হবে। হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর হাদীস শিক্ষা করা দোষণীয় কাজ।

সম্রাট আকবরের উক্ত নির্দেশ জারি করায় সুন্নী আকীদা পোষণকারী মুসলমানগণ বিপাকে পড়ে গেলেন।

যেহেতু আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

উচ্চারণ ঃ ওয়া রাদ্বীতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা।

অর্থাৎ– হে মুসলমানেরা! ইসলাম ধর্মকে আমি তোমাদের জন্য মনোনীত করেছি, এ ধর্মেই তোমরা নিবদ্ধ থেক। অন্যদিকে সম্রাট আকবর মৌলবাদ ধর্মের দিকে আহবান করেছেন। তৎকালে মোল্লা মোহাম্মদ ইয়াজদী ও মইজুল মুলক (রঃ) এ দু'জন সুন্নী হক্কানী আলেম সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে শহীদ হয়ে গেলেন। মৃত্যুর ভয়ে সে যুগের যে সকল সুফী, মোল্লা, আধা পাকা, আধা কাঁচা আলেমরা হিন্দু ধর্মমতে দিক্ষীত হয়ে যায় তন্মধ্যে এ যুগের প্রচারিত ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াতীরা অন্যতম।

## দ্বীনে এলাহীর প্রতি তাবলীগ জামায়াতীর আগ্রহ প্রকাশ ও দ্বীন ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ভাব

ইলিয়াসী তাবলীগের বড় পরিচিতি হল এই যে, তারা ইসলাম প্রচার করেন না, তারা শুধু দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। দ্বীন প্রচারের সুবিধার্থে ইলিয়াস মেওয়াতী একটি পুস্তক লিখেন, যার নাম রাখা হয় 'মলফুজাত' এ পুস্তকে তিনি ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে মোটেই আলোচনা করেননি; বরং ইসলাম সম্পর্কে কটাক্ষ মন্তব্য করেছেন। আলোচনা করেছেন শুধু দ্বীনের। যেমন- তিনি বলেছেন- দ্বীনী উমুর-উমুরে দ্বীন- আছল দ্বীন, দ্বীনী হাকায়েক- দ্বীনী তালীম- হামেলানে দ্বীন- উছুলে দ্বীন- তাবলীগে দ্বীন- দ্বীনী মাকাছেদ- দ্বীনী কাম- খেদমতে দ্বীন-জাররে দ্বীন- দুশমনে দ্বীন- অনুরূপ দ্বীন সম্বলিত শত শত বাক্য দ্বারা তিনি 'মলফুজাত' নামক বইখানা পরিপূর্ণ করে রেখেছেন, ভুলক্রমে তিনি ইসলাম শব্দটি একটিবারও উচ্চারণ করেননি।

তার উক্ত ইসলাম বৈরী আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি ও তার তাবলীগ পন্থীরা ইসলাম ধর্ম পছন্দ করে না, তারা পছন্দ করে শুধু দ্বীন বা ধর্মের। অথচ, দ্বীন শব্দটির প্রয়োগ সকল ধর্মের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। যেমন- সূরা কাফেরুনের মধ্যে لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

উচ্চারণ ঃ লাকুম দ্বীনুক ওয়ালিয়া দ্বীন।

বাক্যে দ্বীন শব্দের দ্বারা দ্বীনে কুফর ও দ্বীনে ইসলাম উভয়কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তাবলীগ জামায়াত অনুসারীরা দ্বীনকে কোন্ অর্থে ব্যবহার করছে তা তাদের কর্মকাণ্ড এবং মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। বাহ্যিক আচরণে দেখা যায়, তাবলীগ জামায়াতের অনুসৃত নীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন- কালেমা ও নামাজ। অপর চারটি নীতি গ্রহণ করেছেন দ্বীনে এলাহী থেকে। যেমন- সদাচরণ, নিয়ত পরিসুদ্ধি করণ, জ্ঞান অর্জন ও সৃষ্টি-কর্তার স্মরণ এবং গ্রামেগঞ্জে ঘুরাফেরা করণ ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা ইসলামী মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত কোন নীতি নয়, বরং ইহা বিধর্মী কর্তৃক উদ্ভাবিত বৈরাগ্যবাদ। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায় যে,

ইলিয়াসী তাবলীগের কয়টি নীতি সম্রাট আকবরের মৌলবাদ নীতি হতে সংগৃহীত হয়েছে।

অতএব, পাঠকবৃন্দের কাছে প্রশ্ন হলো ঃ প্রকৃত মুসলমান যারা তাদের পক্ষে এ নীতি সমূহ কি অনুসৃত? সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, তাবলীগ জামায়াতীর আসল উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম প্রচার নয়– অন্য কিছু।

**"তাবলীগ জামায়াত"** নামকরণ দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুমান করা যাচ্ছে যে, তাবলীগ জামায়াতীরা প্রায় সকলেই বেদ্বীন এবং অমুসলিম। তাদের লোক দেখানো কোন নেক কাজ আল্লাহ্ পাক কবুল করছেন না। যদি তারা খাঁটি মুসলমানই হত তা হলে তখন তাদের দলীয় নামকরণ হত তাবলীগে ইসলাম বা ইসলামী জামায়াত। আর ছয় উছুল নয়, বরং আল্লাহ্র দেয়া ইসলামী পাঁচটি রোকনই প্রচার করতো তারা। তারা শুধু দলীয় লোকদের প্রশংসা করেছেন, আর ধর্মপ্রাণ খাঁটি মুসলমানদেরকে গাল-মন্দ করেছেন এবং কোরআন মজিদের অবমাননা করেছেন, তারা কখনও মুসলমান হতে পারে না। যারা ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী হয়ে মৌলবাদ তথা হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ ধর্মমতে বিশ্বাসী হয় তাদেরকে মুসলমান বলা ইসলাম ধর্মের অবমাননা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সম্মান প্রদর্শন, উদারতা, নম্রতা, ভদ্রতা, সহিষ্ণুতা, শুধু আল্লাহ্র স্মরণ ইত্যাদি হিন্দুয়ানী আদর্শ এবং ইহা ইসলামী তাবলীগ নীতির অন্তর্ভূক্ত নয়। শুধু আল্লাহকে স্মরণ করা ধর্ম নয়। ধর্ম হল আল্লাহকে স্মরণের সাথে সাথে তাঁর প্রিয় রাসূল মোহাম্মদ (দঃ)-কেও যথাযথ স্মরণ করা। শুধু আল্লাহ্র স্মরণের নাম একেশ্বরবাদ। মুসলমান জাতি ঈমানদার, একেশ্বরবাদী নয়। মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী ঈমান ও একেশ্বরবাদকে সংমিশ্রণ করে নতুন ধর্মমত সৃষ্টি করেছেন যার নাম তাবলীগ জামায়াত। তাবলীগ জামায়াতীরা অমুসলিম হওয়ার দৃষ্টান্ত এই ঃ

মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীর লিখিত "মলফুজাত" গাইডের ৫১ নং নির্দেশনামায় কোরআন মজিদে বর্ণিত এবং আল্লাহ্ পাক কর্তৃক ঘোষিত যাকাত বিধানের তিনি গুরুত্ব অস্বীকার করেছেন। তার হস্তে লিখিত পুস্তকখানায় লেখা রয়েছে। যেমন-তিনি বলেন-যাকাতের মর্যাদা হাদিয়া ও উপঢৌকন থেকে অনেক কম। ইলিয়াসের উক্ত বক্তব্য সরাসরি ধর্ম অবমাননা ও কোরআন বিকৃত করার

সামিল। তাবলীগ হোতা মৌলভী ইলিয়াস হিন্দু আদর্শে বিশ্বাসী আকবর নীতির অনুসরণ করে তাবলীগের ৬ উছুলের মধ্যে রোজা, জাকাত ও হজ্বের কথা মোটেই উল্লেখ করেনি। সম্রাট আকবর হাদীস শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ ঘোষণা করেছেন। ইলিয়াস মেওয়াতী আকবরকে অনুসরণ করে ৪২ নং মলফুজাতে বলেছেন, বোখারী শরীফ ও কোরআনের দরস পরিহার করে তাবলীগের চিল্লায় শরিক হওয়া ভাল।

কাজী আয়ায মালেকী (রঃ) (মৃত্যু ৫৪৪ হিজরী) স্বরচিত কিতাবুশ শিফা গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৮৯ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ ঐ ব্যক্তি অকাট্যরূপে কাফের হিসেবে গণ্য, যে ব্যক্তি কোরআন কারীম অস্বীকার করে। অথবা কোরআন পাকের কোন একটি বিধানকে অস্বীকার বা বিধানের মর্যাদা বহন করে না অথবা কোরআন পাকের উদ্দেশ্যমূলক অর্থ করে, অথবা কোরআন পাকের কোন হরফ অস্বীকার করে। যেমন– যের, যবর, পেশ, খাড়া যবর ও খাড়া যেরের বিবর্তন কোরআন বিকৃতকারী কাফেরে গণ্য।

এখানে মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী এজন্য কাফেরে গণ্য হয়েছে যে, সে যাকাত বিধানের গুরুত্ব অস্বীকার করেছে।

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর আমলে বনু আবস ও বনু যবীয়ান গোত্রের লোকেরা পত্র যোগে খলিফাকে অবগত করালো যে, আমরা যাকাত বিধানের উপর বিশ্বাসী নই, আপনি আমাদেরকে যাকাত দান হতে রেহাই দিন। পত্রের উত্তরে খলিফা বললেন, খোদার কছম, যদি সামান্য একটি বকরীর বাচ্চাও যাকাত স্বরূপ কেউ দিতে অস্বীকার করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। মোটকথা যাকাত প্রদানের গুরুত্ব ইসলামী শরীয়তে অপরিসীম। তবে তাবলীগ জামায়াতীদের নিকট যাকাতের আদৌ গুরুত্ব নেই। তাদের নিকট খাল (চামড়া) মান্নত, সদকা ফিৎরা এসবের গুরুত্ব অনেক বেশী। আজকাল অনেক মানুষ তাবলীগ জামায়াত ভুক্ত হয়ে ঈমান শক্ত করার দাবীদার। আমার ধারণা এ দলের সাথে সামান্য সময় মিলা-মেশা করলে আদৌ ঈমান টিকিয়ে রাখা দুরূহ ব্যপার হবে।

---

# ইলিয়াস দেওবন্দীর মেওয়াত পরিচয়

তারীখে ফিরোজ শাহীতে শামসুদ্দীন আলতামাসের বর্ণনায় 'মেওয়াত' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। উক্ত বর্ণনায় জানা যায়, মেওয়াতবাসীগণ ছিলেন তৎকালে বেদ্বীন ও উশৃংখল। এক সময় দিল্লীর উপকণ্ঠে এদের উপদ্রবের মাত্রা চরমে পৌঁছে। ফলে "টগ" ও "রুট" সম্প্রদায় মেওয়াতবাসীদের ভয়ে সন্ধ্যা নামিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নগরের সকল ফটক বন্ধ করে দিত।

সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন মেওয়াতবাসীদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানে বহু সংখ্যক মেওয়াতীর ইহলীলা সাঙ্গ হয়। এক সময় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হলে, এদের ভূমিকা দেখা দেয় সূক্ষ্মরূপে। ফিরোজ শাহ তুগলকের সময় 'লক্ষীপাল' নামে জনৈক মেওয়াতবাসী ইসলাম ধর্ম কবুল করে নেয়।

আনোয়ারা' রাজ্যে প্রধান জরিপ কর্মকর্তা মেজর 'পাওলে' বলেছেন, মেওয়াতবাসীগণ খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী হয়েও বেশ কিছুকাল বিভ্রান্তিতে ভুগছিল। পরবর্তীতে এদের কেউ কেউ মুসলমান হলেও তারা ছিল মাত্র নামের মুসলমান। আচার অনুষ্ঠান দৃষ্টে তারা ছিল আধা মুসলমান আধা হিন্দু। পরস্পরে মিলে মিশে জীবন যাপনের সুবিধার্থে হিন্দুরা তখন সৃষ্টি করে সনাতন ধর্ম। ঈশ্বর ব্রহ্ম, শিব ও বিষ্ণু এসবের সমষ্টিকে বলা হত তৎকালে হিন্দু সনাতন ধর্ম। মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীর সকল পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন প্রায় সনাতন ধর্মী রাজপুত বংশীয়।

মেওয়াতে ইসলাম ঃ তৎকালে দিল্লীতে হিন্দু প্রতাপশালীরা রাজত্ব করছিলো। ছিটাফুটা দু'চার জন মুসলমান যা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষভাবে লাঞ্ছিত, পদদলিত ও ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠে। হিন্দুগণ মুসলমানগণকে এতই ঘৃণার পাত্র মনে করতো যে, মুসলমানের নাম শুনামাত্র ক্রোধে আগুন হয়ে উঠতো। হিন্দুদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি এতই চরমে পৌঁছে যে, মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যেতে ছিল। দিল্লীতে শত শত হিন্দু মন্দির গড়ে

উঠলো, এমনকি গোটা দিল্লী হিন্দু ধর্ম-যাজক ব্রাহ্মণদের আড্ডা স্থলে পরিণত হয়ে গেল। এমন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ)-এর আবির্ভাব ঘটলো দিল্লীতে। তিনি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। তাঁর সুমিষ্ট দাওয়াতের ভাষণ ও তাঁর রূহানী (আধ্যাত্মিক) কামালিয়াতের প্রভাবে লোকেরা ক্রমে ক্রমে ইসলামের দিকে ঝুকে পড়ে। এমনকি গোঁড়া হিন্দুরাও তাঁকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। তিনি দিল্লীতে ইসলাম প্রচারের জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদে বসে তথায় তিনি নওমুসলিমদের মধ্যে মৌখিক ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে তাঁর রচিত চিশতিয়া তরীকা বিস্তার হতে থাকে। অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশে খাজা আজমিরী (রঃ)-এর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সূচনা ঘটে আর ভারত উপমহাদেশে ইসলাম পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়িত হয় হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ)-এর আমলে তালীম, তরবিয়াত ও তরীকত বিস্তারের মাধ্যমে।

মহানবী রাসূলে করীম (দঃ) ফরমান, আমার উম্মতের মধ্যে সত্যবাদী নিষ্ঠাবান আলেম সমাজ বনি ইসরাইল পয়গম্বরদের তুল্য। কাজেই মহানবী (দঃ)-এর উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক যুগে যুগ রক্ষাকারী নিশ্চয় কোন ওলী আল্লাহ থাকবেন। তদ্রূপ শত সহস্র বছর পর নিশ্চয় কোন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক থাকবেন। এ হিসেবে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) ভারত উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ সংস্কারক।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) যখন সংস্কারক রূপে আবির্ভূত হন তখন বঙ্গ-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের সামাজিক জীবনে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। তৎকালীন দিল্লীর সম্রাট আকবরের স্বেচ্ছাচারিতা, প্রবৃত্তি পরায়ণতা এবং এনাম ভোগীদের কুচক্রান্তের ফলে ইসলাম চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। সম্রাট আকবরের দ্বীনে এলাহী নামক নতুন মৌলবী ধর্মমতের প্রবর্তন দ্বারা মুসলমানদের ঈমান আকীদা বিনষ্ট হতে থাকে। সম্রাট দরদী হিন্দু সম্প্রদায় বহু মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করে। খান্দানী মৌলবী

ইহুদী ও ত্রিত্ববাদী নাসারা সম্প্রদায় ও মুনাফেক মুসলমানরা নানা ভাবে মুসলিমদেরকে ঘায়েল করতে থাকে। অপরদিকে মুসলিম সমাজে ধর্মের নামে অধর্ম, পীর-মুরীদের নামে মতবাদ প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা চলতে থাকে। শিয়া, খারেজী বিভিন্ন মতবাদীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) ইসলামের এহেন সংকটময় মুহূর্তে একান্ত নিষ্ঠা ও দুরদর্শিতার সাথে প্রথমে মৌলবাদ ধর্মমত ধ্বংস শুরু করেন। মোল্লা এয়াজদী ও মইজুল মুলুক নামক হক্কানী আলেমদ্বয়কে সম্রাট আকবরের মৌলবাদী মতাদর্শের বিরোধীতা করার ফলে প্রাণদণ্ড দেয়ায় হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) আকবরের উপর রাগান্বিত হন। এ অজুহাতে সম্রাট আকবর মুজাদ্দিদে আলফেসানীকে কারাগারে বন্দী করেছিলেন। কারাগারের মধ্যে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর কারামতের ঝলকে হাজার হাজার হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ইহা দেখে সম্রাট আকবর তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেন। তিনি কারামুক্ত হওয়ার পর তাঁর এক মুরীদের হাতে একটি লাঠি প্রদান করে দ্বীনে এলাহী প্রবর্তক চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পাঠান। মুরীদ দরবারে দ্বীনে এলাহীর চতুর্দিকে চক্কর দেয়ার সাথে সাথে ভীষণ ঘুর্ণিঝড় শুরু হয়ে গেল। দরবারে দ্বীনে এলাহীর সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে গেল। একটি খুঁটি উড়ে এসে সম্রাট আকবরের মস্তকে আঘাত করে। এ আঘাতের ফলে কিছুদিন জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগের পর সম্রাট আকবর মারা যান। তার রচিত 'দ্বীনে এলাহী'র এভাবেই সমাপ্তি ঘটে। আজ এই দ্বীনে এলাহীর আদর্শ নীতি তাবলীগ জামায়াতির মাধ্যমে পরিস্ফুট হতে চলেছে। এরা আদি হতে একেশ্বরবাদী তৌহিদী জনতা। আর সমগ্র বিশ্ব মুসলিম 'মুসলিম জনতা' নামে খ্যাত।

---

# ইলিয়াসী তাবলীগের গর্হিত কর্মকাণ্ড

সুষ্ঠুভাবে তাবলীগ নীতি পরিচালনার জন্য মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী একটি আইন পুস্তক রচনা করেন। যার নাম মালফুজাতে ইলিয়াস। সেই পুস্তকটিকে তিনি ২১৪টি উপদেশ বাণী দ্বারা সম্পাদন করেছেন। নিম্নে আমরা তার সেই পুস্তকের উপদেশ বাণী সমূহ হতে মাত্র ৬টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

(১) মৌলভী ইলিয়াস বলেন ঃ নামাজের গুরুত্ব থেকে ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াতীর গুরুত্ব বেশী। তাই উক্ত উপদেশ বাণীকে তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। যেমন-কোন তাবলীগ জামায়াতী নামাজে রত থাকা অবস্থায় যদি কোন দ্বীনী ভাই সাক্ষাৎ করার জন্য হঠাৎ তার দ্বারে উপস্থিত হয়, তখন সে নামাজ ছেড়ে দিয়ে দ্বীনী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে নিবে। কারণ নামাজের গুরুত্ব হতে তাবলীগ জামায়াতীর গুরুত্ব বেশী।

(২০৯ নং মলফুজাত ১৪০ পৃষ্ঠা)

(২) তাবলীগ জামায়াত ভক্ত ছাড়া অন্যান্য সকলেই অমুসলিম। যেমন ঃ- ইলিয়াস মেওয়াতী তার দলীয় লোকদেরকে উপদেশ দিয়েছেন- খাঁটি মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তাবলীগ জামায়াত ভক্ত হয় এবং খাঁটি মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যে তাবলীগ জামায়াতীদের সাহায্য সহযোগিতা করে। এ দু' প্রকারের মানুষই মুসলমানে গণ্য, অবশিষ্ট মানুষ যারা তাবলীগ জামায়াত সমর্থন করবে না তারা (ইলিয়াসী আইন মোতাবেক) অমুসলিম কাফের। এখানে মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসীকে কাফের বলেননি, তিনি তাবলীগ জামায়াত অবিশ্বাসীদেরকে কাফের বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইলিয়াস মেওয়াতীর এ কুফরী আইনে

অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন প্রথমে তার মৃত পিতা ইসমাইল মেওয়াতী। কারণ পিতা ইলিয়াস কর্তৃক তাবলীগ জামায়াতের আবির্ভাবের পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন। সেহেতু পিতা কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন। ইলিয়াসী তাবলীগের সুযোগ লাভ করতে পারেননি।

(৪২ নং মালফুজাত ৪২ পৃষ্ঠা)

(৩) জেহাদ ফিসাবিলিল্লাহে শাহাদাত বরণ করা হতে তাবলীগ জামায়াতের চিল্লা শ্রেয়। মৌলভী ইলিয়াস বলেন, আল্লাহর রাস্তায় হানাহানী-যুদ্ধের কষ্ট এবং প্রাণহানীর ভয় থাকে। তাবলীগ জামায়াতের চিল্লায় এসব দ্বন্দ্ব হানাহানী নেই। তার উক্ত উদ্দেশ্যমূলক উপদেশ বাণী কুফরী কালাম ও কোরআন হাদীস বিরুদ্ধ মন্তব্য। পাক কালামে ফিসাবিলিল্লায় আত্মত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের অনেক মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে এবং শহীদানদেরকে অমর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বিপক্ষে মরদুদ ইলিয়াস মেওয়াতী মন্তব্য করেছেন, জেহাদ বা যুদ্ধে যাত্রা না করে তাবলীগ জামায়াতের চিল্লায় সামিল হওয়া ভাল। (৯৩ নং মালফুজাত ৬৮ পৃষ্ঠা)

(৪) মৌঃ ইলিয়াস ঘোষণা প্রচার করেন যে, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌঃ রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী বর্তমান যুগের কুতুব (পৃথিবী সংরক্ষক) এবং তিনি মুজাদ্দিদ (ধর্ম সংস্কারকও) বটে। মৌলভী ইলিয়াসের এ কথায় তরীকত পন্থী মুসলমানগণ মনক্ষুন্ন হয়েছেন। কারণ এতদ্দেশের সর্ব স্বীকৃত মুজাদ্দিদ ছিলেন মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) এককভাবে। বিপক্ষে মৌঃ ইলিয়াস তার পীর রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীকে হিন্দুস্তানের তরীকত বিস্তারক ও ধর্ম সংস্কারক ঘোষণা করেন। (নাউজুবিল্লাহ) যিনি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা জেহাদের অবিশ্বাসী সেই ব্যক্তি আবার মুজাদ্দিদ হবেন কি করে? মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে সম্রাটের দ্বীনে এলাহী বনাম মৌলবাদ ধর্মমত ধ্বংস করেছেন। সেই

ক্ষেত্রে ইলিয়াস মেওয়াতীর পীর মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী তৎকালে হিন্দুস্তানে মৌলবাদ পুনঃবিস্তার করেছেন এবং তিনি হিন্দুস্তানে ওহাবী মতবাদের গোড়া শক্ত করেছেন।

(৫) প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর মদীনা হিজরত করা, আর তাবলীগ জামায়াতীদের মসজিদে মসজিদে অবস্থান করা এক সমান সওয়াব। মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীর এ মন্তব্য সরাসরি ইসলামী সংগ্রামের বিরুদ্ধে কটাক্ষ মন্তব্য। কারণ মহানবী (দঃ) মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন যুদ্ধ-জেহাদের মাধ্যমে কুফরী শক্তিকে দমন করার জন্য। অনেক মোহাজির যুদ্ধে শহীদ হয়ে শাহাদাত বরণের সওয়াব হাসিল করেন। আর আরাম প্রিয় তাবলীগ জামায়াতীরা ঘর সংসার ত্যাগ করে বৈরাগী, সন্যাসী ব্রত অবলম্বন করে মসজিদে অবস্থান করে শান্তিতে ঘুমান। পক্ষান্তরে মসজিদে অবস্থান করা আর হিজরত করা এক কথা নয়। হিজরত করা আর মসজিদে অবস্থান করার মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে।

(১১৩ নং মালফুজাত ৭৯ পৃষ্ঠা)

(৬) মৌঃ ইলিয়াস মেওয়াতী বলেন, আমি তাবলীগ অভিযানের সুবিধার্থে গ্রাম গঞ্জের মসজিদগুলোকে চিহ্নিত করলাম। কারণ হযরতের বাল-বাচ্চা বিবিগণ মসজিদে অবস্থান করতে পারলে আমার তাবলীগ জামায়াতীরা মসজিদে অবস্থান করা অবৈধ হবে কেন? তদুত্তরে বলা যায় যে, মহানবী (দঃ)-এর বিবিগণ মসজিদে অবস্থান করতেন এ কথা ইলিয়াস মেওয়াতীর ডাহা মিথ্যা কথা। হযরতের আহাল ও আয়াল হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) সুনির্দ্দিষ্ট খরিদা সম্পত্তিতে অবস্থান করতেন, তাঁরা কখনও মসজিদে অবস্থান করতেন না। মসজিদে অবস্থান করা যদি কারো পক্ষে বৈধ হত তাহলে মহানবী (দঃ) পা মোবারক দ্বারা মসজিদে শয়নকারীকে মসজি

হতে বের করে দিলেন কেন? এবং হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে শয়নকারীক ঘাড় ধরে বের করলেন কন?

(২০৭ নং মালফুজাত ১৪০ পৃষ্ঠা)

অতএব, উক্ত আলোচনা সাপেক্ষে বুঝা গেল যে, তাবলীগ জামায়াতের গোড়া মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী শরীয়ত, তরীকত, কোরআন হাদীস কোনটায়ই বিশ্বাসী ছিল না। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন শুধু তার স্বপ্নে প্রাপ্ত তাবলীগ পদ্ধার। বর্তমানে অনেক তাবলীগ ভক্ত ইলিয়াস রচিত তাবলীগকে ধর্ম হিসেবে বিশ্বাস করে তদনুযায়ী নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে তাবলীগ ভক্তদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বড় দুঃখের বিষয় এই যে, কেউ একটু তলিয়ে দেখল না যে, তাদের আসল উদ্দেশ্য কি? এবং তারা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল। তাদের ঈমান আকীদা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মোতাবেক কিনা? প্রকৃত পক্ষে তাবলীগীরা ৭৩ ফেরকার অন্তর্ভূক্ত একটি জাহান্নামী দল।

---

# সম্রাট আকবরের আদর্শ ও মৌলভী ইলিয়াসের আদর্শের মধ্যে তুলনা

ভারতের দিল্লীর দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকার নাম "মেওয়াত"। এর প্রাচীন অধিবাসীরা প্রায় সকলেই রাজপুত ও অত্যন্ত সাহসী ছিল। এ রাজপুতদের সাথে সম্রাট আকবরের অতীব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি রাজপুত নেতাদের হস্তে কয়েকটি করতল রাজ্যের শাসনভার অর্পন করে ছিলেন এবং রাজপুতদের সাথে মৌলবাদ ধর্মমত ভিত্তিতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

সম্রাট আকবর স্বয়ং নিজে বিহারীমল রাজপুতের কন্যাকে বিবাহ করেন। ভগবান দাস ও মানসিংহকে পদ কমিশন প্রদান করেন। মারওয়ারের রাজপুত কন্যার হাতের পানি পান করে সম্রাট আকবর এবং জয়পুরের রাজপুত কন্যার সহিত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমের বিবাহ দেন। রাজা টোডরমল রাজপুতের কন্যার সাথে তাঁর অতীব গোপন ঘনিষ্ঠতা ছিল।

সম্রাট আকবরের মাতা হামীদা বানু ছিলেন শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। আর স্বয়ং সম্রাট ছিলেন উদারপন্থী মৌলবাদী (শুধু আল্লাহতে) বিশ্বাসী। তিনি উদার ধর্মনীতি সৃষ্টি করার জন্য রাজপুত রমণীদের প্রভাব সভ্যতা আদর্শ নীতি এবং স্বভাব চরিত্রের দিক দর্শন করেন অতি বেশী।

সম্রাট আকবরের ধর্মীয় কালেমা ছিল "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবর খলিফাতুল্লাহ"। তবে তিনি প্রথম জীবনে গোঁড়া সুন্নী আকীদা বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন।

সম্রাট আকবরের কতকগুলো ইসলাম ধর্ম বৈরী আইন-কানুন রয়েছে। যেমন– মসজিদ সমূহকে ভাণ্ডার কক্ষে বা আবাসিক কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করার নির্দেশ জারি। তার আইন অনুসরণ করতঃ বর্তমান প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতীরা মসজিদকে বিশ্রামাগার, আহার, পানাহারের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার

করছে। যেমন–ঢাকার কাকরাইল মসজিদকে বর্তমানে তাবলীগ জামায়াতীরা আবাসিক হোটেলে রূপান্তরিত করেছেন। মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী তার রচিত আইন পুস্তক ২০৭ নং মলফুজাতে তাবলীগ জামায়াতীদেরকে সরাসরি অবাধে মসজিদ ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

সম্রাট আকবর রোজা রাখতে ও হজ্ব ব্রত পালন করতে নিষেধ করেন। সম্রাটের নীতিকে অনুসরণ করে প্রচলিত রাজপুত বংশীয় ইলিয়াস মেওয়াতীর তাবলীগ পন্থীরাও রোজা, হজ্ব ও জাকাতকে বাদ দিয়ে তাবলীগের ৬ উছুল নীতি প্রনয়ণ করেছেন। ইলিয়াস মেওয়াতী সাহেব ৫১ নং মলফুজাতে মন্তব্য করে বলেছেন, জাকাতের দরজা বা মরতবা হাদিয়া উপঢৌকন হতে বহু গুণে কম। তার কথার ভাবভঙ্গিতে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি শুধু হাদিয়া তোহফায় বিশ্বাসী ছিলেন।

সম্রাট আকবর হাদীসে রাসূল (দঃ) পাঠ বন্ধ ঘোষণা করেন। মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী সম্রাট আকবরের ঘোষণা অনুসরণ করে ৭ নং মলফুজাত পুস্তকে মাদ্রাসার শিক্ষার বিরুদ্ধে কটাক্ষ মন্তব্য রাখেন। আর বলেছেন, প্রচলিত ধর্মীয় মাদ্রাসা দ্বারা দ্বীনের খেদমত মোটেই হচ্ছে না।

অতএব, উপরে উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, ইলিয়াস পন্থী তাবলীগ জামায়াতীরা সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত আইনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় রয়েছেন। তার নিঃসন্দেহে খাঁটি মৌলবাদী, ইসলাম ধর্ম অনুসারী নন। তারা যিকির অনুশীলণের মধ্যে শত শত বার আল্লাহ্ আল্লাহ্ শব্দের যিকির অনুশীলণ করেন, তবে ভুল করে একবারও মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ বাক্যটিকে উচ্চারণ করেন না। তারা শুধু আল্লাহর বিশ্বাসী।

---

## ইলিয়াস পরিচিতি ও "তরীকায়ে দ্বীনে তাবলীগ"

স্বপ্নে প্রাপ্ত ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াতের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতার মূল নাম ইলিয়াস। পিতার নাম ইসমাইল মেওয়াতী। জন্মস্থান ভারতের মেওয়াত নামক গ্রামে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস মেওয়াতী মৃত্যু বরণ করেন। মেওয়াতী বংশধরদের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন অখারিস্ত ও অজাত রাজপুত। দেওবন্দী শিক্ষার প্রভাব এসে পড়েছে ইলিয়াস মেওয়াতীর শিক্ষা জীবনে। তিনি হযরত মোজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ)-এর পরিবর্তে মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীকে মুজাদ্দিদে জামান ও কুতুবে দাওরান আখ্যায়িত করেন। আর মৌলভী আশরাফ আলী থানভীকে ঘোষণা করেন হেকিমুল উম্মত।

মৌলভী আশরাফ আলী থানভী এবং মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী মৌলভী ইলিয়াসের যথাক্রমে উপদেষ্টা ও বড় মুরব্বী ছিলেন। ইলিয়াস তার মলফুজাত গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠার এক স্থানে বলেছেন "মৌলভী আশরাফ আলী থানভী আমার আগ্রহ মোতাবেক" তার শিরে তালিম বা শিক্ষা দান রেখেছেন আর আমাকে ভাগাভাগি করে দিয়েছেন, "তরীকায়ে তাবলীগ"। অর্থাৎ ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াতও একটি তরীকা বা ভ্রান্ত পথ। অতএব, এটিও একটি মতবাদ বা পন্থা-যা পরবর্তী পর্যায়ে একটি ফের্কায় রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনায় পরিপুষ্ট।

ইমাম আহাম্মদ ও ইমাম আবু দাউদ (রঃ) হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাঃ) হতে একটি বর্ণিত হাদীসে বলেন যে, মহানবী (দঃ) ফরমান, শেষ জামানায় আমার উম্মতগণ ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। তন্মধ্যে শুধু মাত্র একটি বিশেষ জামায়াত বেহেশ্‌তী হবে অপর সব ফের্কাই দোযখী। যে ফের্কাটি বেহেশ্‌তে যাবে সেই ফের্কাটির নাম সুন্নতে রাসূল বিশ্বাসী সুন্নী জামায়াত।

---

। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم –

## স্বপ্ন ঘোরে ইলিয়াসী তাবলীগের উদ্ভব কাহিনী

ইসলামী তাবলীগের উদ্ভব প্রক্রিয়া ছিল জাগ্রতাবস্থায় মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে এবং শরীয়ত স্বীকৃত তাবলীগ–যা ছিল ঐশী ইঙ্গিতবহ।

পক্ষান্তরে ইসলাম আবির্ভাবের বহু শতাব্দীকাল পরবর্তী জামানায় ভারতবর্ষের জনৈক ব্যক্তির মস্তিষ্ক প্রসূত, স্বপ্ন ঘোরে আচ্ছন্নাবস্থায় অলৌকিক ভাবে কতিপয় বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে জনৈক মুর্শেদের নির্দেশ ক্রমে প্রচারিত হয় ছয় উছুল বিশিষ্ট বিশেষ ধরণের এক প্রকার তাবলীগ– যার নাম দেয়া হয় "ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াত"। ইলিয়াস মেওয়াতী তার স্বপ্নযোগে তাবলীগ জামায়াত উদ্ভব কথার স্বীকারোক্তি করেছেন তার রচিত মলফুজাত পুস্তকের ৫০ নং নির্দেশনামায়।

প্রথমোক্ত ইসলামী খাঁটি তাবলীগ হল এভাবে– একবার বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মোজতবা (দঃ) সাহাবা সমাবিব্যাহারে উপবেশনে থাকা অবস্থায় হঠাৎ হযরত জিব্রাঈল আমীন (আঃ) তথায় উপস্থিত হয়ে ইসলামের পাঁচটি মূল নীতির প্রশিক্ষণ দিয়ে নির্দেশ করেন যে, তোমরা উক্ত পাঁচ মূল নীতির তাবলীগ কর, ইহাই ইসলামী শরীয়ত। ইসলামী তাবলীগের অতিরিক্ত তাবলীগ করো না। হযরত রাসূলে করীম (দঃ) ও সাহাবাগণ এরই তাবলীগ করেছেন।

অতএব, ইসলামের পরিভাষায় উক্ত পঞ্চ বেনার নীতি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে ইসলাম ধর্ম বিস্তার পুনঃ পুনঃ অনুশীলণে নিবেদিত অবস্থানই ইসলামী তাবলীগ। ইসলামী তাবলীগের বিরুদ্ধে যে নতুন তাবলীগ উদ্ভব ঘটে, তা একেবারে অসত্য এবং মিথ্যা তাবলীগ।

দ্বিতীয়– তাবলীগের উদ্ভব ঘটে ভারতে দেওবন্দ মাদ্রাসা সৃষ্টির বহু প পর উদ্ভবের পূর্ব কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

দেওবন্দ মাদ্রাসার সুবিখ্যাত মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর জনৈক একান্ত সহকর্মী ও খেদমতগার একদা তাঁর প্রশংসা করছিলেন যে, গঙ্গুহী সাহেব ছিলেন একজন অদ্বিতীয় মুজাদ্দিদ (তরীকত সংস্কারক) ও কুতুবুল আকতাব (পৃথিবী রক্ষক) ও মুরশেদ (পথ প্রদর্শক)।

এতদ শ্রবণে মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব প্রীত হলেন এবং প্রশংসাকারীর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে বিশেষ এক সাধনা ও রেয়াজতের নির্দশ দিলেন, যাতে তিনি মুবাল্লেগ হন বা বিশেষ কোন মতবাদের উদ্যোক্তা হতে পারেন। শুরু হল বিশেষ ধরণের সাধনা। সাধনাকারীর মাথায় এক সময় ক্রিয়া আরম্ভ হল, এবং মন-মস্তিষ্ক বিকল হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল সাধনা, চললো বিভিন্ন পদ্ধতির চিকিৎসা। (মলফুজাত ৪৫ পৃষ্ঠা)

প্রথমে খোনকারের চিকিৎসা বা ঝাড়ফুক, তাবিজাত, তৎপর ইউনানী পদ্ধতির চিকিৎসা। এর পর ঠুনকো তৈল, মধু, মালিশ ইত্যাদি চললো। কিন্তু সুস্থ হতে অনেক সময় নিল। অবশেষে এক সময় তিনি সম্মোহন অবস্থা প্রাপ্ত হলেন, মুখে বিড় বিড় করতে লাগলেন, বলা হয় এই বুঝি সিদ্ধি এল। এক সময় তিনি বলে বসলেন, আমি স্বপ্ন ঘোরে আচ্ছন্নাবস্থায় উক্ত ছয় উছুলের তাবলীগি এলহাম প্রাপ্ত হয়েছি। এবং পরবর্তীতে এরই ভিত্তিতে রচিত হয় "মলফুজাত পুস্তক"। আর তারও অনেক পরে রচিত হয় "তাবলীগি নেছাব"।

যে ব্যক্তি তাবলীগ স্বপ্ন দেখেছেন সে ব্যক্তির নাম মৌলবী ইলিয়াস মেওয়াতী। তার স্বপ্ন দর্শনের কথাগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ-

**"আজকাল খাবমে মুঝপর উলুমে সহীহাকা এলকা হোতা হায়"**

(আস্তাগ ফিরুল্লাহ)

অর্থাৎ- স্বপ্নদ্রষ্টা ইলিয়াস সাহেব বলেন, আজকাল স্বপ্নে আমার উপর ওহী বা ঐশী বাণীর আগমণ ঘটেছে। উল্লেখিত উর্দু বাক্যটি ইলিয়াস মেওয়াতীর প্রথম তাবলীগি কালাম। লাহাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহি।

অন্যত্র ইলিয়াস বলেছেন, **"খাব নবুয়ত কা চালিশ উঁয়া হেচ্ছা হায়"**। অর্থাৎ - স্বপ্ন নবুয়তের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

অথচ, হাদীস শরীফে আছে, "রুইয়ায়ে সাদেকা" অর্থাৎ সত্য স্বপ্ন সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে। তিনি এখানে সে 'সত্য' কথাটি বলেননি বরং গোপন রেখেছেন।

উক্ত স্বপ্নের কথা প্রচারিত হলে জনগণ তাকে প্রশ্ন করলো, আপনি কি নবুয়তী দাবী করছেন? তদুত্তরে তিনি বললেন, "না, তবে তোমরা আমার এ স্বপ্নের কথাটিই শুধু অন্ততঃ বিশ্বাস কর"। কেননা–

**"উস তাবলীগ কা তরীকা ভি মুঝপর খাবমে মুনকাশিফ হুয়া"।**

অর্থাৎ– আমার কর্তৃক স্বপ্নযোগে একটি তাবলীগ ধারা উদ্ঘাটিত ও বিকশিত হচ্ছে। (মলফুজাত ৪৫–৪৬ পৃষ্ঠা)

অতঃপর মেওয়াতবাসীগণ ইলিয়াস মেওয়াতীকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তৎপর তাকে স্বগ্রাম ত্যাগে বাধ্য করেন ইলিয়াস মেওয়াতীও ছিলেন স্বীয় মতবাদ প্রচারে দৃঢ় সংকল্প। তাই তিনি তার কিছু সংখ্যক সহকর্মীসহ পরবর্তীতে দেওবন্দ, সাহারানপুর, থানাবন, রায়পুর প্রভৃতি স্থানে তার ঘোষিত স্বপ্নে প্রাপ্ত তাবলীগ প্রচার করতে থাকেন।

পরবর্তীকালে উক্ত তাবলীগ জামায়াতের প্রচার প্রোপাগাণ্ডা এতই মশহুর হয়ে পড়ল যে, এর বীজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কিছু কিছু করে উপ্ত হতে লাগল এবং স্থানে স্থানে এর জন্য ঘাটিও তৈরী হতে লাগল।

মহানবী (দঃ) কর্তৃক ইসলামী তাবলীগ যেখানে উৎপত্তি হয়েছে, উহা বাস্তবায়িত হয়েছে সর্ব প্রথম সেখানেই এবং সেখানেই এর মূল ঘাটি ছিল। কিন্তু ইলিয়াসী তাবলীগ যেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে সেখানে উহা বিকশিত হতে পারেনি এবং এর মূল এসে গৃহিত হয়েছে বাংলাদশের টঙ্গী শহরে বা ঢাকার কাকরাইল মসজিদে।

আফসুস! মানুষ অতি সহজেই ভ্রান্ত পথের পথিক হয়ে পড়ছে! আজ ইসলামী জোসের নব জোয়ারের আবশ্যক। আল্লাহ্ পাক আমাদের তৌফিক দিন, যেন ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করে মূল ধারায় এসে বিশ্ব মুসলিম মিলিত হতে পারে।

---

## মৌলভী ইলিয়াসের নবুয়তের কয়েকটি মিথ্যা দাবী

(১) আজকাল স্বপ্নঘোরে আমার উপর ঐশী বাণীর আগমণ ঘটেছে (নাউজুবিল্লাহ)।

(২) আমার কর্তৃক স্বপ্ন ঘোরে ৬ উছুলের তাবলীগ ধারা উদ্ভাবিত ও বিকশিত হয়েছে।

(৩) ইলিয়াসী খাব নবুয়তের অংশবিশেষ এবং খাঁটি ও খালেছ।

মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখিত তিনটি কথা একেবারে মিথ্যা ও অসত্য। যারা তার মিথ্যা কথাকে স্বইচ্ছায় সত্য বলে বিশ্বাস করেছে তারাও পরিষ্কার মিথ্যাবাদী শয়তান। সচেতন সুন্নী আকীদা পোষণকারীগণ ইলিয়াসের মিথ্যা কথার বিরুদ্ধে তৎকালেও ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু দেওবন্দ মাদ্রাসার আলেমরা ইলিয়াসের মিথ্যা কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতঃ দেওবন্দ, সাহরানপুর ও রায়পুর এলাকায় বিশেষ ভাবে প্রচার করেছেন। অতএব দেওবন্দী, তাবলীগী ও ওহাবী সকলেই দোযখের পথে অগ্রগামী ফেরকাবন্দী।

হাদীস ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন, তোমরা সর্বদা সত্য কথা বল, মিথ্যা কথা বলো না। কারণ সত্য সৎপথে পরিচালিত করে এবং সত্য বেহেশ্‌তের দিকে টেনে নিয়ে যায়। মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) আরো বলেছেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে দূরে থেকো কেননা মিথ্যা কথা অপকর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং অপকর্মই দোযখের পথে টেনে নেয়। (বোখারী- মুসলিম)

---

# তাবলীগ প্রচারের জন্য মৌলভী ইলিয়াস স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন

ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা প্রবর্তক মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী স্বগ্রামবাসী কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ার পরও বিভিন্ন ভাবে বহুবার তথায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং এক একবার এক এক নতুন তথ্য উপস্থাপন করতে থাকেন। নিম্নে তারই কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হল ঃ

(১) শয়তান হতে পৃথক থাকা– একবার মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তিত হলে গ্রামবাসীগণ তাকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন রাখেন, কেন তিনি তথায় পুনঃ আগমণ করেছেন, আপনাকে তো ইতিমধ্যে বহিষ্কার করা হয়েছে। তদুত্তরে তিনি বল্লেন ঃ–

**"হামারি তাবলীগ কা আছলী মাকছাদ তাওত ছে হটনা হায়"।**

অর্থাৎ– আমার এ তাবলীগের মুখ্য উদ্দেশ্য হল এই যে, শয়তান হতে পৃথক হয়ে যাওয়া বা পৃথক থাকা। তিনি আরও বলেন যে, একবার যে ব্যক্তি মজবুরীর কারণে উক্ত তাবলীগের পথে বের হতে না পারে তারা যেন পুনর্বার বিশ্বাসী হয়ে তাবলীগের পথে বহির্গত হন। অর্থাৎ সে গ্রামবাসীগণ যেন এবার অন্ততঃ তার তাবলীগে বিশ্বাসী হন। কিন্তু গ্রামবাসীগণ তার চাতুরীপূর্ণ বাক্য শ্রবণেও বিভ্রান্ত হল না।

(২) তাবলীগ প্রচারণা ও দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে পরবর্তী সময় পুনর্বার ইলিয়াস মেওয়াতী স্বগ্রামে পত্যাবর্তন করলে লোকদের প্রশ্নোত্তরে বলতে থাকেন, এবার তাবলীগ প্রচার নয়, দ্বীনের দাওয়াত দিতে এসেছি। এ কথা বলে তিনি দ্বীন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন এবং তিনি তথাকার বদ রসুম দূরীভূত করার কথা বলতে থাকেন। অর্থাৎ তিনি মৃত ব্যক্তির মিরাছ বন্টন নীতি, বিবাহ-শাদী সম্পর্কীত কতিপয় মাছআলার সংস্কারের কথা বলেন– যা ছিল শরীয়ত পরিপন্থী। এবারও তিনি তার কার্যকলাপের জন্য তথা হতে বিতাড়িত হন।

(মলফুজাত ৭০ পৃষ্ঠা)

**(৩) একরামুল মুসলেমীন রহস্য ঃ** কতিপয় দেওবন্দী ছাত্র ইলিয়াসের নিকট উপস্থিত হয়ে শায়খুলহিন্দ মাহমুদুল হাসানের বিরুদ্ধে কটাক্ষ মন্তব্য করলে ইলিয়াস সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তার ঘোর প্রতিবাদ করেন। অনেক দিন পর্যন্ত ঐসব ছাত্রের সাথে তিনি কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ রাখেন। কিছুদিন অতিবাহিত হলে ইলিয়াস অনুতপ্ত হয়ে ঐসব ছাত্রের সংগে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। আলোচনা কালে তিনি মাথা নিচু করে অত্যন্ত নম্রতা ভদ্রতা প্রদর্শন করেন। এ ভদ্রতা শেষ পর্যন্ত তাবলীগ জামায়াতীর জন্য সুন্নতে ইলিয়াসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাবলীগ জামায়াতীরা আজ গাস্ত বা ঘুরা ফেরা করার সময় ইলিয়াসী সুন্নতের ভাবমূর্তি প্রকাশ করে মাথা নিচু করে মুখে বিড় বিড় করে। ইহা আসলে সুন্নতে রাসূল নয়; বরং ইহা সুন্নতে ইলিয়াসী মাত্র। (মলফুজাত ১৬০ নং)

**(৪) সুন্নীদের সাথে ইলিয়াসের সম্পর্ক গড়ার প্রচেষ্টা ঃ**

পুনর্বার ইলিয়াস মেওয়াতী স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তণ করে লোকজনদেরকে ডেকে বলেন, এবার আমি এসেছি একটি দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্দেশ্যে। এর জন্য আমি আল্লাহকেই শুধু "হাদী' বা পথ প্রদর্শক হিসেবে উপস্থাপন করব।

(মলফুজাত পৃষ্ঠা নং ৪২)

এতদ্শ্রবণে সুন্নীগণ বলেন, আপনি তো মৌলবাদী ও বদ মাযহাবী। কেননা, আপনার বিশ্বাস শুধু আল্লাহর উপর, হযরত রাসূলে মকবুল (দঃ) আপনার নিকট গৌন। অথচ, আল্লাহর বিধানকে সংবিধানরূপে দুনিয়ার বুকে কার্যকরী ভাবে বিকশিত করেছেন বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)।

(মলফুজাত পৃষ্ঠা নং ৪২)

অতএব, বুঝা গেল এবারও ইলিয়াস মেওয়াতী স্বগ্রামে নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।

---

# ইসলামী তাবলীগ ও ইলিয়াসী তাবলীগের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য

(১) তাবলীগ-এর অর্থ সংবাদ প্রচার করা। ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই হযরত নবী করীম (দঃ) ইসলাম ধর্ম তথা মহানবী (দঃ)-এর সুন্নত ও হাদীস শরীফের বর্ণনা ও বিকাশের জন্য সাহাবায়ে কেরামগণ একটি আদর্শ জামায়াত-এর সূচনা ঘটান। বিশিষ্ট সাহাবা সমন্বিত উক্ত জামায়াতের নাম হয় "আহলুস সুন্নত ওয়াল জামায়াত"। এ সুন্নী জামায়াত পন্থীগণ ধারাবাহিক ভাবে পরবর্তী সময়েও একই নির্ধারিত মূল নীতির ভিত্তিতে সুন্নাত প্রচার করেছেন। তাঁদের উপাধি ছিল আহলে হক বা ওলামায়ে ইসলাম। এরা সকলেই ইসলামী তাবলীগে বিশ্বাসী ছিলেন। (২) জগতে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার সহস্র বছর পরও আহলুস সুন্নত ওয়াল জামায়াতের তাবলীগি কার্যের ধারা অব্যাহত গতিতে চলছিল। বিগত শতাব্দীতে উপমহাদেশে মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী নামে জনৈক স্বপ্ন দ্রষ্টার নির্দেশে ও প্রত্যক্ষ পরিচালনায় গঠিত হয় ভিন্ন মূল নীতির ভিত্তিতে অন্য আর এক প্রকার তাবলীগি জামায়াত। উক্ত জামায়াত ইলিয়াসী তাবলীগ নামে সমধিক পরিচিত।

(৩) প্রথমোক্ত সঠিক ও খাঁটি তাবলীগে ইসলামের মূলনীতি ধরা হয় পাঁচটি। যথা ঃ (১) ঈমান, (২) নামাজ, (৩) রোজা, (৪) হজ্ব ও (৫) যাকাত।

ইলিয়াসী তাবলীগের মূল নীতি বা উছুল ছয়টি। যথা ঃ (১) কালেমা। (২) নামাজ। (৩) আল্লাহর তালাশে পথে ঘাটে বের হওয়া। (৪) মানুষের সাথে ভদ্র ব্যবহার করা। (৫) যিকির করা ও (৬) সব সময় নিয়ত শুদ্ধ রাখা।

(৪) ইসলামী তাবলীগে কাউকে অযথা কাফের, অনৈসলামিক, অমুসলিম বলার প্রবণতার কোন অবকাশ নেই। অথচ, ইলিয়াসী তাবলীগে বিশ্বাসীগণ– নিজেরা তাবলীগে অংশ গ্রহণ করে অথবা যারা অংশ গ্রহণকারীর সহযোগিতা করে, এ দু' দল ব্যতীত অন্য সকলকে তারা মুসলমান বলতে নারাজ।

(মলফুজাত)

(৫) ইসলামী তাবলীগে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাবের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ধারাবাহিকতার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বিপক্ষে ইলিয়াসী তাবলীগে ইসলাম ধর্মের ধারাবাহিকতার গুরুত্ব নষ্ট করা হয়। যেমন- লোটা, কম্বল, পাগড়ী, চাটাই তাদের কাছে আবশ্যকীয় জেহাদের চাইতে শ্রেয়তর।

(৬) সুন্নী জামায়াত পরিচালিত হয় সাহাবায়ে কেরামগণ কর্তৃক। আর ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াত পরিচালিত হয় তাদের দলীয় দেওবন্দী মুরব্বীগণের নির্দেশ মত। এতে মুরব্বীদের আদর্শ ও নির্দেশের গুরুত্ব মতবাদ তৈরির সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(৭) অতএব নির্দিধায় বলা যায়, সুন্নী জামায়াতীরা হলেন ধর্মবাদী বা ইসলাম পন্থী, আর ইলিয়াসী তাবলীগিরা হলেন আদর্শবাদী বা মতবাদ পন্থী তথা ৭৩ ফের্কার একটি বিচ্ছিন্ন দল।

(৮) ইসলামী তাবলীগ-এর মূল উৎস হল ঐশী সংবাদ পৌঁছে দেয়া। যেমন- আল্লাহ্ পাক কোরআন মজিদে ঘোষণা করেছেন ঃ

**"বাল্লেগ মা উনযিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা"।**

অর্থাৎ- হে নবী! আমি আপনার নিকট কোরআনের যে বাণী পাঠিয়েছি, সে সংবাদ বা কোরআনী সংবাদ মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিন।

পক্ষান্তরে ইলিয়াসী তাবলীগ পন্থীগণ কোরআন হাদীস সম্বলিত কোন ইসলামী সংবাদ পৌঁছান না। বরং নিজেদের দলের সংবাদ প্রচার করেন। যেমন-তারা বলেন, "দাওয়াত পৌঁছিয়ে দাও" অর্থাৎ তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান কর। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, নিজেদের দল বা জামায়াতের নাম "তাবলীগ জামায়াত বা সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়ার জামায়াত" অথচ, কাজ করছেন "দাওয়াত দানের বা আহবানকারী রূপে"। অর্থাৎ এদের কাজ ও কথার মধ্যে আদৌ কোন মিল নেই।

(৯) ইসলামী তাবলীগী দল বা হযরত নবী করীম (দঃ)-এর নির্দেশিত দলের মূল নীতি পাঁচটি। এ পাঁচটি মূল নীতি রাসূলে পাক (দঃ)-এর জাগ্রতাবস্থায় ঐশী বাণী রূপে আল্লাহ্ পাকের নিকট হতে প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে

ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াত মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী কর্তৃক স্বপ্নে প্রাপ্ত। এর মূলনীতি বা উছুল ছয়টি।

(১০) ইলিয়াসী তাবলীগ পন্থীগণের বিশিষ্ট বড় মুরব্বী জনাব মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী তার ফতুয়ায়ে রশিদিয়ার ৫৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, **"কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হারগেজ দুরস্ত নেহী"**। তার উক্ত অভিমত কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস এর পরিপন্থী।

(১১) ইলিয়াসী তাবলীগে এর প্রচার বা আহবানের কেন্দ্র বিন্দু করা হয় "মসজিদকে"। অথচ এ মসজিদকে ইসলামী তাবলীগ পন্থীগণের মূল নীতিতে নামাজ ও ইবাদত বন্দেগীর প্রাণকেন্দ্র রূপে নির্ধারণ করা হয়েছে।

(১২) ইলিয়াসী তাবলীগ পন্থীগণ শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন না মোটেই। এমনও শোনা গেছে যে, তাদের মাধ্য কেউ কেউ তাদের সন্তানদেরকে বলে যান যে, তারা যেন আজীবন তাবলীগ পন্থী থাকে। অথচ, সকল মুসলমান ইসলামী শরীয়তের নির্দেশ মত জেহাদ, তাবলীগ, হজ্ব, জাকাত প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করতে সচেষ্ট।

সর্বোপরি ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াতের সৃষ্টি প্রচার ও প্রসারের দ্বারা ইসলামে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াসের পায়তারা দ্বারা নতুন ফের্কা সৃষ্টির অশুভ ইঙ্গিত বহন করে। কাজেই সুন্নী জামায়াতের নীতিমালা বহির্ভূত কোন নীতিমালার উপর ভিত্তি করে উত্তম কার্য সম্পাদন ছাড়া নাজাতের উপায় করা যাবে না। তাই ঐ পথ অতি তাড়াতাড়ি পরিহার করা অপরিহার্য।

---

# ইসলামী শরীয়তের পাঁচ মূলনীতি ও তাবলীগ জামায়াতের ছয় উছুল

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) আরব ভূমির কেন্দ্র হতে ইসলামের ডাক দিলেন। তাঁর (দঃ)-এর উপর নাযিল হল আল্লাহর পাক কালাম কোরআনুল কারীম। তিনি (দঃ) আল্লাহ্ পাকের নির্দেশিত পথে থেকে ধীরে ধীরে আরবদেশে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন। প্রথমাবস্থায় তাঁর (দঃ)-এর অনুসারীগণ বা সাহাবায়ে কেরামগণ অসংখ্য ইসলামী বিধি-বিধান নিজেরা পালন করে অন্যদের মাঝেও তা প্রচার করতেন। ইসলামী বিধি-বিধানের জটিলতা নিরসন করে জনসাধারণের কাছে উহা আরও অধিকতর সহজ-গ্রহণীয় করার জন্য একদল লোক প্রচার কার্যে নিয়োজিত রইলেন। উক্ত প্রচার কার্যে একটি সুনির্দিষ্ট মূলনীতি প্রতিষ্ঠা কল্পে একদা হযরত জিব্রাঈল আমীন (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটল। সেদিন হযরত নবী করীম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। এমনি সময় হযরত জিব্রাঈল আমীন (আঃ) তথায় উপস্থিত হয়ে নবীজি (দঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে আল্লার রাসূল! ইসলামের মূলনীতি কয়টি ও কি কি"? তদুত্তরে মহানবী (দঃ) বললেন, ইসলামের মূল নীতি পাঁচটি। যথা ঃ

(১) কালেমায়ে তায়্যেবা। অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ- এই কথা বিশ্বাস রাখা ও তদনুরূপ কার্য করা।

(২) সালাত বা নামাজ কায়েম করা। যেমন- ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা এ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ যথা সময়ে যথাযথ নিয়মে প্রত্যহ কায়েম করা।

(৩) রোজা পালন করা। যেমন- প্রতি বছর রমজান মাসের এক মাস সোবৃহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও ইন্দ্রিয় ভোগ থেকে বিরত থাকা এবং সেই প্রসংগে নিয়ত করা।

(৪) জাকাত প্রদান করা। যেমন- যে সব লোক নেসাব পরিমাণ মাল-

দৌলত বা অর্থের মালিক তারা সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ শতকরা আড়াই ভাগ দরিদ্রদের মধ্যে বিলি করে দেয়া বা দান করা।

**(৫) হজ্ব পর্ব পালন করা।** যেমন– জিলহজ্ব মাসের নির্দিষ্ট দিনে কতকগুলো নির্দিষ্ট ক্রিয়া কর্ম সম্পাদন করা। অর্থাৎ কাবাঘর তওয়াফ করা, আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা, এহরাম বাঁধা ইত্যাদি পালন করা।

এতদশ্রবণের পর হযরত জিব্রাঈল আমীন (আঃ) বললেন, "হ্যাঁ আপনি যথার্থই বলেছেন"। অতঃপর মহানবী (দঃ) উপস্থিত সমবেত জনতার নিকট হযরত জিব্রাইর (আঃ)-এর উপস্থিতি, প্রশ্নকরণ এবং সমর্থন সম্পর্কে আলোকপাত করলেন।

**হাদীস শরীফ ঃ** হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহই একমাত্র উপাস্য, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর হাবীব ও রাসূল, নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, আল্লাহর ঘরের হজ্ব পালন করা ও রমজান মাসের রোজা রাখা। (সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম)

বলা বাহুল্য, সেই থেকে ইসলামের মূলনীতি উক্ত পাঁচটি মূল নীতিতেই স্থির হয়ে গেল এবং এর বাইরে আর কোন মূলনীতি থাকতে পারে না। সুনির্দিষ্ট পাঁচ সংখ্যার মূলনীতির মধ্যে হেরফের সৃষ্টিকারী নিঃসন্দেহে অমুসলিম ও বেদ্বীন কিন্তু আফসুস! শেষ জামানার ফেরকা সৃষ্টিকারীদের হটকারীতা দেখে কি করে কত নিপুন ভাবে তারা ইসলামী শরীয়তের ভিতরে ফের্কার বীজ বপন করে যাচ্ছে। আমাদের এতদ্দেশে যে "তাবলীগ জামায়াত"-এর তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় এটিও সে পায়তারাই করে যাচ্ছে। পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন, তাবলীগ জামায়াতের মূল গ্রন্থ মলফুজাত' উক্ত গ্রন্থের নীতিমালা অনুযায়ী এ জামায়াত পরিচালিত হচ্ছে। এখানে উক্ত গ্রন্থের দুটি বিষয় মাত্র বিশ্লেষণের জন্য নির্ধারিত। যেমন–

**(১) মলফুজাত গ্রন্থে বলা হয়েছে–** যে ব্যক্তি তাবলীগ জামায়াতে অংশ গ্রহণ করে চিল্লা ইত্যাদি যথা নিয়মে পালন করে বা তাবলীগে বের হয়, সেই

ব্যক্তি এবং ব্যক্তিকে যে সাহায্য করে সেই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলে কাফের বা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন আকীদা বিশ্বাসী ব্যক্তি বলে পরিগণিত হবে।

(২) তাবলীগ জামায়াতের উছুল ছয়টি। অর্থাৎ তাবলীগের মূল নীতি ছয়টি। যেমন- (১) কালেমা। (২) নামাজ। (৩) আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হওয়া। (৪) একরামুল মুসলেমীন। (৫) এলেম ও যিকির। (৬) নিয়ত শুদ্ধ রাখা।

সহজ বাংলা ভাষায় তাবলীগ জামায়াতীর মূল নীতির ব্যাখ্যা হল এই ঃ (১) কালেমা অর্থাৎ কথাবার্তা বলা, চুপ করে না থাকা। (২) নামাজ পড়া, কায়েম করা নয়। (৩) সভ্যতা সততা। (৪) নম্রতা ভদ্রতা। (৫) শিষ্টাচারিতা। (৬) নড়াচড়া অর্থাৎ গাস্ত করা।

**হাদীস শরীফ ঃ** হযরত যিয়াদ নায়ীম আল হাজরামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক ইসলামে চারটি এবাদত মৌলিক ভাবে ফরজ করেছেন কেউ এর মধ্য হতে মাত্র তিনটি কাজ পালন করলে পূর্ণ ইসলাম পালনের দায়িত্বের দিক দিয়ে তা কখনও যথেষ্ট হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই সব কয়টি পালন না করবে। সেই ইবাদত চারটি হল নামাজ, যাকাত, রমজান মাসের রোজা ও আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্ব পালন। (মুসনাদে আহম্মদ)

তাবলীগ জামায়াতীরা এসবের মধ্যে কতটুকু হেরফের সৃষ্টি করে ৬ উছুল তৈরী করেছে তা ধর্মপ্রাণ পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করুন। যদি তারা এ অজুহাত করে যে, আমরা তো ঐ সব পাঁচ রোকনই পালন করি সে ক্ষেত্রে বলা হবে যে, আমাদের আপত্তি ৬ উছুলের উপর, মূলনীতি পলেনের উপর নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত দু'টি বিষয়েই ইসলামী শরীয়তের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ইঙ্গিত লক্ষ্যণীয়। কেননা, তাবলীগ সকল প্রকার লোকের জন্যই করণীয় বিষয় হওয়া যেমন স্বীকৃত নয়, তেমনি ইসলামী পঞ্চ বেনাতেও হেরফের ঢুকে পড়ার সম্ভাবনাময় কোন প্রকার মূলনীতি কোন সংগঠনের থাকাও সমীচীন হতে পারে না।

অতএব, বিরাট পাগড়ী ও আলখাল্লার ভিতরে ছারপোকা ঢুকে পড়লে যেমন তা রৌদ্রে পুড়িয়ে খাঁটি করে নিতে হয়, তেমনি আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, ইসলাম থেকে নানা আবর্জনা দূর করে খাঁটি ইসলাম বের করে আনার।

---

# তাবলীগ জামায়াতীর আমল-আখলাক

তাবলীগ জামায়াত বলতে কি বুঝায় এবং এর উদ্দেশ্য কি/ এতে কতটা ইসলামী জিন্দেগীর প্রতিফলন রয়েছে– সে সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সবিশেষ ওয়াকিফহাল নই। আমাদের সাধারণের বিশ্বাস যেখানে বহু তথা অগণিত মুসলমানের সমাবেশ সেখানে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী কথাটার সত্যতা যদিও সঠিক বা সত্য নাও হতে পারে।

দলবদ্ধ হয়ে মানুষকে ইসলামী জিন্দেগীর পথে আহবান করার পদ্ধতিগুলোর ব্যাপকতা থাকা সত্বেও কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে সে পথে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে আর যাই থাক পূর্ণাঙ্গ ইসলাম থাকা অস্বাভাবিক। সেখানেই ফুটে উঠে হযরত নবী করীম (দঃ)-এর নির্দেশিত ইসলামের সঠিক প্রতিফলন।

বস্তুতঃ ইসলামের মূল স্তম্ভ পাঁচটি। ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত। এর ভিতরই রয়েছে সম্পূর্ণ ইসলাম। ইসলামে যুদ্ধ করার যেমন নির্দেশ রয়েছে, তেমনই নির্দেশ রয়েছে অপরকে ইসলামের দিকে আহবান করার। নিজে একটি ইসলামী কথা সঠিক ভাবে অবগত হলে সেই কথাটি অন্য একজনের গোচরীভূত করা।

বর্তমানে তাবলীগ জামায়াতের কতিপয় লোক এমন কতকগুলো কার্য সম্পাদনে জোর দিয়েছে, যার উপর আমল করা মোটেই ফরজ নয়, অথচ ফরজ কার্যও অবলীলায় তাদের স্মরণ থেকে অনেক দূরে বিলীন হয়ে যায়। যেমন– হজ্ব পর্ব পালন করা, যাকাত আদায় করা ইত্যাদি ফরজ কাজ। অথচ বৃহৎ পাগড়ী পরিধান করা, লোটা কম্বল নিয়ে গৃহ ত্যাগ করা, মসজিদে মসজিদে অবস্থান করা ইত্যাদির দিকে বেশী জোর প্রদান করা যা তাদের জন্য ফরজ নয়।

তাবলীগ জামায়াতের মূল কিতাব মলফুজাতে লিখিত আছে, "যে ব্যক্তি তাবলীগ জামায়াতে বের হয় ও তাবলীগ জামায়াতে বের হওয়া লোকের সাহায্য করে তাদের ব্যতীত অন্য সকল লোকই কাফের। এ কথাটির সত্যতা অপ্রমাণিত। তাবলীগে বের হওয়া লোকজন টিলা কুলুখ, পাগড়ী ঈমান, নামাজ প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ে তৎপরতার জন্য সাধারণ মানুষ তাবলীগী লোকদের কার্য কলাপকে ইসলাম পরিপন্থী বলে মনে করেন না। কিন্তু এমনি ভাবে একটি জামায়াতের মাধ্যমেই ইসলামে নতুন ফেরকা সৃষ্টির সূচনা ঘটে। তাবলীগী লোকগণ কেবল তাদের মুরব্বীদের কথায়ই বেশী গুরুত্ব দেয়।

---

# তাবলীগ জামায়াতীর মসজিদ ব্যবহার নীতি

মৌলভী ইলিয়াস আজীবন সংগ্রাম করেও তার দ্বীনী ভাইদের জন্য ভারত উপমহাদেশর কাথাও ঠাঁই করতে না পেরে অগত্যা তিনি পবিত্র মসজিদ ব্যবহার করার ফরমান জারি করলেন। অতঃপর তাবলীগি অসভ্যরা মসজিদে প্রবেশ করতঃ রান্না-বান্না, খাওয়া দাওয়া পানাহার করা, বিশ্রাম করা, নিদ্রা যাপন ইত্যাদি সবকিছু অবাধে সম্পাদন করতে থাকে।

মৌলভী ইলিয়াস উক্ত নির্দেশটি তার গ্রন্থিত মলফুজাত এর ২০৭ নং ফরমানে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। তার ফরমানের বিশষ অংশ নিম্নরূপ।

* হে আমার তাবলীগী সভ্যরা! তোমরা অবাধে মসজিদ ব্যবহার করতে থেকো। মসজিদে নববীতে হযরত (দঃ)-এর বিবি বেটিরা বসবাস করতে পারলে তোমরা কেন গ্রাম-গঞ্জের মসজিদ সমূহে অবস্থান করতে পারবে না? বেঁচে থাকার তাগিদে তথায় রান্না-বান্না ও বিশ্রাম করা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ আমি দেখছি না।

* ইলিয়াস মেওয়াতী আরো বলেন– হযরতের মসজিদে নববীতে নামাজ পড়া ছাড়াও অন্যান্য দুনিয়াবী কর্ম সম্পাদন করা হত। যেমন– তালীম তরবিয়ত, দাওয়াতে দ্বীন এবং হযরত (দঃ) মসজিদে নববী হতে সেনাবাহিনী প্রেরণও করতেন।

অতএব তোমরা দ্বীনের দাওয়াত উপলক্ষে অবাধে নির্দ্বিধায় মসজিদ ব্যবহার করতে পার। উক্ত ফরমান জারি হওয়ার পর তাবলীগ জামায়াতীরা মসজিদে আহার, পানাহার, বিশ্রাম, নিদ্রা, যাপন, আলাপ আলোচনা রোগ চিকিৎসা সব কিছু সম্পাদন করতে লাগলো।

———

# মসজিদ ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

**হাদীস শরীফ ঃ** বোখারী, আবু দাউদ ও মেশকাত শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে হযরত ইয়ায়িশ বিন তেখফা (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত এক মহান প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পেটের ব্যথায় অস্থির হয়ে মসজিদে বিশ্রাম করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হয়ে নিজ পা ঠোকিয়ে আমার পিতার শরীরকে নাড়া দিলো আর বললো, এভাবে মসজিদে শয়ন করা আল্লাহ্ পাকের নিকট অপছন্দনীয় কাজ। তারপর আমি জাগ্রত হয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম যিনি তাকে পা দিয়ে নাড়া দিয়েছেন, তিনি হলেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মসজিদে শয়ন করা নিষিদ্ধ কাজ। মসজিদে শয়নকারীকে লাথি মেরে জুতা পেটা করে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব।

**একটি ঘটনা ঃ** একদা খলিফা আবু জাফর মনসুর বাগদাদ হতে মদীনায় আসেন। ইমাম মালেক (রঃ)-কে বললেন আমি বাগদাদ হতে এখানে আগমনের উদ্দেশ্য হল এই যে, আমি আপনার সাথে যে কোন বিষয়ে মুনাজিরা বা বিতর্কে লিপ্ত হতে চাই। ইমাম মালেক (রঃ) খলিফাকে বিতর্কে লিপ্ত হতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু শর্ত দিলেন যে, বিতর্ক অনুষ্ঠান মসজিদের বাইরে হতে হবে। কারণ মসজিদে মুনাজিরা বা তর্ক বহছ করা জায়েয আছে, তবে হৈ চৈ শোর, চিৎকার অবৈধ। খলিফা বললেন, কোন হৈ চৈ হবে না, আপনি মুনাজিরা বা বিতর্কের কাজ শুরু করুন। উভয়ের মুনাজিরা শুরু হল এবং দীর্ঘক্ষণ বিতর্ক চললো, শেষ পর্যন্ত উভয়ের কথা কাটাকাটির মধ্যে খলিফা শোর চিৎকার করে বলে উঠল, ইমাম সাহেব! আপনার কথা মানি না। ইমাম বললেন, আমার কথা মানেন বা না মানেন তা পরে দেখা যাবে, কিন্তু এখনই মসজিদে চিৎকার দেয়ার অভিযোগে আপনাকে শাস্তি পেতে হবে।

খলিফা আবু জাফর মনসুর বললেন– মসজিদে চিৎকার করলে শাস্তি পেতে হবে এই মর্মে আপনার নিকট কোন প্রমাণ আছে? ইমাম সাহেব বললেন, সেই প্রমাণ আপনার নিকটই রয়েছে। ইমাম সাহেব বললেন, হযরত আলী (রাঃ) মদীনা হতে খেলাফত আসন বাগদাদে কেন স্থানান্তর করলেন? খলিফা বললেন, হানাহানির ভয়ে। ইমাম বললেন, আপনি মদীনার প্রাণকেন্দ্র মসজিদে নববীতে চিৎকার দিয়েছেন ইহা শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদে শোরগোল চিৎকার হৈ চৈ যেমনি বৈধ নয়, তেমনি পানাহার, বিশ্রাম প্রভৃতি কাজ শরীয়ত সম্মত নয়। বৈধ অবৈধ কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে ইলিয়াসী তাবলীগীরা মসজিদকে তাবলীগ পন্থীদের আড্ডাখানা বানিয়েছে। তথায় রোগীর চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়ে হিন্দু ভাক্তার পর্যন্ত মসজিদে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে। মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন ও এতেকাফকারী রোজাদার ছাড়া অন্য কারো মসজিদ ব্যবহারের অনুমতি নেই।

**হাদীস শরীফ ঃ** 'মসজিদে হৈ চৈ করা নিষেধ অধ্যায়' বোখারী শরীফে হযরত সাবের বিন এজিদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, মসজিদে শয়ন করা এবং বসে বসে পরস্পরে আলাপ আলোচনা গল্প-গোজারী করা অবৈধ কাজ।

হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, একদা আমি মসজিদে বসে তন্দ্রা অবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ আমার শরীরের উপর একটি পাথরের কণা এসে পড়ল। কংকর নিক্ষেপকারী ছিলেন মহামান্য খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ দুইজন বিশ্রামকারী কারা? ওদেরকে জাগ্রত কর। আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম। তারা হযরত ফারুকে আজমকে দেখেই দিশেহারা হয়ে পড়ল। হযরত (রাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কে? কোথাকার বাসিন্দা? প্রতিউত্তরে উক্ত দুই ব্যক্তি বললো, হুজুর! আমরা তায়েফ হতে এসে ক্লান্ত হয়ে মসজিদে বিশ্রাম করতেছি। আমরা কোন অবৈধ উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা মদীনা নিবাসী না হয়ে কোন স্থানীয় লোক হতে, তা হলে আমি এ মুহূর্তে তোমাদেরকে বেত্রাঘাত করতাম।

হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, আমি ঐ দুই ব্যক্তিকে স্ব-সম্মানে মসজিদ থেকে বের করে দেই। উক্ত হাদীস দ্বারা একথা বুঝা গেল যে, মসজিদে শয়ন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্তমানের ইলিয়াস পন্থী তাবলীগিবৃন্দ যারা মসজিদকে দলীয় লোকদের আড্ডাখানা বানিয়েছে তারাও উক্ত হাদীসের মানদণ্ডে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য অপরাধী।

**হাদীস শরীফ ঃ** মসজিদে বসে গল্প করা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণে নিম্ন হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত নাফে (রাঃ) বলেন, একদা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এশার নামাজ শেষে বের হওয়ার সময় মসজিদে নববীতে হৈ চৈ শোর চিৎকার শুনতে পেলেন। কতিপয় লোক বসে তথায় আলাপ আলোচনা করছে। হযরত ফারুকে আজম তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে? তদুত্তরে তারা বললো, আপনি তো আমাদেরকে চেনেন, আমরা আরবের বনি সকিফ গোত্রীয়। হযরত ফারুকে আজম বললেন, মসজিদ এবাদত বন্দেগীর জন্য আছে, হাসি ঠাট্টা হৈ চৈ করার জন্য নয়। এ মুহূর্তে মসজিদ হতে বের হও।

(ওফাউল ওফা ৩৫৪)

মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী দেওবন্দ মাদ্রাসার পরিচালক মন্ডলীর প্রধান থাকা কালীন তার সমমনা দেওবন্দী ভ্রাতৃবৃন্দ তাকে বড় মুরব্বী উপাধিতে ভূষিত করেন। উক্ত ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী। বলতে কি, ইনিই এই 'মুরব্বী' শব্দটি বেশী প্রচার ও প্রসার বিস্তার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্তানবাসীগণ মুরব্বী শব্দটির সঙ্গে তেমন পরিচিত ছিল না। মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী কর্তৃক প্রচারিত উক্ত মুরব্বী শব্দটিই পরবর্তী কালে মশহুর হয়ে যায়। ইলিয়াসী তাবলীগে তো মুরব্বী শব্দটির সঙ্গে সকলেই পরিচিত।

"মুরব্বী" শব্দটিকে দেওবন্দী মৌলভীগণ এরূপ অর্থে ব্যবহার করছেন যে, যা সবিশেষ আপত্তিকর, এমন কি এ শব্দটির মাধ্যমে মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীকে নবী রাসূলগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন ঃ

মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর মৃত্যুর পর তার সম্পর্কে মর্শিয়া বা শোক গাথা রচনা করা হয়, তাতে বলা হয় ঃ

"খোদা উনকা মুরব্বী, ওহ্ মুরব্বী থে খালায়েক কে
উঠা আলমসে কুই বানায়ে ইসলাম কা ছানী"।

(মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী মর্শিয়া ১৩)

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তায়ালা ছিলেন রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর মুরব্বী, আর রশিদ আহাম্মদ ছিলেন সৃষ্টিকুলের মুরব্বী।

পৃথিবী হতে তিনি আকাশ জগতে উঠে গেছেন (অর্থাৎ রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী মরেননি বা অমর রয়েছেন) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রচারিত ইসলামকে ছহি শুদ্ধ করার দ্বিতীয় মহামানব ছিলেন তিনি (অর্থাৎ এখানে বুঝান হয়েছে যে, ইসলামে গলদ ঢুকে পড়েছিল যা তিনি বিদুরীত করে ইসলামকে সঠিক শুদ্ধ করে দিয়েছেন। অথচ ইসলাম প্রারম্ভিক কাল হতে আজ পর্যন্ত সঠিক শুদ্ধই রয়েছে, শুধু ভুল ব্যাখ্যাকারীগণ কর্তৃক যুগে যুগে অপব্যাখ্যার প্রয়াস চালান হয়েছে মাত্র। আর এই রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীও তাবলীগী দলেরই একজন উদ্যোক্তা ছিলেন মাত্র। তিনি মৌলবী ইলিয়াস মেওয়াতীকে দল গঠন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তাছাড়া রশিদ আহাম্মদকে এরূপ মহানবী (দঃ)-এর কর্ম ধারার একজন খাঁটি কর্মী হিসেবে আখ্যায়িত করার মত তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারীগণের একজন। তার রচনা সমগ্রে খোদাদ্রোহীতাই সুস্পষ্ট এবং নবী রাসূলগণকেও তিনি প্রকারান্তরে হেয় জ্ঞানই করে গেছেন।

* রশিদ আহাম্মদ ছিলেন সৃষ্টিকুলের মুরব্বী।
* রশিদ আহাম্মদ মরেননি, আকাশ পানে উঠে গেছেন।
* রশিদ আহাম্মদ মহানবী রাসূলে করীম (দঃ)-এর মত ইসলাম সংস্কারক ছিলেন।

শোকগাঁথা উর্দু কবিতায় মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী মোলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীকে মুরব্বী উপাধী ধারণ করিয়ে তাকে খোদার দরজায় পৌঁছিয়েছেন। ইহা কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াস পরিপন্থী কথা। কারণ মুরব্বী শব্দটি রব শব্দ

হতে এসেছে, যার অর্থ পালনকারী বা প্রভু। বিশ্ব মুসলিমের ঈমান আকীদা বিশ্বাস এই যে, নিরাকার প্রভুই বিশ্ব মানবমণ্ডলির পালন কর্তা বা প্রভু। রশিদ আহাম্মদকে মুরব্বী উপাধি ধারণ করানো বিশ্ব মুসলিমের ঈমান আকীদার উপর আঘাত হানারই নামান্তর এবং সাধারণ মুসলমানদের কোরআন, হাদীস, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ও আল্লাহ সম্পর্কে ভুল ধারণা দেয়ার একটি কুফুরী অপপ্রয়াস। প্রকাশ থাকে যে, একজন উর্দু পড়া হিন্দুস্তানী মৌলভীকে মুরব্বী ঘোষণা করা সাধারণতঃ কোরআনের উপর হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়।

বর্তমান সৌদী সরকার ৪৩০টি কোরআনের আয়াত বাদ দিয়ে এবং আরো বহু রদ বদল করে একটি নতুন কোরআন শরীফ প্রকাশ করেছেন। যা বাংলাদেশ ইসলামী ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশ করেছে। যা বর্তমান বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

তদ্রুপ আর্ট পেপারে মুদ্রিত আর একটি কোরআন শরীফ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে কোরআনের লক্ষ লক্ষ স্থানে (  ) আল্লাহ্ শব্দের উপর খাড়া আলিফ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে তথায় একটি যবর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। খাড়া আলিফ হীন আল্লাহ্ শব্দের সঠিক অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্ শাহেনশাহ্, একক নন। আলাহ্ পাকের সাথে আরো অনেক সহযোগী আলাহ্ রয়েছে। যেমন– দেওবন্দী ওহাবী মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী আল্লাহ্ পাকের সাথে সৃষ্টিকুলের মুরব্বী সহযোগী রয়েছেন।

১৯৯২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার বাবরী মসজিদ-এর গম্বুজ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ধ্বংস করার ঘটনার প্রতিবাদ করা হল। অথচ মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীকে আল্লাহ্ রূপে ঘোষণা করা হল, কোরআন মজিদকে ছাঁটকাট করে নতুন কোরআন জন্ম দেয়া হল, এখানে তো এতদ্দেশী কোন ওহাবী সুন্নী আলেমরা টু'শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। বরং ওহাবী আলেমরা সৌদী আরব হতে প্রকাশিত বিকৃত কোরআনকে বিনামূল্যে পেয়ে গোপনে গোপনে সংগ্রহ করছে।

রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী মৃত্যু বরণ করলে তার সম্বন্ধে শোক গাঁথা কবিতায় দেওবন্দী আলেমেরা বলেছেন ঃ তিনি অমর, তিনি আকাশ পানে উঠে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যদি এমন হয়ে থাকেন তাহলে তাকে মাটিতে কবরস্ত করা হল কেন? নাউজুবিল্লাহ্ পরিকল্পিত খোদার কি মরণ সম্ভব?

বোখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (দঃ) বলেছেন, **অহিয়্যু কুম** মেছলী অর্থাৎ আমার তুল্য কোন মানুষ হয়নি এবং হবেও না কিন্তু দেওবন্দী

ওহাবী আলেমরা বলেন, আমাদের মুরব্বী মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব হযরত মোহাম্মদ (দঃ)- র তুল্য হয়ে জন্ম নিয়ে ছিলেন। সে জন্য গঙ্গুহীকে রাসূল (দঃ)-এর সাথে তুলনা করা যায়। ইহা তার পদমর্যাদা বিশেষ, অথচ মহানবী (দঃ) ছিলেন স্ব-শরীরে নূরের তৈরী। তাঁর সাথে কোন মানুষের তুলনা করা অসম্ভব।

**জেধার কো আপ মায়েল থে ওধার হি হক ভি দায়ের থা,**
**মেরে কেবলা মেরে কা'বা থে হক্কানী ছে হক্কানী।**

অর্থাৎ- রশিদ আহাম্মদ সাহেব যেদিকে ধাবিত হতেন সেদিকে মহান আল্লাহও ধাবিত হতেন। (এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাক স্বয়ং রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর মোহতাজ ছিলেন)।

তদ্রূপ রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব দেওবন্দী আলেমদের নামাজের কেবলা ছিলেন। (অর্থাৎ দেওবন্দী আলেমেরা মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীকে কেবলা জ্ঞান করে নামাজ পড়ত)। বায়তুল্লাহ শরীফ তাদের কেবলা ছিল শুধু নাম মাত্র। কারণ রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী আল্লাহ পাকের চেয়েও অধিক হক্কানী ছিল। সেহেতু তাকে কেবলা জ্ঞান করে দেওবন্দী আলেমরা নামাজ পড়তেন।

উপরোল্লিখিত উর্দু কবিতাটি মাহমুদুল হাসান ছদরে দেওবন্দ রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর শোক বাণীতে আবৃত্তি করে ছিলেন। এর আগের (মুরব্বী সম্পর্কিত) কবিতাটির মধ্যে রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীকে মহানবী রাসূলে করীম (দঃ)-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর অত্র কবিতাটিতে রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীকে আল্লাহর সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেহেতু রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী খোদায়ী এবং নবুয়ত দাবী করে ছিলেন। মোট-কথা তাবলীগী জামায়াতের বড় মুরব্বী ছিলেন স্বয়ং রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী। তদ্রূপ দেওবন্দী আলেমদের কেবলাও ছিলেন রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী। দেওবন্দীরা আল্লাহ পাক ও হযরত রাসূল করীম (দঃ)-এর আদৌ তোয়াক্কা করত না।

---

# রশীদ আহাম্মদ মুরব্বী সম্পর্কে দেওবন্দী ওলামা-মাশায়েখদের ভুল ধারণা

সৃষ্টি কুলের মধ্যে দু'টো পদমর্যাদা শরীয়ত স্বীকৃত। প্রথম আম্বিয়া (আঃ) এবং দ্বিতীয় আওলীয়া কেরাম। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যেমনি আম্বিয়া কেরামদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তেমনি গাওসুল আজম মুহিউদ্দীন হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) আওলীয়া কেরামদের মধ্যে শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন।

মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব আওলীয়া কেরামদের পদমর্যাদার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি নিজের জন্য 'ওলীর' মর্যাদার স্থানে মুরব্বী পদবী আবিষ্কার করেন। মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর মৃত্যুর পর ছদরে দেওবন্দ জনাব মাহমুদুল হাসান তাকে (রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীকে) মুরব্বী ঘোষণা দেন আর প্রত্যেক দেওবন্দী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সম্পর্কে নিম্ন ধারণা পোষণ করতেন।

(১) দেওবন্দ মাদ্রাসার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী বিশ্ব মানব কুলের মুরব্বী ছিলেন। মুরব্বী অর্থ প্রভু ও পালন কর্তা।

(২) মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী হযরত ঈসা নবী (আঃ)-এর মত জীবিত অবস্থায় আকাশ পানে উঠে যান। অর্থাৎ তিনি অমর চীরঞ্জীব ছিলেন।

(৩) মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এর মত নূরানী সত্বা ছিলেন।

(৪) মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব দেওবন্দী ওলামা মাশায়েখদের মধ্যে তাকে স্মরণ করা হত।

(৫) মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেবকে দেওবন্দী আলেমরা আল্লাহ পাক হতেও অধিক হক্কানী ও সত্যবাদী জ্ঞান করতেন।

(৬) মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেবের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হল এই যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন, এই নতুন বদ কথাটি তার নিজেরই আবিষ্কার।

(৭) মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গুঙ্গুহী বলেছেন– নমরুদ, হামান, সাদ্দাদ ও আবু জেহেলকে পর্যন্তও আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারবেন।

মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী হিন্দুস্থানের বড় মুরব্বী। তিনি দেওবন্দী ওলামাদেরকে দেওবন্দ মাদ্রাসা ও দেওবন্দী মাযহাব উপহার দিয়ে গেছেন। এবং মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীকে উপহার দিয়ে গেছেন তাবলীগ জামায়াত। তাবলীগ জামায়াতের প্রামাণ্য আদর্শ হলেন মুরব্বী মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী। সে জন্য তাবলীগ জামায়াতীরা অভিযানের সময় বলে থাকেন মুরব্বীগণ এমন বলেছেন তেমন বলেছেন। (নাউজুবিল্লাহ)

মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী জনাব রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীকে কুতুবে আলম ঘোষণা করেছেন। সাধারণতঃ কুতুব বলা হয় ঐসব আওলীয়া কেরামদেরকে যাঁরা পৃথিবীর যাবতীয় সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত থাকেন। ইলিয়াস মেওয়াতী গঙ্গুহীকে পৃথিবী বিচরণকারী প্রভু রূপে বিশ্বাস করতেন এবং অমর আকীদা পোষণ করতেন।

২০৫ নং মলফুজাতে মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী একটি মিথ্যা ঘটনার কথা উৎসারিত করে বলেন– আমি ও আমার ভাই মৌলভী ইয়াহইয়া উভয়ই মুরব্বী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর ভক্ত ছিলাম। তিনি মৃত্যু বরণ করার পর আমার ভাই মৌলভী ইয়াহইয়া পীর সাহেবকে এক নজর দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেল। একদা সে ঘরের দরজা খুলে গঙ্গুহীর বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলে পিছন ফিরে খোলা দরজায় গঙ্গুহীকে স্বশরীরে বসা দেখতে পেলেন। এ কথায়ই গঙ্গুহীর অমর হওয়ার লক্ষণ বুঝা যায়। (মলফুজাত ২০৫)

---

## রশীদ আহাম্মদ মুরব্বীর অমরত্বের দাবী

এমদাদুস্ সলুক পুস্তকে ৯ম পৃষ্ঠায় রশীদ মুরব্বী নিম্ন বাক্যগুলো প্রকাশ করেছেন ঃ

(১) হে তাবলীগী ভাইয়েরা! আমি সদা-সর্বাদা অমর থাকবো। এবং আমার রূহ্ সর্বস্থানে বিচরণ করবে। এইরূপ না হলে তোমাদের খোঁজ খবর ও রক্ষণাবেক্ষণ কে করবে?

(২) যখনই বিপদ আসবে আমাকে ডাকবে। আমার কলব তোমাদের প্রতি গাঁথা রয়েছে।

(৩) আমি মুশকিলকুশা এবং হাজাত রাওয়াও বটে।

---

## রশীদ আহাম্মদ মুরব্বীর নবুয়ত দাবী

গঙ্গুহী তাজকিরাতুর রশীদ পুস্তকে নিম্ন বাক্যগুলো উচ্চারণ করেন ঃ

(১) হে ভক্তগণ! আমার মুখ হতে যে সব কথা বের হয় তা সত্য কথা। অন্যরা যা বলে তা ডাহা মিথ্যা ও অসত্য।

(২) আমি খোদার কছম করে বলছি যে, হাল জামানায় হেদায়েত ও নাজাত আমার ইত্তেবা অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে ইলিয়াসী তাবলীগী জামায়াত রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহীকেই তাদের মুরব্বী বলে ধ্যান ধারণা করে অনুসরণ করে চলেছেন। যেমন- তারা বলে থাকেন- মুরব্বীরা এমন বলেছেন, তেমন বলছেন কিন্তু ঐ মুরব্বী কে? তা বলেননি।

---

## রশদি আহাম্মদ মুরব্বীর কুফরী কালামের একাংশ

মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী ছিলেন তাবলীগী মাযহাবের হোতা ও মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীর বড় মুরব্বী ও শেখ। এই বড় মুরব্বীর কয়েকটি জ্বলন্ত কুফরী কালাম নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

(১) আল্লাহ্ মিথ্যা উক্তি করতে পারেন।

(২) হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর মত মানুষ আবারও সৃষ্টি হতে পারে।

(৩) মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) অন্যান্য মানুষের মতই সাধারণ মানুষ ছিলেন। আর গঙ্গুহী ছিলেন অতুলনীয় মানুষ।

(৪) মহানবী (দঃ)-এর শানে প্রচলিত মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান করা নিকৃষ্ট বেদআত ও অবৈধ কাজ।

(৫) আবু জেহেল, আবু লাহাব, ফেরাউন, নমরূদ, হামান প্রমুখদেরকে আল্লাহ্ পাক মাফ করে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাতে পারেন। তার ক্ষমতা রহিত হয়নি।

উপরোক্ত কুফরী কালামগুলো ব্যক্ত করেছেন মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী আর সমর্থন দিয়েছেন মৌলবী ইলিয়াস মেওয়াতী ও আরো অনেক দেওবনদী আলেম। (ফতুয়ায়ে রশীদিয়া)

---

# ধাপে ধাপে মেওয়াত গ্রামে ইলিয়াস মেওয়াতীর তাবলীগী অভিযান

**প্রথম অভিযান ঃ**

ইলিয়াস দেওবন্দী তার স্বপ্নে প্রাপ্ত তাবলীগ প্রচারে পটভূমিকায় মেওয়া গ্রামে উপস্থিত হলে গ্রামবাসী তাকে ঘিরে ফেলে জিজ্ঞাসা করতে লাগল কিছুদিন আগে আপনাকে এ স্থান হতে বিতাড়িত করা হয়েছিল, এখন আপ পুনর্বার কেন এসেছেন? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, আমি এবার স্বপ্নে প্রা তাবলীগ প্রচার করার জন্য আসিনি, বরং আমার আগমণ করার উদ্দেশ্য হলে মেওয়াত গ্রামের জ্বিন, ভূত ও দেও-দানবের আগ্রাসন হতে মেওয়াতবাসীদেরকে রক্ষা করা। তিনি কিছুদিন পর্যন্ত জ্বিন ভূত তাড়ানোর কাজ করার পর হঠা একদিন গোপনে দেওবন্দ মাদ্রাসায় চলে গেলেন। মেওয়াতবাসীগণও তার সা কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করেনি।

**দ্বিতীয় অভিযান ঃ**

প্রথম অভিযানে মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী তার পরিকল্পিত তাবলী প্রচারে ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয়বার মেওয়াত প্রত্যাবর্তন করেন। তার সফর সঙ্গী ছি সাহারানপুর, দেওবন্দ ও রায়পুরের বড় বড় আলেম মাশায়েখগণ। এদের সাহা সহযোগীতা পাবার জন্য মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতবাসীদের উদ্দেশ্যে দুই প্রস্তাব পেশ করলেন।

প্রথম প্রস্তাবে ছিল "গাশ্ত" করা। অর্থাৎ উপস্থিত মাশায়েখ বৃন্দদের নিয়ে এক যোগে গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় ঘোরপাক দেওয়া।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল– চিল্লাতে আবদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ বৈরাগীদের মত পরিব পরিজন ও ঘর সংসার ত্যাগ করে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্যত্র কোথাও চ যাওয়া।

উক্ত দু'টি নির্দেশ মেওয়াতবাসীরা প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল যে, কোরআন হাদীস পরিপন্থী বৈরাগ্য নীতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমরা ইহা না। ইহা সাধারণ ধ্যান-ধারণা মতে অবৈধ কাজ। (৮৫ নং মলফুজা

তৃতীয় অভিযান ঃ

মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী প্রথমবারের ন্যায় দ্বিতীয় বারেও মেওয়াত বাসীদের নিকট বিতাড়িত হয়ে পুনরায় তৃতীয়বার মেওয়াতে আগমণ করলেন। এবারেও তার সাথী সঙ্গী ছিল কতিপয় বড় বড় দেওবন্দী আলেম। তারা শুধু বেহেশত ও দোযখের ওয়াজ নছিহত করে জনসাধারণদেরকে বেহেশতের শান্তির কথা এবং দোযখের শাস্তির কথা শুনাতেন এবং বলতেন যে, যদি তোমরা বেহেশতে যাওয়ার ইচ্ছা রাখ এবং দোযখের শাস্তি হতে নিস্তার চাও, তা হলে একটি মাত্র পথ আছে, আর তা হল তাবলীগ জামায়াতে দাখিল হওয়া। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।

ইলিয়াসের কথার হাবভাবে মেওয়াতবাসীরা প্রতিবাদ করে বলল যে, আমরা পরকালে বেহেশত- দোযখ যাই পাই না কেন, এটা নিয়ে আপনার এত মাথা ব্যাথা কেন? আমরাতো আপনার স্বপ্নে পাওয়া তাবলীগ বিশ্বাস করি না। আপনি আপনার দলবলসহ মেওয়াত গ্রাম ছেড়ে চলে যান। মৌলভী ইলিয়াস ইহাতে একটু গোড়ামী করায় মেওয়াত বাসীরা তাকে ঘাড় ধরে মেওয়াত গ্রাম হতে বের করে দিল।

চতুর্থ অভিযান ঃ

মৌলভী ইলিয়াস তৃতীয় অভিযানে ব্যর্থ হওয়ার পর চতুর্থবার পুনরায় মেওয়াত গ্রামে আগমন করে বলতে লাগলেন যে, মেওয়াতবাসীদের কোন নেক আমলই আল্লাহ্ পাক কবুল করছেন না। কারণ আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো তাবলীগে বিশ্বাসী হওয়া। যারা তাবলীগ পন্থায় বিশ্বাসী হবে না তারা অনন্তকাল দোযখে জ্বলবে। ইহা শ্রবণ করে মেওয়াতবাসীগণ আগের তুলনায় অনেক বেশী ক্রোধান্বিত হয়ে মৌলবী ইলিয়াসকে মেওয়াত হতে চিরদিনের জন্য বহিষ্কার করে দিলেন। তারপর মৌলভী ইলিয়াস আর কোন দিন মেওয়াত গ্রামে প্রবেশ করতে সাহস করেনি।

**পঞ্চম অভিযান ঃ**

পঞ্চম অভিযানের পটভূমিকায় ছিল কতিপয় সাধারণ তাবলীগ বৃন্দ। তারা মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীর নির্দেশ মোতাবেক ওলামায়ে আহলে সুন্নতের নিকট গিয়ে অত্যন্ত ভদ্রতা নম্রতা প্রকাশ করে বললো, আমাদেরকে মৌলভী ইলিয়াস তাবলীগ প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনাদের সহযোগীতা কামনা করি।

সুন্নী ওলামাগণ জিজ্ঞাসা করলেন আপনাদের মেওয়াত গ্রামে তাবলীগ অভিযানের খবর কি? তদুত্তরে তাবলীগী সদস্যরা বললো, মেওয়াতীদের কথা বলবেন না, তারা বেদ্বীন মুশরিক হতে অধম। তারা এখনও গাভীর গোবরের পূজা পাঠ করে। যাহোক সুন্নী ওলামারা জিজ্ঞেস করলেন ইলিয়াস সাহেব যে তাবলীগ জামায়াত গঠন করেছেন তার মূল উৎস কি? তাবলীগী সভ্যরা বললো, তাবলীগ এর মূল উৎস হল যে, আমাদের ইলিয়াস সাহেব স্বপ্নযোগে কতিপয় ধর্মীয় নির্দেশ উদ্‌ঘাটন করেছেন তা বিশ্বাস করে আমরা তাবলীগ অভিযানে নেমেছি। সুন্নী ওলামারা বললেন, স্বপ্নে প্রাপ্ত তাবলীগ সঠিক নয়, তাই আপনারা এখন হতে ইসলামী তাবলীগ করুন। (১৬৩ নং মলফুজাত)

---

## কুফরী কল্যাণ সমিতির তিন সদস্য বিশিষ্ট দল

ইসলাম ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কুফরীয়তের বীজ বপন করার মানসে যে ক'জন ব্যক্তিত্ব প্রাণ উৎসর্গ করে গেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নিম্নোক্ত তিন ব্যক্তি ঃ

(১) মৌলভী মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী।

(২) মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী।

(৩) রাজপুত মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী।

উপরোক্ত তিন ব্যক্তির মতবাদের গ্রন্থাবলী ও মতবাদ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হল। এখন পাঠকগণ জানতে পারবেন যে, সত্যই কি তারা মুসলমান ছিল না অমুসলমান বিধর্মী ছিল।

(১) মৌলভী মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর "ওহাব" নাম হতে ওহাবী মতবাদের সূত্রপাত হয়। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ঃ

(ক) কিতাবুত তাওহীদ (মৌলবাদ গ্রন্থ)।

(খ) কাশফুস শোবহাত (ইসলাম পরিপন্থী আকীদা গ্রন্থ)।

(২) মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী-তিনি ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসার একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বড় মুরব্বী ছিলেন। তিনি মূলতঃ ওহাবী মতবাদে বিশ্বাসী হলেও পরবর্তী কালে ইলিয়াসী তাবলীগের একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। কেননা, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ওহাবী মতবাদের চেয়ে ইলিয়াসী তাবলীগি মতবাদ অতি সহজে প্রসার লাভে সক্ষম হবে। তার উল্লেকযোগ্য গ্রন্থ হল ঃ

(ক) ফতুয়ায়ে রশীদিয়া।

(খ) তাজকেরাতুর রশীদ।

এই সকল গ্রন্থে তিনি আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূল (দঃ)-এর অবমাননাকর উক্তি করতেও দ্বিধা করেননি।

(৩) মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী তার স্বপ্নে প্রাপ্ত মতবাদের নাম দিয়েছেন

"ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াত"। তিনি নিজে তেমন শিক্ষিত ছিলেন না। তবে তার নামের একটি তাবলীগী গ্রন্থ রয়েছে। যার নাম 'মলফুজাত' "তাবলীগি নেসাব" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন জনৈক জাকারিয়া নামক এক ব্যক্তি। তার অনুসারীগণ উক্ত গ্রন্থটিকে কোরআন তুল্য জ্ঞান করেন এবং গিলাপ আবৃত করে রাখেন।

## ওহাবী মতবাদের বৈশিষ্ট্য

ওহাবী মতবাদের প্রবর্তক মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী তার মতে ইসলামে ভেজাল ঢুকে পড়েছে। তাই তিনি উহাকে ভেজাল মুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তিনি ইসলামের সংস্কারক বলে দাবী করেছেন। অথচ, ইসলাম আল্লাহ্ পাকের মনোণীত ধর্ম যা মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) স্বয়ং প্রচার করেছেন। এর সংস্কারের কোনই প্রয়োজন নেই এবং একে সংস্কার করার ক্ষমতাও কারো নেই।

১। মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজ্দী তার রচিত "কাশফুস শোবহাত"-এ বলেছেন ঃ

(১) মহানবী (দঃ) কাবা ঘরের মূর্তি ভাঙ্গার হুকুম দিয়ে ভুল করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) প্রথম মূর্তি ভঙ্গনকারী চরম দোষী ব্যক্তি। (নাউজুবিল্লাহ্)

(২) মহানবী (দঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার হুকুম দিয়ে সঠিক কাজ করেননি। তাঁর এই হুকুম ছিল মানবীয় ভ্রান্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি কাজ।

উক্ত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ছিলেন প্রকৃতপক্ষে কুফর পন্থী। তিনি আরো বলেছেন ঃ

(৩) কাফেরগণও প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক। কেননা তারাও এক আল্লাহর বিশ্বাসী (মৌলবাদী) ছিল।

---

## বড় মুরব্বী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর বৈশিষ্ট্য

মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী ছিলেন ওহাবী মতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা। ভারত উপমহাদেশে ওহাবী মতবাদ প্রসারে তার অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি তার ফতুয়ায়ে রশীদিয়ায় বলেছেন ঃ

(২) মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ছিলেন মুত্তাকী, পরহেজগার, দ্বীনদার, ঈমানদার ও ইসলাম ধর্মের সংস্কারক। অন্যদিকে ১৪৭ নং মলফুজাতে ইলিয়াস সাহেব পাল্টা ফতুয়া দিয়ে মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহীকে সংস্কারক ও পৃথিবী রক্ষক হিসেবে ঘোষণা দেন।

(৩) মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী তার রচিত গ্রন্থ ফতুয়ায়ে রশীদিয়ার ৫৪৫ নং পৃষ্ঠায় কুফরী ধর্মের সমর্থনে ফতুয়া জারী করেছেন।

**"কাফেরোঁ ছে লড়না হারগেজ দুরস্ত নেহি"**

গঙ্গুহী সাহেব বলেছেন, যদি কোন কাফের মসজিদ ভেঙ্গে তথায় মন্দির তৈরী করতে চায় তবুও উক্ত কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যাবে না বা তাদেরকে বাঁধা দিতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করলে সে শহীদ হবে না। এ ক্ষেত্রে শুধু সরকারের নিকট সুবিচার প্রার্থী হতে হবে। সম্ভবতঃ ১৯৪৯ সালে বাবরী মসজিদে মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯২ সালে উক্ত মসজিদ সমূলে উৎপাটিত করে তথায় পূজা অর্চনা আরম্ভ করার অনুপ্রেরণা ধর্মান্ধ মৌলবাদী হিন্দুরা এখান থেকেই পেয়েছে। গঙ্গুহী সাহেব তাজকেরাতুর রশীদ গ্রন্থে বলেছেন ঃ

**"ইছ জামানা মে হেদায়েত আওর নাজাত মওকুফ হায় মেরী ইত্তেবা পর"**

অর্থাৎ- "এ জামানায় হেদায়েত বা নাজাত আমাকে অনুস্মরণের উপর নির্ভরশীল"।

উপরোক্ত কথায় বুঝা যায়, গঙ্গুহী সাহেবের নিজস্ব একটি ধর্মবাদ ছিল। তিনি নবুয়ত দাবী না করলেও উক্ত কথায় বুঝা যায়, তিনি তার অনুসারী তাবলীগ জামায়াতী দ্বীনী ভাইগণের নাজাতের উসিলা হিসেবে নিজেক ঘোষণা করছেন।

---

# মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীর তেলেসমাতী

মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী– তিনি ছিলেন বর্তমান "তাবলীগ জামায়াত" এর প্রতিষ্ঠাতা। তার জন্মস্থান ছিল ভারতের মেওয়াত নামক গ্রামে। তিনি ছিলেন দেওবন্দী আলেমগণের পেশওয়া মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর বড় শাগরেদ ইসলামে সূক্ষ্মভাবে ছয় উছুলের একটি নতুন দ্বীন কায়েমের মানসে তাবলীগী দ্বীন কায়েমের মানসে তিনি তাবলীগী দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন। তার ছয়টি উছুল নিম্নরূপ ঃ

যথা ঃ (১) কালেমা। (২) নামাজ। (৩) সফর ফি সাবিলিল্লাহ। (৪) একরামুল মুসলেমীন। (৫) এলেম ও যিকির এবং (৬) তাছহীহে নিয়ত।

ইলিয়াস মেওয়াতীর মুলনীতি সম্পাদন দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি এ নীতিগুলো শুধু বাঙ্গালী জাতির জন্য প্রনয়ণ করেননি।

ইলিয়াস মেওয়াতীর এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ওহাবী মতবাদের আকায়েদ সুন্নীগণের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটানো নজদী ফেতনাকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করা এবং আধিপত্য বিস্তার ও প্রভূত্ব স্থাপন করে সুন্নীদিগকে মুশরিক জ্ঞানে হত্যা করা।

ইলিয়াসী বেনা বা উছুলের সাথে ইসলামের পাঁচ বেনার কোনরূপ সম্পর্ক নেই। ইসলামের পাঁচ বেনা হল নিম্নরূপ। যথা ঃ

(১) কালমায়ে শাহাদাত। (২) নামাজ কায়েম। (৩) রোজা পালন। (৪) হজ্ব আদায় ও (৫) যাকাত প্রদান।

তাবলীগ জামায়াতীরা ধোকা দেয়ার জন্য ইসলামের মূলনীতি হতে দু'টি বেনা নিয়েছে। তাবলীগ জামায়াতের আকীদাগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) ইলিয়াসের তাবলীগী পন্থীরাই একমাত্র মুসলমান, অপর সকল মুসলমানগণ কাফের। (মলফুজাত ৪৬ পৃঃ)

(২) তাবলীগ জামায়াতের চিল্লা– আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ও কতল হতে শ্রেয়। (মলফুজাত ১২৩ পৃঃ)

---

# তাবলীগ জামায়াতীর "চিল্লা" মাজেযা

কবিতা ঃ বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়–

মানবের তরে আমি বাঁচিবার চাই। – কাজী নজরুল ইসলাম

বর্তমানে এতদ্দেশে সর্বত্র মশহুর "তাবলীগ জামায়াত"-এর প্রধান নির্দেশক গ্রন্থ "মলফুজাত"-এ বলা হয়েছে ঃ

"তাবলীগ জামায়াতের 'চিল্লা' মুসলমানদের ইসলামী যুদ্ধ (কতল) বা জেহাদ হতে শ্রেয়"। (মলফুজাতে– ইলিয়াস মেওয়াতী ৬৭/৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

জেহাদ বা ধর্ম যুদ্ধের নির্দেশক হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আরামীন। উক্ত জেহাদের প্রবর্তন ঘটান প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং এই জেহাদ পালন করেন হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-গণ। ইসলামী শরীয়তে সর্ব প্রথম জেহাদ বা ধর্ম যুদ্ধ হয় কাফেরদের বিরুদ্ধে। কোরআনুল কারীমে এ প্রসংগে বদর, অহুদ, খায়বর ও মক্কা বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। আবশ্যকীয় যুদ্ধ সম্পর্কে হাদীস শরীফেও বর্ণনা রয়েছে। ধর্ম যুদ্ধ ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ্ ও মহানবী রাসূলে পাক (দঃ)-এর শরীয়তের বিধান। এ বিধানে ইসলাম অবিশ্বাসীগণ নিশ্চিত কাফের এবং ধর্মচ্যুত। কেননা,

নর-নারীর উপর জেহাদ ফরজ বলে প্রমাণিত হওয়ার পর উহা ঘোষিত হলে যদি কেউ এতে অনীহা বা অনাগ্রহ প্রকাশ করে বা উক্ত ফরজ হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বা উক্ত ফরজকে প্রকাশ্য অমান্য করে অথবা এমন কোন কার্য কলাপ প্রদর্শন করে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, সে উক্ত ফরজকে অস্বীকার করছে, তবে উক্ত ব্যক্তি নিশ্চিত মুনাফেক। এ ব্যক্তিকে তখন চিহ্নিত করতে হবে এবং তাকে তখনই হত্যা করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হবে।

মৌলভী ইলিয়াস কোরআন হাদীসে বর্ণিত ইসলামী ফরজ জেহাদ বা যুদ্ধের বিরুদ্ধে মন্তব্য করার পর পরবর্তীতে দ্বিতীয় মন্তব্যটি করেন ঃ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মোজতবা (দঃ)-এর মদীনা হিজরতের বিরুদ্ধে। এক কথায় তিনি মন্তব্য করেন যে, হিজরতের সাওয়াব [illegible] তার রচিত তাবলীগের চিল্লায়

বসলে সাওয়াব বেশী হবে। হিজরত বিরোপ মন্তব্য করার কারণে সুন্নী ওলামা ইলিয়াসকে ধর্ম অবমাননাকারী রূপে ফতুয়া দিয়েছেন।

(মলফুজাত ৬৮ পৃষ্ঠা প্রথম লাইন)

মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী হত্যাযোগ্য অপরাধী এবং তা এই জন্য যে, কোরআন হাদীসে বর্ণিত ফরজ জেহাদকে অস্বীকার করে ফতুয়া জারী করেছে সে এমন দৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করেছে যে, ইসলামী জেহাদ হতে তার তাবলীগী চিল্লা শ্রেয়। ইসলামী শরীয়তের ফেকাহ্ কিতাবের মানদণ্ডে উক্ত ইলিয়াস নিশ্চিত কাফের। সে তার নিজস্ব- নীতি- প্রণীত তাবলীগ অভিযানে নিজ নেতৃত্বে স্বয়ং নিজেই সর্ব প্রথম মেওয়াত গ্রামেই বহির্গত হন। তার প্রথম অভিযানে মেওয়াতবাসী কর্তৃক প্রবল ভাবে বাধাগ্রস্ত হন। বলতে কি, উক্ত অভিযানে তার পদদ্বয় ভেঙ্গে দেয়া হয়। কিন্তু তার সেই দিনের অভিযানের জের আজ অবধি চলছে। মেওয়াতবাসীগণ সেদিন হতে তাকে লেংড়া মেওয়াতী বলেই ডাকতেন।

বর্তমানে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও বিশ্বের অন্যান্য বহু স্থানে এই শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক একস্থান হতে অন্য স্থানে তাবলীগের "চিল্লা" দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের বাৎসরিক মহাসম্মেলন বা "বিশ্ব এজতেমা" সংগঠিত হয় বাংলাদেশের রাজধানীর সন্নিকটস্থ টঙ্গীর শহরে। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এসে জড়ো হয়। দু'মাসের প্রস্তুতিতে তিন দিন চলে এই এজতেমা। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয় এখানে। এ সম্মেলনের বিশেষ আকর্ষণ হল "আখেরী বা শেষ মোনাজাত"। অর্থাৎ সম্মেলনের শেষ দিন অনেক সময় ধরে যে মুনাজাত হয় এবং যাতে লক্ষ লক্ষ লোক মোনাজাতে অংশগ্রহণ করে ও তাতে দোয়া কবুলের বিশ্বাস রাখা হয়- তাকেই বলা হয়েছে "আখেরী মুনাজাত"।

এতদ্দেশের আওয়াম উম্মি সমাজ মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীর তাবলীগ জামায়াতে উত্তরোত্তর অধিকতর হারে যোগদান করছে। তাছাড়া টঙ্গীর শিল্প এমনিতেই একটি শিল্প নগরী এলাকা, এখানে বহু শ্রমজীবী কর্ম জীবী মানুষের বাস। যাদের শিক্ষা-দীক্ষা তেমন না থাকলেও ধর্মীয় সমাবেশের নামে উৎসাহ

প্রাণ। তারা নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত নিবেদিত করতে কসুর করেন না ইসলামের নামে। কিন্তু আফসুস! যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের মনে ইসলামের সঠিক ধারণা জন্ম দিয়ে দিতেন তাহলে কতই না মঙ্গল হতো!

ভারতীয় উপমহাদেশের মশহুর আলেম মৌলভী আশরাফ আলী থানভী যেরূপ তার ভাই বকর আলী থানভী (যিনি ছিলেন ইংরেজদের গোয়েন্দা) কর্তৃক ইংরেজ সরকারের মঞ্জুরীকৃত মাসিক হাদীয়া মাসোহারা ছয় শত টাকা গ্রহণ করত। তেমনি মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীও অনুরূপ মাসিক মাসোহারা উপঢৌকন ছয় শত টাকা করে ইংরেজ সরকার হতে মঞ্জুরী পেতেন। আর এ অর্থেই তিনি গড়ে তুলেন ইসলামী শরীয়তের মধ্যে বিভ্রান্তিমূলক সংগঠন ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াত। অবশ্য এ সুদুর প্রসারী চিন্তা ধারার জন্য অবশ্যই সে অপ-প্রসংশার দাবী রাখে।

ইলিয়াস মেওয়াতী কর্তৃক মেওয়াতে প্রতিষ্ঠিত ওহাবী মাদ্রাসাটিও মেওয়াত বাসীরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় এবং তাকেও সেখান থেকে বহিষ্কার করে।

(মাকালেমাতুছ ছাদরাইন– শিব্বির আহাম্মদ ওসমানী)

---

# কয়েকজন হিন্দু পন্থী ভারতবাসী মাওলানা মৌলভী

## "কাফেরোঁ ছে লড়না হারগেজ দুরস্ত নেহি"

(ফতুয়া রশীদিয়া ৫৪৫ পৃষ্ঠা)

তাবলীগ জামায়াতের পরিচালক মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীর বড় মুরব্বী মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী উপরোক্ত উর্দু বাক্যটি দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, ইসলাম ধর্ম হতে কাফের কর্তৃক প্রকাশিত কুফরী মতবাদ সমুন্নত ধর্ম এবং শ্রেয়। উক্ত উর্দু বাক্য দ্বারা তিনি আরো বুঝাতে চেয়েছেন যে, বর্তমানে যুদ্ধ ও সংগ্রাম মুসলমানদের বিরুদ্ধে করতে হবে, কাফেরদের বিরুদ্ধে নয়। তার এই দ্বিতীয় কথার দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি মুসলমান ছিলেন না, তিনি কুফরী মতবাদ বিশ্বাসী ছিলেন।

তাবলীগ জামায়াতের বড় মুরব্বীর মধ্যে আরও একটি কুফরী লক্ষণ প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, তিনি ঐসব কাফেরদের সমর্থন দিয়ে বসেছেন– যারা পৃথিবীর বুকে চিহ্নিত সেরা কাফের ছিল। যেমন– নমরুদ, ফেরাউন, হামান, আবু জেহেল, আবু লাহাব প্রমুখকে কড়া সমর্থন দিয়েছেন। মোটকথা তিনি তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করে বেহেশ্‌তে নেয়ার কামনা করেছেন। তার এ কামনার কথা স্বরচিত পুস্তক ফতুয়ায়ে রশীদয়ার ৯৪ পৃঃ দেখুন। যে আবু জেহেলকে তিনি বেহেশ্‌তে নেয়ার পাঁয়তারা করছেন সে বিশ্ববিখ্যাত শয়তান শেখ নজদীর পরামর্শ অনুযায়ী হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-কে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার জন্য তাঁর (দঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করেছিল। মহানবী (দঃ)-এর হত্যার সংকল্পের ঘটনাটি সূরা আনফালের ৪র্থ রুকুতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে।

তাবলীগের হোতা মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী যাকে হাকীমুল উম্মত নামকরণ করেছেন তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ব্রাহ্মণ মতবাদী ধর্ম গ্রহণ করেন। যেমন– তিনি তার রচিত ইফাযা পুস্তকের ৪র্থ খণ্ডে হিন্দু ধর্ম খাঁটি

মন্তব্য করে বলেন, আমার দেশবাসী মুসলমানদের জন্য যেরূপ আমার মহব্বত ও গভীর ভালবাসা আছে তেমনি ভালবাসা রয়েছে হিন্দুস্তানের সকল হিন্দু ভাইদের সাথে, এমন কি ডোম, চামার, মেথরের সাথেও আমার ভালবাসা বিদ্যমান। আল্লাহ্ পাক বলেন, বিধর্মীরা মুসলমানের শত্রু, মুসলমান ছাড়া আর কারো সাথে ভালবাসা স্থাপন করো না। হযরত নবী করীম (দঃ) বলেছেন, মুসলমান-মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই। হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ কেউ তোমার ভাই নয়। আর মৌলভী আশরাফ আলী থানভী হিন্দুদেরকে শুধু ভাই বলেই ক্ষান্ত হননি, পরবর্তীতে হিন্দু মুসলমানে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েম করার জন্য আইন পাস করে গেছেন। আজ আমাদের এবাদত কেন্দ্র বাবরী মসজিদটি থানভীর হিন্দু ভাইয়েরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল, আর থানভী সাহেব গড়ে হরিবল এর নির্দেশ দিয়েছেন তার দেওবন্দী ভাইদেরকে। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা হল কিন্তু দিল্লীর তাবলীগী মারকাজটি ভাঙ্গা হল না কেন?

---

# বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা প্রসঙ্গে তাবলীগ জামায়াতের ঈমান পরীক্ষা

অযোধ্যার বাবরী মসজিদ পুনঃ নির্মাণ এবং ভারতে মুসলিম নিধন বন্ধের দাবীতে গত ২রা জানুয়ারী ১৯৯৩ ইং লং মার্চ শুরু হল। লংমার্চের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শায়খুল হাদীস জনাব আজিজল হক, মুফতী ফজলুল হক আমিনী। কিন্তু বাংলাদেশের খেলাফত আন্দোলনের প্রধান আমীরে শরীয়ত শাহ্ শায়েখ আহাম্মদুল্লাহ্ আশরাফ ও মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান লংমার্চের বিরোধিতা করে কেন বলেন– জামায়াতে ইসলামী ইসলামের যম, ইসলামের শত্রু, জাতির শত্রু ও স্বাধীনতার শত্রু? জামায়াতে ইসলামী বাবরী মসজিদ ইস্যুতে প্রতিবাদী মৌলবাদী জনতাকে ব্যবহার করে হরতালের মাধ্যমে জ্বালাও পোড়াও গাড়ী ভাংচুরের রাজনীতি করছে।

লংমার্চ কর্মসূচীর সমালোচনা করে জামায়াত নেতা বলেন, আমরা ফাঁকা মুখভরা বুলিতে বিশ্বাস করি না। বাবরী মসজিদ পুনঃ নির্মাণের জন্য সীমান্ত পার হয়ে অযোধ্যায় যেতে হলে পাসপোর্ট কিম্বা অস্ত্রের প্রয়োজন হবে। শুধু মাত্র ব্যানার নিয়ে অযোধ্যায় যাত্রা ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছু নয়। তিনি ভারতে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি আগ্রহী। অথচ লংমার্চ করা বা বিক্ষোভ, মিছিল, প্রতিবাদ করা বিশ্বমুসলিমের উপর ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু হাফেজ্জী হুজুরের দল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ-এর সম্পূর্ণ বিরোধী। হাফেজ্জী হুজুর ছিলেন মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর খেলাফত প্রাপ্ত ছাত্র। গঙ্গুহী সাহেব স্বরচিত ফতুয়ায়ে রশীদিয়ার ৫৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মসজিদ ধ্বংসকারী কাফেরের বিরুদ্ধে লড়না হারগেজ দুরস্ত নেহি'।

পাঠক বৃন্দ! আপনারা ফতুয়ায়ে রশীদিয়া খুলে দেখুন, আমি লেখক তার বিরুদ্ধে একটি শব্দও অতিরিক্ত লেখছি কিনা। সমমনা ওহাবী লোকেরা আজ পরস্পরে কেন দ্বন্দ্বে লিপ্ত তা আমাদের বোধগম্য। কিছুদিন পূর্বে সকল সমমনা লোকেরা কাদিয়ানী ফেরকাকে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে লড়ালড়ি করছে। অথচ কাদিয়ানী সম্প্রদায় আদিকাল থেকে

কাফের রূপে চিহ্নিত। এখন যদি কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়, তাহলে আবু জেহেলকেও সরকারী ভাবে অমুসলিম ঘোষণা দিতে হবে। অথচ আল্লাহ্ এবং মহানবী (দঃ) আবু জেহেলকে কাফের রূপে চিহ্নিত করে তাকে দোযখী ঘোষণা করেছেন কিন্তু তাবলীগ জামায়াতীর আদি মুরব্বী মৌলভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী ফতুয়া রচনা করে বলেছেন, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে আবু জেহেল, আবু লাহাবকে ক্ষমা করে বেহেশ্‌তে নিতে পারেন। রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী দোযখীদেরকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানোর জন্য এত পিড়াপিড়ি করছেন কেন তা কারো বুঝে আসছে না। হয়তো চিহ্নিত কাফেরগণ তার জ্ঞাতি ভাই।

---

## ইসলামী সংগ্রাম ও তাবলীগ সংগ্রামের পার্থক্য

(১) মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীর আইন বই মলফুজাতের ২৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ্য বাক্যে মহানবী (দঃ)-এর ইসলামী সংগ্রাম-এর বিরুদ্ধে মন্তব্য করে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যতদিন মক্কায় অবস্থান করেছেন তত দিন দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি (দঃ) যখন মদীনায় হিজরত করলেন তখন হতে তিনি (দঃ) দ্বীনের দাওয়াত বন্ধ করে কাফেরদের বিরুদ্ধ যুদ্ধে লিপ্ত হন।

(২) মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী তার আইন বই-এর ২৩ পৃষ্ঠায় আরো বলেছন, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) মারাত্মক দোষী ব্যক্তি। তিনি সাহাবাগণের সমন্বয়ে শুধু যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। তার উচিৎ ছিল মদীনায় অবস্থান করে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া ও যুদ্ধ পরিচালনা করা।

(৩) মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী উক্ত পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধ মন্তব্য করে বলেন, মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করা ভিত্তিহীন। দরসে কোরআন-হাদীস বলতে কিছু নেই। দ্বীনের দাওয়াত দিলে কোরআন পাঠ এবং বোখারী শরীফ শিক্ষার সওয়াব পাওয়া যায়।

(৪) মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী উক্ত পুস্তকের ৪৭ পৃষ্ঠায় ফরজ যাকাতের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে বলেন, হাদিয়া ও উপঢৌকনের দরজা ফরজ যাকাত হতে বহুগুণে বেশী। ইহা সরাসরি কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস বিরোধী কথা।

(৫) মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী উক্ত পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করে বলেন, দেওবন্দী শিক্ষা ও দাওয়াতে দ্বীনের শিক্ষা ছাড়া আর সব শিক্ষাই বাতিল। তাই তিনি মৌলভী আশরাফ আলী থানভীকে দেওবন্দী তালীমের জন্য নির্বাচিত করেন। আর নিজের ভাগে রাখেন দাওয়াতে দ্বীন। মেওয়াতী সাহেব অনুরূপ ভাবে আজে বাজে মন্তব্য করে উপমহাদেশের সর্বস্তরে দেওবন্দী বনাম ওহাবী শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছেন।

---

# হাদীসে রাসূল ও তাবলীগ জামায়াত

ইমাম আহাম্মদ ও আবুদাউদ শরীফে বর্ণিত নিম্ন হাদীসে বদ আকীদা ও প্রবৃত্তির পূজারীদেরকে গোমরাহ দল এবং বিষাক্ত পাগলা কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

হাদীস ঃ হযরত রাসূলে পাক (দঃ) বলেন, পাগলা কুকুর যখন কোন ব্যক্তির শরীরের কোন স্থানে দংশন করে তখন সেই ব্যক্তির গোটা শরীরের মধ্যে সেই বিষ বিস্তারিত হয়। এই ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে দংশন করে তখন তার শরীরের বিষক্রিয়া দংশিত ব্যক্তির শরীরের মধ্যে উদয় হয়। দংশিত ব্যক্তির অধিক পিপাসা হয়, কিন্তু পানির দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করতে পারে না। যদি পানির প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে যায় তখন তার আর্তনাদ শুরু হয়ে যায়। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় ভয়ানক পিপাসার তাড়নায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তথাপি সে পানি দেখতে পারে না। অথচ পানি ছিল তার পক্ষে জীবন।

মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) পথভ্রষ্ট বদমাযহাবী দলগুলোকে পাগলা কুকুর কর্তৃক দংশিত রোগীর সাথে উপমা দিয়েছেন এই জন্য যে, কুকুরের বিষাক্ত বিষক্রিয়া এমন ভাবে শরীরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে যে, উহা শরীরের মধ্যে প্রতিটি শিরায় শিরায় এবং জোড়ায় জোড়ায় অনুপ্রবেশ করে, এমন কি রোগী অপরকে দংশন করলেও তার একই অবস্থা দাঁড়ায়। তেমনি বদদ্বীনী ও বদমাযহাবীর বিষক্রিয়া বদদ্বীন ও বদমাযহাবীর উপর প্রভাব সৃষ্টি করে যা তার মনমানুষিকতার কোনায় কোনায় সংক্রমিত হয়ে থাকে এবং অন্যান্য লোকদের উপরেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও তাদেরকেও নিজের ন্যায় কুআকীদা পন্থী বানিয়ে দেয়। যেমনি ভাবে কুকুর দংশিত ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত হওয়া সত্বেও পানি পান করতে অক্ষম এবং তৃষ্ণার্ত অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তেমনি বদআকীদা পন্থীরা ইসলামের সঠিক রাস্তা গ্রহণ করতে রাজি হয় না।

কুকুরের সাথে বদমাযহাবী গোমরাহ ফেরকাদের উপমা দেয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হল বদদ্বীন লোকের প্রতি ঘৃণা সঞ্চার করা।

উপমাযুক্ত বর্ণিত হাদীসটির মাধ্যমে পরিষ্কার ভাবে জানা গেল যে, বদমাযহাবী ও বদমুরব্বীর পূজারীরা মুসলিম সমাজের অত্যন্ত এবং ধ্বসাত্মক রূহানী ব্যাধি এবং সক্রামক রোগ। এ রোগের রোগী অপরকে নিজের মত রোগী বানিয়ে ফেলে, এই জন্য **ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের অবশ্য কর্তব্য বদ-আকীদা সম্পন্ন ব্যক্তি থেকে আত্মরক্ষা করা এবং তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা।**

অপর একটি হাদীসে মহানবী রাসূলে করীম (দঃ) বলেছেন, কু-আকীদাবাদী বদমাযহাবী থেকে দূরে থেকো এবং তাদেরকেও নিজেদের থেকে দূরে রেখো। যাতে তারা তোমাদেরকে ফেৎনা ফাসাদে না ফেলতে পারে। ঈমান রক্ষার জন্য ইহা সর্বোত্তম পন্থা ও ব্যবস্থা। মহানবী (দঃ) হাদীস শরীফের মাধ্যমে জান্নাতী দলের নামকরণ করেছেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত বা সুন্নতী জামায়াত। বস্তুতঃ এ জামায়াতই সঠিক পথের দিশারী। অবশিষ্ট সকল দলই গোমরাহ্ বা দোযখী ফেরকা।

এতদ্দেশ্যে মুসলমানদের মধ্যে গোমরা জামায়াত হল ওহাবী, দেওবন্দী ও ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াত। তাবলীগ জামায়াত প্রকৃতপক্ষে কোন দল বা জামায়াতের নাম নয়। ইহা ওহাবী ফেরকার অন্তর্ভুক্ত লেজোয়া বাহিনী। এরা ওহাবী ফেরকার বড় মুরব্বীর আদর্শ বিস্তারক।

---

## বদ-মাযহাবী তাবলীগ জামায়াতীর সাথে সমাজ-নামাজ অবৈধ হওয়ার প্রমাণ

গুনিয়াতুত তালেবীনে হযরত বড় পীর মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) তাবরানী শরীফের বরাতে হযরত মাআজ বিন জাবাল (রাঃ) ও হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস নকল করেন। সেই হাদীসটিতে হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, শেষ জামানায় কতিপয় ধর্মদ্রোহী জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা কোরআন হাদীসের আলোচনা বাদ দিয়ে শুধু

কিচ্ছা কাহিনীর অবতারণা করবে। তাদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য মহানবী (দঃ) কতিপয় সুনির্দিষ্ট ফরমান জারী করেন। সেই ফরমানগুলা নিম্নরূপ ঃ

(১) তাদের সাথে উঠা বসা এবং সংশ্রব বর্জন কর। কেননা সংশ্রবেও বিশেষ প্রতিক্রিয়া থাকে।

(২) তাদের সঙ্গে বসে আহার পানাহার করো না। অর্থাৎ তারা যদি তোমাদেরকে মেহমানদারী করতে চায় তা তোমরা প্রত্যাখ্যান কর।

(৩) হযরত রাসূলে করীম (দঃ) বলেছেন, কোন বদমাযহাবীর নিকট মেয়ে বিবাহ দিও না। যদি মেয়ে বিবাহ দাও, সে বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

(৪) তাদের সাথে মিলে মিশে জামায়াতের সহিত নামাজ কায়েম করো না এবং তাদের পিছনে নামাজ পড়ো না।

(৫) বদমাযহাবী মারা গেলে তাদের জানাযা পড়ো না।

**ইসলামী ফতুয়া ঃ** প্রকাশ থাকে যে, হিন্দুস্তান হল বদমাযহাবী, ওহাবী, দেওবন্দী ও ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াতের উৎপত্তির কেন্দ্রস্থল। এখানে বিভিন্ন গোমরাহ্ দলের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে সাধারণ মুসলমানগণ নিজ নিজ সুন্নী আলেমদের নিকট রুজু করে কয়টি বিষয়ে ফতুয়া তলব করে। যেমন ঃ-

(ক) বাতিল ফেরকার আলেমদের ওয়াজ শ্রবণ করা এবং তাদের মাহফিলে যোগদান করা বৈধ কি না?

(খ) বদমাযহাবীদেরকে কোন মজলিসের প্রধান মনোণীত করা জায়েয আছে কি না?

**ফতুয়ার উত্তর ঃ** ভারত উপমহাদেশ বিখ্যাত মোনাজিরে ইসলাম মুফতী নেজামুদ্দীন মুলতানী বলেন, নিঃসন্দেহ ওহাবী, তাবলীগী, শিয়া চাকলভী প্রকৃতিবাদ প্রমুখ বাতিল মাযহাবধারী আলেম মাশায়েখগণের ওয়াজ শ্রবণ করা এবং তাদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মসনদের উপর বসানো নাজায়েয। ইহাতো দিবাকরের চেয়ে অধিক পরিষ্কার কথা যে, উপদেশ প্রদান করা সেই লোকর কাজ-যে স্বয়ং হেদায়েত প্রাপ্ত ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া এবং তাদের সকল কর্মকাণ্ড রাসূলে করীম (দঃ)-এর হাদীস শরীফ কর্তৃক

অনুমোদিত হয়। ওহাবী ফেরকার জন্য মহানবী (দঃ) নেক দোয়া করেননি, তারা অভিশপ্ত কাওম। আর তাবলীগ পন্থীগণ জন্মগত অশিক্ষিত মূর্খ। তারা উভয়েই ধর্মপ্রাণ নয়, তারা প্রবৃত্তির পূজারী অমুসলিম এবং অজাত অভিশপ্ত।

## বাতিল ফেরকার পিছনে নামাজ পড়ার ফতুয়া

(১) বাতিল আকীদাবাদীর পিছনে নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরিমী।
(ফতুয়ায়ে আলমগিরী)

(২) বেদ্আতীকে ইমাম বানানো ও তার পিছনে নামাজ পড়া মাকরূহ।
(ফতুয়ায়ে আলমগিরী)

(৩) ফাসেক বেদআতী ও বদমাযহাবীকে ইমাম বানানো মাকরূহ তাহরিমী।
(তাহতাবী– মিনহাজুল খালেক)

(৪) যে বদমাযহাবীর আকীদা বিশ্বাস কুফরী সীমায় পৌঁছে গেছে, তার পিছনে নামাজ পড়া হারাম। (বাহারে শরীয়ত)

এতদ্দেশের গ্রাম-গঞ্জের অধিকাংশ মসজিদের ইমামের মধ্যে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তারা চাকরীর মানদণ্ডে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। মুসল্লি নামাজ শুদ্ধ হচ্ছে কি না তা তাদের দায়িত্বে নয়। মানুষ নামাজ পড়ে যাচ্ছে আর তারা পড়াতে যাচ্ছেন। মোটকথা ইহা চাকরীর দায়িত্ব।

## বদমাযহাবীর সাথে উঠা বসা না করা সম্পর্কে দার্শনিক ইমামগণের রায়

সালফে সালেহীনদের নিয়ম নীতি ছিল এই যে, যখন তাঁরা কোন বদমাযহাবীকে দেখতে পেতেন তখন তারা রাস্তা হতে দূরে সরে পড়তেন। কেননা, রাসূলে পাক (দঃ) ফরমায়েছেন, বদমাযহাবী লোক খুজলির মত। তাদের সংস্রব বর্জন কর।

* বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (রঃ) ইয়াহিয়াউল উলুম গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, কোন বদমাযহাবীকে ওয়াজ করতে দেখলে সঙ্গ সঙ্গে

তাকে ওয়াজ বন্ধ করার নির্দেশ ক রবে। অনুরূপ বদমাযহাবীদের ওয়াজ মাহফিলে গমন করা ঈমানদার মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। তবে তার বদমাযহাব খণ্ডন করা বা তার সাথে বহছ করার উদ্দেশ্যে হলে বদমাযহাবীর মাহফিলে গমন করা বৈধ।

* আল্লামা ইমাম তাহতাবী (রঃ) বলেন, যে আলেম আম্বিয়া, রাসুল, সাহাবী ও আওলীয়ায়ে করামগণের সমালোচনা করে, এরূপ বদমাযহাবী আলেমের ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে তার ওয়াজ নছিহত শ্রবণ করা জায়েয নয়। এইরূপ আলেমকে ইমামতির দায়িত্ব অর্পন করাও নাজায়েয। ভুলবশতঃ যদি তার পিছনে নামাজ আদায় করে ফেলা হয়, তখন সেই নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। বদমাযহাবী ইমামকে অপছন্দ করা ওয়াজিব।

* আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ইমাম হযরত আল্লামা শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) বলেন, বদমাযহাবী আলেমদের সাথে উঠা-বসা, পানাহার করা কোনটাই বৈধ নয়। তাঁর এই কথার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হল যে, সুন্নত পন্থীদের জন্য কোন রকমে জায়েয হবে না বদমাযহাবী, ওহাবী, তাবলীগী, শিয়া, মির্জায়ী, চাকলভী, প্রকৃতিবাদী প্রমুখ বাতিল পন্থীদেরকে সুন্নী আকীদা বিশ্বাসীদের মসনদে বসানো এবং তার কথা বার্তার প্রতি আস্থাবান হওয়া।

অতএব, সুন্নী আকীদা বিশ্বাসীদের প্রতি ওয়াজিব ঐসব বদ আকীদা বিশ্বাসীদের পিছনে নামাজ না পড়া এবং তাদের সাথে একত্রিত হয়ে পানাহার না করা।

---

# তাবলীগ নীতির বিরুদ্ধে ইলিয়াস মেওয়াতীর অনাস্থা জ্ঞাপন

(২১০ নং মলফুজাত)

ভারতবাসী সুন্নী আলেমগণকে মোলভী ইলিয়াস মেওয়াতী যমের মত ভয় পেতেন। একদা তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, আপনি স্বপ্নে প্রাপ্ত যে তাবলীগ নীতি বিস্তার করছেন, তার সত্যতা দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করতে না পারলে আপনার বিপদ হবে। এই ধমকিতে মৌলভী ইলিয়াস সুন্নী ওলামাদের সামনে নতি স্বীকার করে নিম্নলিখিত অনাস্থা বাক্য ঘোষণা দিলেন। মৌলভী ইলিয়াস এই কথারও স্বীকারোক্তি করেন যে, তিনি জীবনে আর কোন দিন তাবলীগ নীতির বিকাশ ঘটাবেন না। যার ফলে তিনি আর কোন দিন হিন্দুস্তানে তাবলীগের বিকাশ ঘটাতে সাহসও পাননি। সে জন্য আজ ভারত ও পাকিস্তানে তাবলীগ জামায়াতের আদৌ পরিচিতি নেই এবং সেখানে কোন এজতেমাও নেই।

## ইলিয়াস মেওয়াতীর অনাস্থা বাক্যসমূহ

**১। হে আমার ভক্ত বৃন্দরা! আমি তোমাদের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষ। আমি কোন উঁচু ঈমানদারও নই।**

স্বয়ং মৌঃ ইলিয়াস সাহেবের এই ঘোষণায় তার গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে ভক্ত বৃন্দরা দিশেহারা হয়ে প্রতিবাদ স্বরূপ বললো, আমরা তো আপনাকে খুব বড় ঈমানদার বলে আকীদা পোষণ করে আপনার রচিত তাবলীগ ধর্মে আত্মনিয়োগ করে ছিলাম। আর এখন আপনি বলছেন, আমি বড় ঈমানদার নই। এখন আমাদের কি উপায় হবে?

**২। শুধু আমার কথা ও উপদেশবাণীর উপর নির্ভরশীল হয়ে কর্ম সম্পাদন করা বদ দ্বীন।**

হায় হায়! আমাদের উপদেষ্টা হয়ে তিনি এইসব কি বলছেন। তিনি যে

বদমাযহাবী বদ দ্বীন হয়ে পড়েছেন, তা আমাদেরকে আগে বলেননি কেন? আমরা তো তাকে নেক দ্বীন হিসেবে আকীদা পোষণ করে এসেছি। আমরা যে তার নির্দেশ মোতাবেক চিল্লা ও গাস্ত পালন করছি তার মোটেই কি সওয়াব পাব না?

৩। এখন হতে আমার বিকশিত ও প্রচারিত বাণীকে কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলের সাথে টালি করে আমল করো।

হায় হায়! আমাদের উপদেষ্টা হয়ে তিনি কোরআন সুন্নাহের সাথে টালি না করে আনুমানিক উপদেশ দিয়েছেন! আমরা অধিকাংশ তাবলীগ জামায়াতী-রাই মূর্খ, আমাদের মধ্যে কোরআন হাদীসের সাথে টালি করার মত কোন লোকই নেই।

৪। তোমরা আমার উপদেশের উপর নির্ভরশীল হইও না; বরং তোমরা নিজ নিজ দায়িত্বে তাবলীগের কাজ সম্পাদন কর।

দ্বীনী ভাইয়েরা দুঃখ ভরা মনে আপত্তি করে বললো, আমরা যদি নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধিতে তাবলীগের কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হতাম, তাহলে আমরা কেন তাকে উপদেষ্টা নিয়োগ করলাম! আমাদের আগা-গোড়া এক হয়ে গেল নাকি?

৫। মাই তো ব্যাস মাশওয়ারা দেতা হোঁ।

এখন হতে আমি ব্যাস পরামর্শদাতা, এখন হতে আমাকে তাবলীগ জামায়াতীর উপদেষ্টা মনে করবে না। তাই এই শেষ ঘোষণা দ্বারা দ্বীনী ভাইদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীর জীবদ্দশায় কাউকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা আইন সম্মত নয় বিধায় প্রত্যেকে নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধিতে তাবলীগের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে থাকে। বিশেষ প্রয়োজন হলে তখন স্থানীয় কোন আলেমকে ডেকে আনা হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতিতে কর্ম সম্পাদন করা হচ্ছে।

---

# তাবলীগ জামায়াতীর এজতেমার সমাবেশ রহস্য

১৯৫০-এর দশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশে তাবলীগ জামায়াতের প্রসার লাভ করে। সেই পাকিস্তান আমল থেকেই ঢাকা কাকরাইল মসজিদ তাবলীগ জামায়াতের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী এ জামায়াতের প্রসার ঘটতে থাকে। তাবলীগ জামায়াতের ব্যাপক প্রসারের মুখে বাৎসরিক এজতেমা বা দ্বীনী ভাইদের মিলন ঘটে টঙ্গীর শহরে।

১৯৬৫ সালে ঢাকায় প্রথম এজতেমা শুরু হয়। এর আগে এই এজতেমা অনুষ্ঠিত হত কাকরাইল মসজিদে। পরবর্তীতে টঙ্গীর তুরাগ নদীর পূর্ব তীরে এই এজতেমার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ইসলামী শরীয়তে ৪ স্থানে এজতেমার অনুমতি রয়েছে। যথা ঃ-

(১) আরাফাত ময়দানে হজ্ব মৌসুমে হাজীগণের সমাবেশ শরীয়ত সম্মত। হযরত নবী করীম (দঃ) এখানে হজ্ব মৌসুমে বিদায় হজ্বের ভাষণ প্রদান কবেন। সেই জন্য বিশ্ব মুসলিমের তথায় সমাবেশ ঘটানো চিরকালের জন্য অবধারিত হয়ে যায়। এ এজতেমায় অবিশ্বাসী নিশ্চিত কাফের বা অমুসলিম রূপে গণ্য।

(২) জুমার দিন সুনির্দিষ্ট সময়ে বিশ্ব মুসলিমের মসজিদের এজতেমা শরীয়ত অনুমোদিত। এ এজতেমার কথা কোরআন ও সুন্নাহর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ রয়েছে।

(৩) ওলীমা, খাতনা, বিবাহ শাদী ও জানাযার এজতেমার ক্ষেত্রেও সময় বিশেষ ইহা ফরজ, সুন্নত, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব। ইসলামী শরীয়তে এই সব স্থানে একত্রিত হওয়ার অনুমতি রয়েছে।

(৪) জেহাদ বা যুদ্ধের ডাক পড়লে তখন নর-নারী সকলের জন্য যথাযোগ্য স্থান-কাল ব্যক্তি বিশেষে কোন এক স্থানে একত্রিত হওয়া ফরজ, সুন্নত, ওয়াজিব, মোস্তাহাব।

এ ছাড়া দুনিয়ার যে কোন স্থানে সমাবেশ ঘটানো শরীয়ত সম্মত নয়; বরং অবৈধ। বর্তমান জামানায় ঢাকার টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে যে জামায়াত হচ্ছে সেই জামায়াত ইসলামী শরীয়তের অনুমোদিত নয়। যদি কেউ ঐ তাবলীগ জামায়াতকে ফরজ মনে করে তথায় উপস্থিত হয় তখন তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি কেউ তামাশা দেখার জন্য সেখানে যায় তাহলে এতে ... বও

হবে না এবং গুনাহও হবে না। আর যদি কেউ টঙ্গীর এজতেমায় না গেলে দোয়া কবুল হবে না বলে আকীদা পোষণ করে, তাহলে তখনই সেই ব্যক্তি বদ আকীদা পোষণ দ্বারা মুসলমান হতে খারিজ হয়ে যাবে। কারণ ইসলামী শরীয়তে দোয়া কবুলের জন্য কতিপয় স্থান নির্ধারণ রয়েছে। টঙ্গীর এজতেমা ঐ নির্ধারিত স্থানে আওতাভুক্ত নয়।

## টঙ্গীর এজতেমার রহস্য

(১) এজতেমার অর্থ মিলন। চাই ইহা বৈধভাবে হোক বা অবৈধ ভাবে হোক। আরাফাত শব্দের অর্থ পরস্পরের পরিচিতি। যে স্থানটিতে হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) এর পরস্পরের মধ্যে মিলন ঘটেছিল সেই স্থানটির নামকরণ করা হয় আরাফাত বা মিলন কেন্দ্র। ইসলামী শরীয়তে ইহার অনুমোদন রয়েছে তাই হযরত রাসূল করীম (দঃ) তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণটি আরাফাত নামক মিলন কেন্দ্রে বিকাশ ঘটান। বিশ্ব মুসলিম হজ্ব মৌসুমে বছরে একবার সে মিলন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে পরস্পরের সাথে পরিচিত হয়।

উক্ত আরাফাতে মিলনের মানদণ্ডে টঙ্গীতে দ্বীনী ভাইদের মিলন এজতেমা মোটেই শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ টঙ্গীতে এসে মহানবী (দঃ) কোন দিন ভাষণ দেননি, এখানে হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর পদার্পনও ঘটেনি, এমন কি দ্বীনী ভাইদের দ্বীনী পিতা মৌলভী ইলিয়াস তার স্ত্রীসহকারে জীবনে একবার পদার্পন করেননি। তাই আমরা টঙ্গীর এজতেমা সমাবেশকে অবৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করি।

(২) তাবলীগ জামায়াতীরা মৌলভী ইলিয়াসের পূর্ণ অনুসরণ করে তাবলীগ জামায়াত নামে ধন্য। তাবলীগী জামায়াত সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে বিস্তার করার জন্য মৌলভী ইলিয়াস তার মুরব্বী মৌঃ রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর দ্বারা একটি আইন পুস্তক রচনা করান, যার নাম মলফুজাতে ইলিয়াস। এই পুস্তকখানা ২১৪টি তাবলীগী আইন দ্বারা বিস্তৃত। আমি উক্ত আইন পুস্তকটি তন্ন তন্ন করে খতিয়ে দেখেছি, এর কোথাও এজতেমার কথা নেই। আছে শুধু তাবলীগ প্রচারে ধারাবাহিকতা। যেমন, ইলিয়াস সাহেব নির্দেশ করেছেন, তাবলীগে অভিযানে সময় এমন করবে তেমন করবে এবং প্রচার অভিযান শেষে কারো ঘর বাড়ি উঠবে না।

আফসুস! মৌলভী ইলিয়াসের দলীয় লোকেরা ব্যবসা রোজগারের উদ্দশ্যে
ঙ্গীর মাঠে দোকান বসায়ে বহু টাকা পয়সা রোজগার করছেন। অনুরূপ পয়সা
রোজগার অবৈধ হওয়া সম্পর্কে ইলিয়াসের বড় মুরব্বী জনাব রশীদ আহাম্মদ
জুহী ওরস সমাবেশে দোকান পাট বসানো অবৈধ ঘোষণা করেছেন। উর্দু পড়া
মৌলভীগণ তার রচিত ফতুয়ায়ে রশীদিয়া পুস্তকখানা প্রত্যক্ষ্য করুন।

(৩) টঙ্গীর এজতেমা অবৈধ হওয়ার প্রমাণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল ইহা হিন্দু
ক্ষণ সম্প্রদায়ের মেলা ও পূজা সমাবেশের সাদৃশ্য কাজ। পূজা অর্চনা কালে
তার স্থান কয়েক দিনের জন্য উন্মুক্ত রাখে, যাতে করে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ,
টান সকলেই পূজার স্থানে উপস্থিত হতে সক্ষম হয়। তদ্রূপ টঙ্গীর এজতেমার
জা কয়েক দিনের জন্য খোলা থাকে, যাতে করে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা
থায় উপস্থিত হতে সক্ষম হয়। প্রতি বৎসর টঙ্গীর এজতেমার ভাবমূর্তি ও
মাশা দেখার জন্য দলে দলে হিন্দু বৈরাগীরা পর্যন্ত এজতেমায় উপস্থিত হচ্ছে।

(৪) টঙ্গীর মেলা অনুষ্ঠিত হয় টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে। ইসলামী শরীয়তে
নটি স্থানে মেলার আয়োজন করা নিষিদ্ধ। (১) প্রথম নদীর তীরে। (২)
তীয় কূপের তীরে। (৩) তৃতীয় অগ্নী কুণ্ডলীর তীরে।

কাফেরগণ মেলা বসিয়ে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে অগ্নিকুণ্ডলীর মধ্যে
ক্ষেপ করে। নদীর তীরে ও কূপের পাড়ে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। ইহা ছাড়া
মলা অনুষ্ঠানে মদ, জুয়া, গাঁজা, হাউজী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল
গজ ইসলাম ধর্মের নীতির পরিপন্থী। প্রত্যেক বছর টঙ্গীর এজতেমায় বিভিন্ন
কমের অসামাজিক ও বেআইনী কার্যকলাপের খবর পত্র পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে।

টঙ্গীর এজতেমা তুরাগ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হওয়া আর গঙ্গার তীরে
দুদের পূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। গঙ্গা স্নান পূজায় হিন্দু
-নারীরা এক সঙ্গে গঙ্গা নদীত উলঙ্গ অবস্থায় অবতরণ করে। আর তাবলীগ
মায়াতের দ্বীনী ভাইয়েরা তুরাগ নদীতে এক সঙ্গে গোসল করে স্থানীয় নারী-
ষের সাথে।

দ্বীনী ভাইয়েরা এজতেমা অনুষ্ঠানের বহু পূর্ব হতেই টঙ্গীতে উপস্থিত
হিন্দুদের মত মণ্ডপ তৈরী করে। মণ্ডপ তৈরীত যে কষ্ট করা হয় তার
রেখেছে "মেহনত" এ জাতীয় কর্মতৎপরতার অনুমোদন ইসলামী
য়তে নেই।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) হাদীস বাণীতে পরিকার শব্দে ঘোষণা করেছে- কোন মুসলমান অনুরূপ বিধর্মী সাদৃশ্য কাজে তৎপর হলে সে যেন বিধর্মীর সঙ্গে অনুরূপ দোযখে যাবার জন্য তৈরী থাকে!

(৫) তাবলীগ জামায়াতী দ্বীনী ভাইয়েরা সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে এজতেমা সংগঠিত হওয়ার চার পাঁচ দিন পূর্বেই ধোকা দিয়ে তাদের তুরাগ নদীর তীরে নিয়ে জামায়াত করেন। যারা চার পাঁচ দিন পূর্বে জমায়েত হয় তারা সাপ্তাহে একটি জুমা পড়া হতে বঞ্চিত থাকে। কারণ টঙ্গীর ময়দানে কোন মেহরাব যুক্ত মসজিদ নেই। ইসলামী শরীয়তের একটি বিধান রয়েছে যে, যেই মসজিদে মেহরাব থাকবে না সেই মসজিদ সাধারণ ঘর বাড়ী রূপে গণ্য হবে। এইরূপ বাড়ী ঘরে জুমার নামাজ কায়েম করা অবৈধ।

কাকরাইল মসজিদকে প্রকৃতপক্ষে মসজিদ বলা যায় না। কারণ সে দালানটি আবাসিক হোটেলের মত। তাবলীগ জামায়াতীরা সে ঘরটিতে পানাহার, বিশ্রামাগার এবং বসত বাড়ী হিসেবে ব্যবহার করে যাচ্ছে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদকে আবাসিক ঘর রূপে ব্যবহার করা অবৈধ ও হারাম।

তাবলীগ জামায়াতীরা ইসলামী শরীয়তের সাথে প্রতারণা ও লুকোচুরি খেলছে। যেমন- তারা ইসলামী শরীয়তের মূল নীতি হতে শুধু কালেমা ও নামাজ এ দু'টিরই প্রচার করেছে। যাকাত ও হজ্বকে সমূলে বাদ দিয়েছে। হজ্ব সম্বন্ধে তাদের জ্বলন্ত প্রতারণা করেছে। কেননা, বর্তমানে তারা টঙ্গীর এজতেমাকে দ্বিতীয় হজ্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। অথচ আল্লাহ দ্বিতীয় হজ্বের নাম করণ করেছেন ওমরাহ হজ্ব পালনকে।

ইহা ছাড়া তাবলীগ জামায়াতীদের বক-বকানীর যন্ত্রণায় মসজিদের মুসল্লীগণ শান্তিতে নামাজ কায়েম করতে পারছেন না। গাস্ত বা ঘুরাফেরাকে পূণ্যের কাজ আকীদা পোষণ করে পথে ঘাটে মুখ বিড়বিড় করে মানুষের সাথে সংলাপ করে। এদের মূখ্য উদ্দেশ্য হল তাবলীগ জামায়াতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা। তারা সারাটা দিন গ্রামে গঞ্জে ঘুর চক্কর খেয়ে দিনের শেষান্তে স্থানীয় মসজিদগুলোতে এসে অবস্থান করে। ইসলামী শরীয়ত অনুরূপ অবস্থানকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি। মোটকথা তাবলীগ জামায়াতীর গোটা কর্ম জীবনটাই ভণ্ডামী, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

---

# হাদীসে রাসূল (দঃ) ও ইলিয়াস মেওয়াতীর তাবলীগ

হাদীস শরীফ ঃ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত রাসূলে করীম (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ঃ

يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَاْتُوْنَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَائُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ - الحديث -

উচ্চারণ ঃ ইয়াকূমু ফী আখেরিজ্ জমানে দাজ্জালুনা কায্যাবূনা ইয়া'তূনাকুম মিনাল আহাদীছে বিমা লামতাছমাউ আন্তুম ওয়া সাবাআকুম ফা-ইয়াকুম ওয়া ইয়াহুম লা-ইউ দেল্লুনা-কুম ওযা লা-ইয়াফতানূনাকুম। (আল-হাদীস)

অর্থাৎ– মহানবী (দঃ) বলেন, শেষ জামানায় এমন এক শ্রেণীর ধোকাবাজ ও মিথ্যাবাদী লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তোমাদের নিকট নতুন নতুন কথা নিয়ে আসবে, যা তোমরা কখনও শোননি এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষগণও শোনেনি। তোমরা নিজেদেরকে তাদের (ফেতনা) থেকে রক্ষা কর; যাতে তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট ও ফেৎনা ফাসাদে নিক্ষেপ করতে না পারে (বিভ্রান্ত না করে)।

হাদীস শরীফ ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফের অন্য একটি হাদীসে আছে যে, শেষ জামানায় অল্প জ্ঞানের অধিকারী এমন একদল আলেম বের হবে যে, তাদের কোন কথাই কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী হবে না। তারা কোরআন পাঠ করবে, কিন্তু (কোরআন) তাদের গলদেশের নিম্ন প্রান্তে অবতরণ করবে না। (বা কোরআনর প্রকৃত অর্থ তারা হাদয়ঙ্গম করত পারবে না। তারা শুধু কোরআনের অপব্যাখ্যাই নিজেদের প্রয়োজনে প্রচার করবে)।

হযরত আলী (কঃ)-এর খেলাফত আমলে মাসার বিন তামীম, যায়েদ বিন

হাসীন প্রভৃতি প্রায় সত্তর জন হাফেজ-কারী সর্ব প্রথম সিফ্ফীনের যুদ্ধে ধর্মচ্যুত হয় ও মৌলবাদ ধর্ম গ্রহণ করে। তারা প্রকৃত আলেম হলে ধর্মচ্যুত হতো না।

**হাদীস শরীফ ঃ** তিরমিজী শরীফে বর্ণিত আছে, "উপরোক্ত লোকদের জবান হবে শক্কর (চিনি) অপেক্ষা মিঠা। অর্থাৎ সম্মোহন শক্তিতে বলীয়ান হবে, যা অন্যকেও অতি সহজেই আকৃষ্ট করবে বা অন্যের বিশ্বাসযোগ্যতার সহায়ক হবে তার জবান। কিন্তু তাদের অন্তর সমূহ নেকড়ে বাঘের চেয়ে হিংস্র বা কঠিন হবে। অর্থাৎ তারা তাদের হীন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এমনি ভাবে তাদের জবান উন্মুক্ত করবে। অপর কোন লোক তাদের অন্তরকে দেখতে পারবে না। যে অন্তর শুধুই পাপে পরিপূর্ণ থাকবে।

আফসুস! বর্তমান জামানায় আমাদের এতদ্দেশে ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াতের এতই প্রসার ঘটেছে যে, শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অগণিত যুবক-বৃদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। অনেকে নিজেদের আকীদা বিশ্বাসের সাথেও উক্ত তাবলীগ জামায়াতকে একীভূত করে নিচ্ছে। অথচ এ পথ ইসলামের সঠিক ও সরল পথ নয়।

হযরত শাহ্ অবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে বলেছেন, "এমন লোকদের সাথে উঠাবসা ঠিক নয়– যারা বদ মাযহাব পন্থী"। কেননা এদের সাথে উঠাবসা করলে ঈমানের দুর্বলতা এসে যায়।

---

# ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াতের নবতর ফেৎনা হতে বেঁচে থাকার সরল পথ

**১। তওবা ও আমল ঃ**

মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীর তাবলীগ জামায়াতের অন্তর্ভুক্তি হতে নিজেকে খাঁটি তওবা সহকারে সরিয়ে আনতে হবে এবং সুন্নী ওলামাগণের সংস্রব অবলম্বন করে ইসলামী শরীয়তের বিধি বিধান প্রতিপালন করতে হবে। প্রাত্যহিক জীবনের যাবতীয় কর্ম-কাণ্ড, কথা-বার্তা, আমল-আখলাক সবই হবে ইসলামী শরীয়ত সম্মত। ইলিয়াস রচিত চিল্লা অনুশীলণ বন্ধ করতে হবে। গ্রামে গঞ্জে "গাস্ত" বা ঘুরাফেরা বন্ধ করতে হবে এবং মসজিদে অবস্থান করা নিষিদ্ধ কাজ হিসেবে মেনে নিতে হবে।

**২। আদর্শ গ্রহণ ও অতিরিক্ত পরিত্যাগ ঃ**

আদর্শ জীবন যাপন করতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন সামান্য বিষয়েও হযরত রাসূলে করীম (দঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং আইম্মায়ে কেরাম (রঃ)-গণের আদর্শের পরিপন্থী না হয় এবং ইলিয়াস মেওয়াতী কর্তৃক প্রচারিত মলফুজাত গ্রন্থের আইন সমূহকে কোরআন, সুন্নাহ, এজমা ও কিয়াস অনুযায়ী মানদণ্ড ঠিক করে শরীয়তের অতিরিক্ত সমুদয় আইন (যা মানব রচিত স্বপ্নে প্রাপ্ত হলেও) বর্জন করতে হবে।

**৩। মৌলবাদ পরিত্যাগ ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ধারাঃ**

মৌলবাদী আইন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে এবং ঈমানী আইন গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র স্মরণের সাথে হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর সুন্নতের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসী থাকতে হবে। যিকির আজকারের সময় আল্লাহ্ পাকের নামের সাথে মহানবী রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নামকেও সংযোজিত করতে হবে। দরূদ পাঠ করতে হবে খুব বেশী বেশী ইসলামী আলোচনার সময় হামদ এর সাথে নাতে রাসূল থাকতে হবে। দোয়ার সাথে দরূদ অবশ্যই থাকতে হবে।

ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াত সম্পূর্ণ ভাবে পরিহার করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রকৃত পাবন্দী হতে হবে।

বিগত জীবনের বদ আমল করার কারণে আল্লাহ্ পাকের নিকট লজ্জিত হয়ে নিজেকে অপরাধী মনে করে প্রকৃত আমল করে যেতে হবে। স্বপ্নে তাবলীগ জামায়াত প্রাপ্তির দাবীদার ইলিয়াস মেওয়াতীকে মনে মনে অভিসম্পাত দিয়ে নিজের আত্ম শুদ্ধিতে অভিনিবেশ করতে হবে।

## ইলিয়াসী তাবলীগপন্থীদের মালফুজাতী মাজেজা

মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী কর্তৃক প্রচারিত তাবলীগ জামায়াতের মূল গ্রন্থের নাম মলফুজাত। উক্ত উর্দু গ্রন্থটির মধ্য থেকে কতিপয় আপত্তিকর উক্তি কুফরী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা দেওয়া হল ঃ

(১) মলফুজাতের ৫০ নং ধারায় বলা হয়েছে, স্বপ্নের মাধ্যমে মৌঃ ইলিয়াস এলাহাম প্রাপ্ত হন, যা ওহী সমতুল্য। তিনি আম্বিয়া (আঃ) গণের ন্যায় মানবের হেদায়েতের জন্য এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন।

(২) মলফুজাতের ৪২ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ মুসলমান দুই প্রকার। যারা তাবলীগে বের হয় এবং যারা উক্ত লোকদের সাহায্য করে অন্য সব লোক কাফের।

(৩) মলফুজাতের ৫১ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ জাকাতের দরজা হাদিয়া হতে অনেক কম। অর্থাৎ হাদিয়া জাকাত দানের চেয়েও অধিকতর গুরুত্ব দাবীদার।

(৪) মলফুজাতের ১ নং ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদী গোমরাহী ও বে-দ্বীনি রোগে আক্রান্ত। অর্থাৎ ইলিয়াসের প্রবর্তিত পন্থাই একমাত্র সঠিক পন্থা। ইসলামের অন্য সব মতও পথ গোমরাহী।

(৫) মলফুজাতের ২১০ নং ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ ইলিয়াসী তাবলীগের মূল প্রচারক মৌঃ ইলিয়াস মেওয়াতীর প্রবর্তিত তাবলীগ জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত লোকদের উদ্দেশ্যে তার বক্তব্য হল, দলীয় লোকজন যেন তার কথার উপর আস্থাবান না হন। তারা শুধু নিজ নিজ দায়িত্বে ধর্ম পালন করে যাবেন।

(৬) মলফুজাতের ২০৯ নং ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ একজন (ইলিয়াসী) তাবলীগ জামায়াতীর মান মর্যাদা এমন যে, নামাজে মশগুল ব্যক্তির চেয়েও অধিকতর।

(৭) মলফুজাতের ২১০ ধারায় আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইলিয়াস মেওয়াতী বলেন, "আমার কথার উপর আস্থাবান হয়ে ধর্ম পালন করো না কোরআন ও সুন্নাহর সাথে মিলিয়ে তবে তা পালন করবে।

## ইলিয়াস নাফরমানের জুলন্ত কুফরী

(১) ইলিয়াসের নিকট ঐশীবাণীর আগমণ ও সে নবী তুল্য হওয়ার কথাটি তার নবুয়ত দাবী বুঝায়, তাই সে একজন কতলযোগ্য অপরাধী।

(২) ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াতী ছাড়া বিশ্ব মুসলিমকে অমুসলিম মন্তব্য করা তার কুফরী কালামের সামিল। সে একজন খাঁটি খৃষ্টান ধর্মমত পোষণকারী।

(৩) ইলিয়াস ফরজ যাকাতকে হাদিয়া উপঢৌকনের সাথে তুলনা করার হেতু সে একজন ধর্ম অবমননাকারী।

(৪) ইলিয়াস উম্মতে মোহাম্মদীর উপর গোমরাহীর অপবাদ দিয়ে ধর্মচ্যুত এবং সে একজন বিধর্মী।

(৫) ইলিয়াস পন্থীর মানমর্যাদা নামাজ এবাদত হতে অধিক মন্তব্য করাটা তার নাস্তিকতার লক্ষণ।

(৬) ইলিয়াসী দলের বৈরাগ্য নীতি গ্রাম গঞ্জে ঘুরপাক দেয়া ও টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরের এজতেমা সমাবেশ তার বেদাতী হওয়ার লক্ষণ।

উক্ত বক্তব্যানুসারে নির্দ্বিধায় বলা যায়, কোরআন সুন্নাহর মানদণ্ডে ইলিয়াসী তাবলীগ বর্জনীয়। অতএব প্রতিটি মুসলমানের উচিৎ এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া।

## সমাপ্ত